Contents

১৬শ বর্ষ/৮ম সংখ্যা

কার্তিক ১৩৭৭ বাং

তর্জুমানুল-হাদীছ

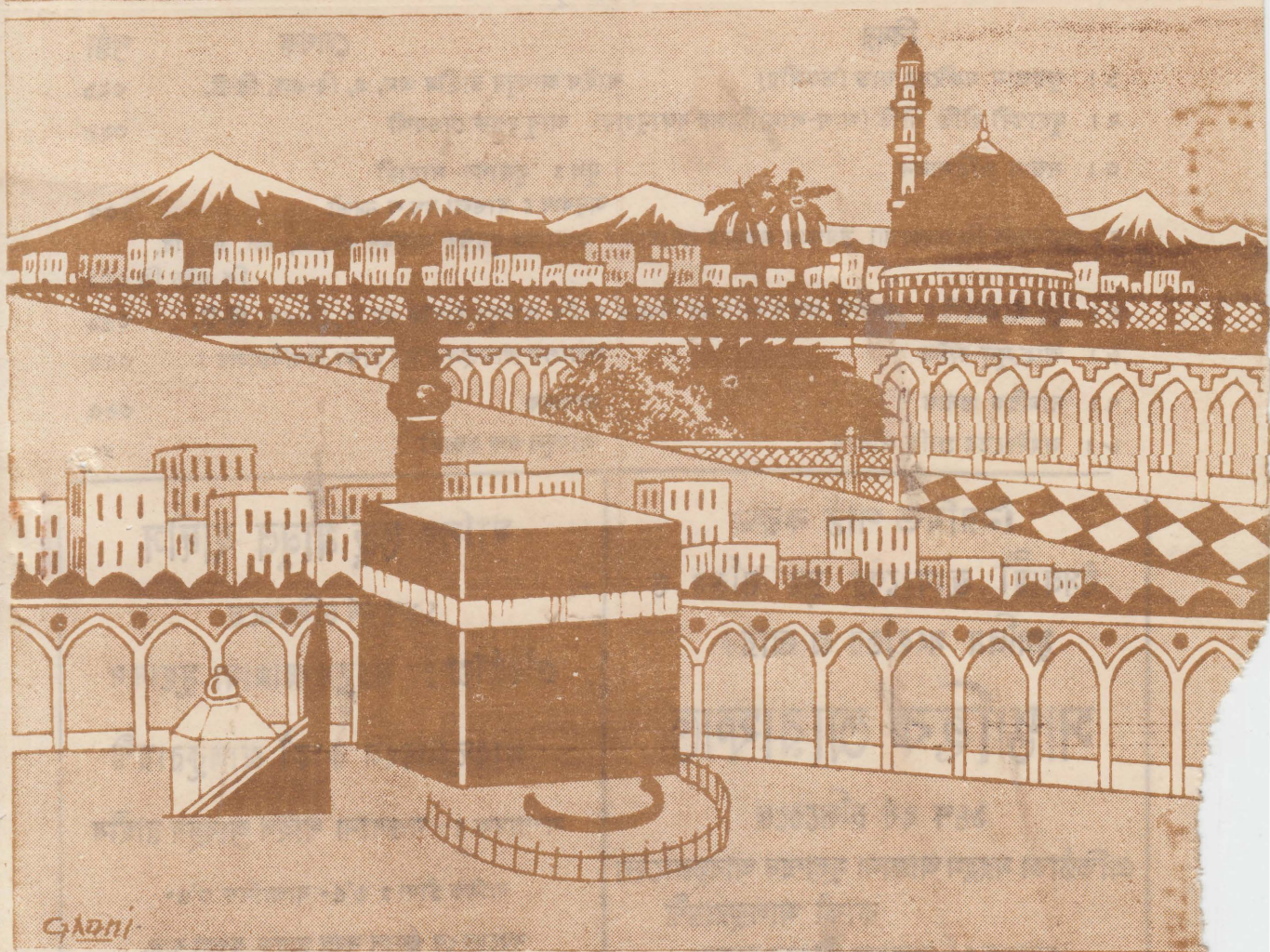

সম্পাদক

শাইখ আবদুর রাহীম এম. এ. বি. এল. বিটি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

ষোড়শ বর্ষ—৮ম সংখ্যা

কার্তিক ১৩৭৭ বাংলা ; শাবান, ১৩৯০ হিঃ অক্টোবর, ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ,

বিষয়-সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল, বি-টি,	৩২১
২। মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী	৩২৮
৩। সন্তান প্রতিপালন	মুল ঃ মুস্তাফা সাবায়ী অনুবাদ ঃ মাওলা বখ্‌শ নদভী	৩৩৭
৪। জন্মনিয়ন্ত্রণ কি জনসংখ্যা সমস্যার একমাত্র সমাধান ?	অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ এম, এ, এল, এল, বি, পি এইচ ডি	৩৪২
৫। নূহ আলাইহিস্ সল্যাতু অস্‌সাল্যামের বিবরণ	শাইখ আবদুর রাহীম এম-এ, বি-এল, বি-টি,	৩৪৯
৬। আহ্‌লুল্-বাইত	অধ্যাপক শামসুল হক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)	৩৫৪
৭। সাময়িক প্রসংগ	সম্পাদক	৩৬৫
৮। জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৵০

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকিব ও

মুসলিম সংহতির অগ্রদায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১৪শ বর্ষ চলিতেছে

প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৮'০০, ষান্মাসিক ঃ ৪'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার ঃ সাপ্তাহিক আরাফাত,

৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

১৬শ বর্ষ চলিতেছে

প্রতিষ্ঠাতা ঃ মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

সম্পাদক ঃ—মওলানা শাইখ আবদুর রাহীম

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৬'৫০ ষান্মাসিক ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়,

চাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা ঃ

ম্যানেজার, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

ষোড়শ বর্ষ	কার্তিক ১৩৭৭ বংগাব্দ ; শাবান ১৩৯০ হিঃ অক্টোবর, ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ	৮ম সংখ্যা

শাইখ আবদুর রাহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফাযিল-দেওবন্দ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দানকারী আল্লাহের নামে।

١- إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهٖٓ أَنْ
أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيْمٌ ٥

১। নিশ্চয় আমরা নূহকে তাহার জাতির দিকে রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছিলাম এই বলিয়া যে, তুমি তোমার জাতিকে সতর্ক কর তাহাদের প্রতি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আগমনের পূর্বে।

٢ - قال يقوم انى لكم نذير مبين •

٣ - ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون •

٤ - يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

الى اجل مسمى ان اجل الله اذا

جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون •

২। [তদনুযায়ী] সে বলিল, "হে আমার জাতি, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য স্পষ্টভাষী সতর্ককারী।

৩। [আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি এই বলিয়া যে,] তোমরা আল্লাহের দাসত্ব কর ও তাঁহাকে সমীহ করিয়া চল এবং আমার কথা মানিয়া চল।

৪। [যদি ইহা কর] তাহা হইলে তিনি তোমাদের অপরাধসমূহের অংশবিশেষ মাফ করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে নির্দ্ধারিত কাল পর্যন্ত পিছাইয়া দিবেন। ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহের নির্ধারণ করা কাল যখন আসিবে তখন উহা পিছান হইবে না—আহা! তোমরা যদি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে!

ان انذر যে, তুমি সতর্ক কর। ইহাকে 'আমরা পাঠাইলাম' বাক্যের ব্যাখ্যা বা তাফসীর রূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং ইহাকে মূলতঃ بان انذر ধরা যাইতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'আন' শব্দটিকে 'নাসাব' দানকারী অব্যয় ধরিয়া বাক্যটির বিন্যাস এই হইবে :

انا ارسلنا نوحا الى قومه بان قلنا له ان انذر

এই দ্বিতীয় বিন্যাস অনুযায়ী তারজামাহ দেওয়া হইয়াছে।

عذاب اليم : অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এই শাস্তি বলিয়া এখানে 'মহাপ্লাবন যোগে ডুবাইয়া মারা' বুঝানো হইয়াছে।

৩। এই আয়াতে তিনটি আদেশ করা হইয়াছে। (এক) আল্লাহের দাসত্ব করা এবং তাহা করিতে গিয়া সর্ব প্রকার ন্যায় ও ভাল কাজ সম্পাদন করা। (দুই) আল্লাহকে সমীহ করা এবং তাহা করিতে গিয়া সকল প্রকার অন্যায় ও মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকা। (তিন) রাসূলের কথা মানিয়া চলা। এই তৃতীয় আদেশটি প্রথম দুই আদেশের পরিপূরক। অর্থাৎ কোন্ কাজ ন্যায় ও ভাল এবং কোন্ কাজটি অন্যায় ও মন্দ তাহা মানুষ নিজ বুদ্ধিতে সব সময় বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কাজেই উহার জন্য রাসূলের কথা মানিয়া চলার প্রয়োজন হয়।

৪। يؤخركم الى اجل مسمى তোমাদিগকে নির্ধারিত কাল পর্যন্ত পিছাইয়া দিবেন। ইহার দুই প্রকার তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। এক তাৎপর্য হইতেছে 'তোমাদিগকে' বলিয়া 'প্রত্যেক মানুষ' অর্থ লইয়া। তখন তাৎপর্য এই হইবে যে, প্রত্যেক মানুষের জীবনীকাল দুই ভাবে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। যথা, তাহার দীর্ঘতম জীবনকাল নির্ধারিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, সে যদি অমুক অপরাধ করে তাহা হইলে তাহার জীবনীকাল 'এত সময়' কম করা হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের ঊর্ধ্বতম ও নিম্নতম জীবনীকাল নির্ধারিত হইয়াছে। তাফসীর কাশশাফ ও তাফসীর কাবীরের গ্রন্থকার এই ব্যাখ্যা দেন এবং তাফসীর খাযিনে ইহা উদ্ধৃত করা হয়। কিন্তু আমার মতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিবার পরে এই ব্যাখ্যা টিকে না।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হইতেছে 'তোমাদিগকে' বলিয়া 'সমষ্টিগত মানুষ' অর্থাৎ মনুষ্যসমাজ অর্থ লইয়া। তখন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৫। [অনন্তর অধিকাংশ লোকই যখন কর্ণপাত করিল না তখন] সে বলিল, হে আমার রাব্ব, নিশ্চয় আমি আমার জাতিকে দিন রাত সকল সময় ডাকিতে থাকিলাম,

৬। কিন্তু আমার ডাক কেবলমাত্র তাহাদের বিরাগই বাড়াইয়া চলিল ;

৭। আর ইহা নিশ্চিত যে, তুমি তাহাদিগকে যাহাতে মাফ করিয়া দাও এইজন্য আমি যখনই তাহাদিগকে ডাকিলাম তখনই তাহারা তাহাদের কানে তাহাদের অঙ্গুল দিল, নিজ নিজ কাপড় দিয়া নিজদিগকে আচ্ছাদিত করিল, হঠকারিতা করিল এবং চরম মাত্রায় অহংকার করিল।

৫ - قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۔

৬ - فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا

৭ - وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۔

তাৎপর্য দাঁড়াইবে এই—নির্ধারিত সময় বা 'আজালিম্ মুসাম্মা' বলিয়া 'কিয়ামাত' বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ মনুষ্য সমাজ ও মনুষ্য জাতি যদি উল্লিখিত তিনটি কাজ করিতে থাকে তাহা হইলে কিয়ামাত পর্যন্ত স্থায়ী থাকিবে এবং কিয়ামাত কালে সকলেই মারা যাইবে। আর মনুষ্য জাতি যদি ঐ তিনটি কাজ পালন না করে তাহা হইলে সকলেই কিয়ামাত আসার পূর্বেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। এই হইতেছে শাহ ওালীয়ুল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মত এবং আমরাও ইহা সমর্থন করি।

৫-৬। পৃথিবীতে যাহারা অন্যায় কার্যে ও অনাচারে লিপ্ত থাকে তাহাদিগকে উহা পরিত্যাগ করিয়া ন্যায়নিষ্ঠ হইবার জন্য উপদেশ দিলে তাহারা সচরাচর কম বেশী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের এক দল ঐ উপদেশ মানিয়া লইয়া অন্যায় ও অনাচার হইতে ক্ষান্ত হইয়া ন্যায় পথ ধরে। আর অপর দলটি নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া ঐ উপদেশদাতাকে এবং প্রথম দলটিকে উত্যক্ত, বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ করিবার মতলবে আরো বেশী করিয়া অন্যায় অনাচার করিতে থাকে। আয়াত দুইটিতে শেষোক্ত দলটির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৭। لِتَغْفِرَ لَهُمْ : তুমি যাহাতে তাহাদিগকে মাফ করিয়া দাও এই জন্য। আসলে বলার ছিল, 'তাহারা যাহাতে তোমার দাসত্ব করে, তোমাকে সমীহ করিয়া চলে ও আমার কথা মান্য করে এই জন্য'। তাহা না বলিয়া এইরূপ বলিবার উদ্দেশ্য হইতেছে তাহাদের কার্যের বীভৎসতা ও জঘন্যতা প্রকাশ করা। অর্থাৎ তাহারা এমন পাকা দুষ্ট এবং এমন নিরেট বোকা যে, তাহারা তাহাদের অপরাধের ক্ষমালাভের জন্য মোটেই উৎসুক নয়। বরং তাহারা অপরাধের শাস্তির কোনই পরওয়া করে না। এখানে আরবী অলংকার শাস্ত্র অনুসারে 'সাবাব' বা কারণ না বলিয়া 'মুসাব্বাব' বা ফল উল্লেখ করা হইয়াছে। উল্লিখিত 'সাবাবটি' তৃতীয় আয়াতে এবং 'মুসাব্বাবটি' চতুর্থ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।

جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ : তাহারা তাহাদের কানে আঙ্গুল দিল। অর্থাৎ নাবীর কথা মান্য করা দূরের কথা, তাহারা তাহাতে কর্ণপাত পর্যন্ত করিল না।

www.ahlehadeethbd.org

৮। তারপর নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে উচ্চ স্বরে ডাকিলাম।

৯। তারপর নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে প্রকাশ্যে ও গোপনে উভয় ভাবেই ডাকিতে থাকিলাম।

১০। অনন্তর আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা তোমাদের রাব্বের নিকট মাফ চাও, নিশ্চয় তিনি রহিয়াছেন মহা ক্ষমাকারী।

৮ - ثُمَّ اِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝

৯ - ثُمَّ اِنِّي اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۝

১০ - فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۝

استغشوا ثيابهم : তাহারা নিজ নিজ কাপড় দিয়া নিজদিগকে আচ্ছাদিত করিল। ইহার তাৎপর্য দুই প্রকার হইতে পারে। (এক) তাহারা নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালামের এবং তাহাদের মাঝে পর্দার আড়াল করিয়া লইত। অথবা (দুই) ঘোমটা লটকাইবার মত নিজেদের চোখ মুখ ঢাকিয়া লইত।

এই আয়াতে কাফিরদের চারিটি প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে। (এক) তাহারা মোটেই কর্ণপাত করিল না। (দুই) তাহারা যাহাতে নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালামের চেহারা পর্যন্ত দেখিতে না পায় তাহার ব্যবস্থা তাহারা করিল না। (তিন) তাহারা অন্যায় কার্যাদি সম্পাদনে হঠকারিতা ও একগুঁয়েমি অবলম্বন করিল। এবং (চারি) তাহারা নিজদিগকে নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অহংকার ভরে তাঁহার নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করিল।

৮। جهارا : উচ্চ স্বরে। ইহা 'জাহারা' (جاهر) ক্রিয়ার মাস্‌দার বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। ইহাতে নাসাব হওয়ার কারণ চারি ভাবে বর্ণনা করা হয়।

ইহাকে 'মাস্‌দার' অর্থেই গ্রহণ করিয়া

(ক) দা'আওতু ক্রিয়ার তাকিদী (ক্রিয়ার প্রতি জোর দানকারী) মাফ্'উল মুত্লাক হওয়ার কারণে।

(খ) দা'আওতু ক্রিয়ার নাও'ঈ (ক্রিয়ার প্রকার বর্ণনাকারী) মাফ্'উল মুত্লাক হওয়ার কারণে। বস্তুতঃ ডাক দুইভাবে দেওয়া হইয়া থাকে—জাহরী বা উচ্চ স্বরে এবং সির্‌রী বা অনুচ্চ স্বরে।

(গ) দা'আওতু ক্রিয়ার উহ্য মাস্‌দার অর্থাৎ 'দু'আআন্' (دعاء) এর সিফাত বা বিশেষণ হওয়ার কারণে।

ইহাকে 'মাসদার' অর্থে গ্রহণ না করিয়া ইস্ম ফা'ইল 'মুজাহির' অর্থে গ্রহণ করিয়া

(ঘ) দা'আওতু ক্রিয়ার মধ্যে 'তু' এর 'হাল' বা অবস্থাজ্ঞাপক হওয়ার কারণে। তখন 'দা'আওতু' হইবে 'আমিল, আর তু অর্থাৎ 'আনা' বা 'আমি' হইবে 'যুল্-হাল'।

৯। পঞ্চম আয়াতে নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালামের যে আহ্বানের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা ছিল লোকের ঘরে ঘরে গিয়া চুপে চুপে আহ্বান। তারপর অষ্টম আয়াতে উচ্চ স্বরে আহ্বানের কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালাম প্রথম দিকে চুপে চুপে আহ্বান করেন। তারপর প্রকাশ্য মাজলিসে আল্লাহের আদেশ বর্ণনা করিতে থাকেন। তারপর এই আয়াতে বলা হয় যে, শেষে পথে, ঘরে, মাঠে, ময়দানে সর্বত্র গোপনে প্রকাশ্যে সর্বভাবে প্রচার করিতে থাকেন।

১০—১২। استغفروا ربكم : তোমরা তোমাদের রাব্বের নিকট ক্ষমা চাও। প্রশ্ন হইতে পারে, তৃতীয় আয়াতটিতে তিনটি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে

www.ahlehadeethbd.org

١١ - يرسل السماء عليكم مدرارا ٠

١٢ - ويمددكم باموال وبنين

ويجعل لكم جنت ويجعل لكم انهرا ٠

١٣ - مالكم لا ترجون لله وقارا ٠

١٤ - وقد خلقكم اطوارا ٠

১১। [তোমরা যদি তাঁহার নিকট মাফ চাও] তাহা হইলে তিনি আকাশকে তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণকারীরূপে পাঠাইবেন।

১২। এবং তোমাদিগকে নানা ধনসম্পদে ও পুত্রসন্তানাদিতে বৃদ্ধি দিবেন, তোমাদের জন্য বাগানসমূহ তৈয়ার করিবেন এবং তোমাদের জন্য নদীসমূহ প্রবাহিত করিবেন।

১৩। তোমাদের কি হইল যে তোমরা আল্লাহের মর্যাদার আশা করিতেছ না?

১৪। অথচ তিনি তোমাদিগকে পর্যায়সমূহের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন।

এবং চতুর্থ আয়াতটিতে বলা হইয়াছে যে, ঐ তিনটি আদেশ পালন করিলে তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করা হইবে। ঐ তিনটি আদেশের একটি হইতেছে আল্লাহের দাসত্ব করা; আর দাসত্ব করার মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা অবধারিত। এমত অবস্থায় এই আয়াতে আবার নূতন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়ার রহস্য কি? ইহার জওাব তিন ভাবে দেওয়া হয়। (এক) নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালাম যখন তাঁহার জাতিকে তাহাদের নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ধর্ম দীক্ষিত হইবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার জাতি স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন করিয়াছিল যে, তাহাদের ধর্ম ন্যায় ও সত্য হয় তবে তাহারা উহা বর্জন করিবে কেন? আর উহা যদি অসত্য ও ভিত্তিহীন হয় তবে তাহার দীর্ঘকাল ঐ ধর্ম পালন করিয়া যে অপরাধ করিয়াছিল তাহার সংশোধনের উপায় কি? তাহাতে নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালাম এই কথা বলেন। দ্বিতীয়তঃ পূর্বে কেবলমাত্র পারলৌকিক মঙ্গলের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু এখানে কয়েকটি পার্থিব মঙ্গলের কথাও যোগ করা হইয়াছে। এই যোগ করার কারণে (لمزيد الفائدة) এই পুনরুক্তি দোষণীয় না হইয়া প্রশংসনীয় হইয়াছে। তৃতীয়তঃ নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালামের জাতির সে সময়ে পার্থিব দুর্দিন আসিয়াছিল। সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া আকাশে বৃষ্টি ছিল না; মানুষের কোন সন্তানাদি জন্মে নাই বাগানে; ফল আসে নাই; ক্ষেতে শস্য হয় নাই এবং সকল নদী শুকাইয়া গিয়াছিল। তখন তাহারা উহার প্রতিকার ব্যবস্থার জন্য নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালামের নিকট গেলে তিনি এই ব্যবস্থা দেন।

انه كان غفارا : তিনি অতীত কাল হইতেই মহা ক্ষমাকারী রহিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে এখানে 'ইন্নাহু গাফ্ফারুন্' অর্থাৎ তিনি হইতেছেন মহাক্ষমাকারী' বলা সঙ্গত ছিল। তাহা না বলিয়া 'ইন্নাহু কানা গাফ্ফারান' বলা হইল কেন? ইহার জওাবে বলা হয় যে, ইন্নাহ গাফ্ফারুন (انه غفار) বলিলে তাৎপর্য এই দাঁড়াইত যে, তিনি বর্তমানে মহাক্ষমাকারী। অতীতে তিনি মহাক্ষমাকারী অথবা মোটেই ক্ষমাকারী ছিলেন কি না সে সম্বন্ধে কোন ইংগিত পাওয়া যাইত না। পক্ষান্তরে ইন্নাহু কানা গাফ্ফারান (انه كان غفارا) বলার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা অতীত কাল হইতে মহাক্ষমাকারী রহিয়াছেন—পূর্বেও ছিলেন, এখনও রহিয়াছেন। এই কারণে 'ইন্নাহু কানা গাফ্ফারান্' বলা হইয়াছে।

১৩—১৪। مالكم : তোমাদের কি হইল? ইহার দুই প্রকার তাৎপর্য হয়। (এক) তোমা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৫। তোমরা কি ভাবিয়া দেখ না ?— আল্লাহ কি ভাবে সমন্বয়যুক্ত সপ্ত উর্ধ জগত সৃষ্টি করিলেন,

১৬। এবং সেইগুলির মধ্যে চাঁদকে আলোক করিয়া এবং সূর্যকে প্রদীপরূপে স্থাপন করিলেন।

১৭। এবং আল্লাহ তোমাদিগকে মাটি হইতে অভিনব উৎপাদনরূপে উৎপন্ন করিলেন।

١٥ - اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۔

١٦ - وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۔

١٧ - وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۔

দের পক্ষে কোন্ বস্তু প্রতিবন্ধক হইল ? (দুই) তোমরা কোন্ ফল লাভ করিলে ?

لا ترجون لله وقارا : তোমরা আল্লাহের মর্যাদার আশা করিতেছ না কেন ? পরবর্তী আয়াতটির সহিত মিলিত করিয়া ইহার দুই প্রকার তাৎপর্য হয়। (এক) এই পৃথিবীতে তোমাদের সৃজন ইত্যাদি ব্যাপারে আল্লাহের অভিনব ক্ষমতা দেখিবার পরেও তোমরা তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য ও যোগ্য মর্যাদা স্বীকার করিতেছ না কেন ? (দুই) এই প্রকার অভিনব ভাবে তোমাদের সৃজন দেখিয়াও তোমরা এই আশা পোষণ কর না কেন যে, তিনি তোমাদিগকে আখিরাতে প্রতিদান দিবেন ?

তারপর 'মা লাকুম' এর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আয়াত দুইটির তাৎপর্য হইবে এই,

আল্লাহকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন ব্যাপারে অথবা আখিরাতে আল্লাহের নিকট প্রতিদান লাভের আশা ব্যাপারে কোন্ বস্তু তোমাদের প্রতিবন্ধক হইল ? অথবা আল্লাহকে তাঁহার প্রপ্য সম্মান প্রদর্শন না করিয়া অথবা আখিরাতে প্রতিদানের আশা পরিত্যাগ করিয়া তোমরা কি ফল লাভ করিলে ?

১৬। **فيهن** : সেইগুলির মধ্যে অর্থাৎ উর্ধ জগতগুলিতে। প্রশ্ন উঠে, সকল উর্ধ জগতে তো চন্দ্রও নাই সূর্যও নাই। তবে ইহা কেমন কথা ? জওয়াব এই যে, উহাদের কোন একটিতে থাকিলেই ঐ গুলিতে আছে বলা অসঙ্গত হয় না। যেমন, যদি বলা হয় 'অমুক লোকটি অমুক শহরে রহিয়াছে' তাহা হইলে ইহার তাৎপর্য কেহই ইহা মনে করে না যে, সে ব্যক্তি ঐ সারা শহরটি ব্যাপিয়া রহিয়াছে। বরং উহার তাৎপর্য এই যে, ঐ ব্যক্তিটি ঐ শহরের কোন এক অংশে রহিয়াছে। এখানেও সেই রকমই বলা হইয়াছে।

১৭। **نورا** : আলোক।

سراج : প্রদীপ বা আলোকের উৎপত্তিমূল।

আগুনকে আরবীতে বলা হয় 'নার' (نار) আর ঐ আগুন হইতে রশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া যাহা আশ পাশের স্থান আলোকিত করে সেই আলোককে বলা হয় 'নূর' (نور) চাঁদের নিজস্ব কোন জ্যোতি নাই। সে সূর্যের রশ্মি যোগে জ্যোতিষ্মান হইয়া থাকে বলিয়া চাঁদকে 'নূর' বলা হইয়াছে।

১৭। **انبتكم من الارض** : তোমাদিগকে মাটি হইতে উৎপন্ন করিলেন। অর্থাৎ মাটি হইতে সৃষ্টি করিলেন। মাটি হইতে সৃষ্টি করাকে যেহেতু আরবী পরিভাষায় ইম্বাত (انبات) বলা হয় কাজেই উহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া 'খালাকাকুম' (خلقكم) স্থলে আম্বাতাকুম (انبتكم) বলা হইয়াছে।

তারপর ইহার তাৎপর্য দুই ভাবে বর্ণনা করা হয়। (এক) মানুষের আদি পিতা আদম আলাইহিস সলাতু

www.ahlehadeethbd.org

١٨ - ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا

১৮। তারপর তিনি তোমাদিগকে উহাতে ফিরাইবেন এবং তোমাদিগকে যথাযথভাবে বাহির করিবেন।

١٩ - والله جعل لكم الارض بساطا ٥

১৯। এবং আল্লাহ ভূ-পৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য বিছানার মত বিস্তারিত করিয়া দিলেন,

٢٠ - لتسلكوا منها سبلا فجاجا •

২০। যাহাতে তোমরা উহার প্রশস্ত পথ-সমূহে চলাচল কর সেইজন্য।

অস্সালামের শরীরকে যেহেতু মাটি দিয়া তৈয়ার করা হইয়াছিল কাজেই 'সকল মানুষকে মাটি হইতে তৈয়ার করা হইয়াছে' বলা অসঙ্গত হয় না। (দুই) মানুষ মাটি হইতে উৎপন্ন শস্য, ফল মূল, শাক সব্জি খাইয়া এবং ঐ সব ভক্ষণকারী পশু পক্ষী খাইয়া জীবনধারণ করে। তাহার ফলে রক্ত শুক্র ইত্যাদি জন্মে এবং ঐ শুক্র হইতে মনুষ্য সন্তান জন্ম লাভ করে। কাজেই আদম আলাইহিস্ সলাতু অস্সালাম ছাড়া অপর সকল মানুষ প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে মাটি হইতে সৃষ্ট। এমত অবস্থায় তাহাদিগকে 'মাটি হইতে সৃষ্ট' বলা সম্পূর্ণরূপে সংগত।

১৮। **يعيدكم فيها : তিনি তোমাদিগকে** তাহাতে অর্থাৎ মাটিতে ফিরাইবেন অর্থাৎ পরিণত করিবেন। যে সকল লোককে কবরস্থ অথবা অন্য কোন ভাবে মৃত্তিকা গর্ভে সমাহিত করা হয় তাহাদের শরীর সরাসরি মাটিতে পরিণত হয় আর যাহারা সমাধিস্থ বা সমাহিত হয় না তাহারাও কালক্রমে মাটিতে পরিণত হইতে বাধ্য। যথা, যাহাদের শরীর জ্বালানো হয় তাহাদের ভস্ম কালক্রমে মাটিতে পরিণত হয়। যাহাদের শরীর জীবজন্তু বা পাখীতে ভক্ষণ করে তাহাদের শরীর ঐ ভক্ষণকারীর অংশ বিশেষে পরিণত হইবার পরে ঐ জীবজন্তু ও পাখীর মৃত্যু হইলে তাহাদের শরীর মাটিতে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে ঐ মানুষগুলির শরীর মাটিতে পরিণত হয়।

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবু য়ুসুফ দেওবন্দী ॥

(১৮০—২৯) حدثنا محمود بن غيلان ثنا ابو احمد ثنا سفيان عن الاسود بن قيس عن نبيح العنزى عن جابر بن عبد الله قال اتانا النبى صلى الله عليه وسلم فى منزلنا فذبحنا له شاة فقال كانهم علموا انا نحب اللحم وفى الحديث قصة ٠

(১৮০—২৯) আমাদিগকে হাদীস শোনান মাহমূদ ইব্নু গাইলান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ আহমাদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান সুফ্য়ান, তিনি রিওায়াত করেন আল্‌আসওাদ ইব্নু কাইস হইতে, তিনি নুবাইহ আল্-'আনাযী হইতে, তিনি জাাবির ইব্নু অবদুল্লাহ হইতে, তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদের নিকট আমাদের বাড়ীতে আসেন। তখন আমরা তাঁহার জন্য একটি ছাগল যাব্হ্ করি। তাহাতে তিনি বলেন, "মনে হয় ইহারা যেন জানে যে, আমরা গোশ্ত খাইতে ভালবাসি।" এই হাদীসের সহিত একটি ঘটনা জড়িত রহিয়াছে।

(১৮০—২৯) وفي الحديث قصة ঃ এই হাদীসের সহিত একটি ঘটনা জড়িত রহিয়াছে। উক্ত ঘটনাটি সাহীহ বুখারী ঃ ৪৩২, ৫৮৮ ও ৫৮৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। ঘটনাটি এইরূপ—

জাাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা যখন মাদীনার সীমানায় খান্দাক বা পরিখা খুঁড়িতেছিলাম তখন এক স্থানে এক খণ্ড অত্যন্ত শক্ত মাটি বাহির হইল। সাহাবীগণ ঐ স্থানটি খুঁড়িতে অক্ষম হইয়া উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কর্ণগোচর করিলেন। তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমিই সেখানে নামিব"। তারপর তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একটি গাঁতি লইলেন। তারপর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঐ গাঁতি দ্বারা ঐ শক্ত ভূখণ্ডের উপর আঘাত করিলে উহা ঝুরঝুরে বালুকা স্তূপের ন্যায় সহজেই খনন করা হইল।

জাাবির রাঃ ঐ সময় দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। তখন জাাবির রাঃ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বলিলেন, "আল্লাহের রাসূল, আমাকে বাড়ী যাইবার অনুমতি দিন।"

জাাবির রাঃ বলেন, অনন্তর আমি বাড়ী গিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলাম, "আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে এমন অবস্থায় দেখিলাম যাহা আমি মোটেই সহ্য করিতে পারিতেছি না। আমি তাঁহাকে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত দেখিলাম। তোমার নিকট কি কিছু খাদ্য আছে?" তখন তাঁহার স্ত্রী একটি চামড়ার থলি বাহির করিলেন। উহাতে প্রায় তিন সের যব ছিল। জাাবির রাঃ বলেন, আর আমাদের একটি গৃহপালিত ছোট ছাগল-ছানা ছিল। আমি ছাগল-ছানাটি

www.ahlehadeethbd.org

যাব্হ্ করিলাম এবং আমার স্ত্রী যব পিষিতে লাগিল। আমি ছাগলের চামড়া ছাড়াইয়া গোশত কাটিয়া কুটিয়া উহা যখন ডেকচিতে রাখিলাম তখন আমার স্ত্রীর যব পেশাও শেষ হইল। তারপর আমি যখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম তখন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন, "দেখো, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে বেশী লোকজন লইয়া আসিয়া আমাকে বিব্রত ও লজ্জিত করিও না।"

জাবির রাঃ বলেন, তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট গিয়া তাঁহাকে চুপি চুপি বলিলাম, "আমার বাড়ীতে অল্প পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছি। অতএব হে আল্লাহের রাসূল, আপনি ও দুই একজন লোক চলুন।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি পরিমাণ খাদ্য?" আমি বলিলাম, "আমরা একটি ছাগল ছানা যাব্হ্ করিয়াছি এবং বাড়ীতে যে-এক সা' যব ছিল তাহা আমার স্ত্রী পিষিয়াছে।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "প্রচুর খাদ্য, উপাদেয় খাদ্য, উপাদেয় খাদ্য" তারপর তিনি আমাকে বলিলেন, "আমি না আসা পর্যন্ত গোশ্তের ডেকচি চুলা হইতে নামাইও না এবং রুটি বানানো আরম্ভ করিও না।" আর তিনি সাহাবীদিগকে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওহে খান্দাকের লোকেরা, জাবির তোমাদের জন্য ভোজ প্রস্তুত করিয়াছে। তোমরা উঠ; চলো ঐ ভোজে।"

জাবির রাঃ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উল্লিখিত ঘোষণায় বিচলিত হইলেন এবং দ্রুতপদে বাড়ী পৌঁছিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নির্দেশ দুইটি জানাইলেন। ফলে গোশতের ডেকচি চুলার উপরেই থাকিল এবং আটা ছানিয়া রাখা রহিল। জাবির রাঃ তাঁহার স্ত্রীকে আরও বলিলেন যে, মুহাজির, আন্সার এবং যে কেহ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন সকলকে লইয়া তিনি আসিতেছেন; আর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আগে আগে আসিতেছেন। তখন জাবির রাঃ এর স্ত্রী জাবিরের প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "তুমি কী বলিয়াছিলে?" তিনি বলিলেন "তুমি যাহা বলিতে বলিয়াছিলে ঠিক তাহাই আমি বলিয়াছিলাম।" তখন জাবিরের স্ত্রী বলেন "তিনি কি তোমাকে খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন?" জাবির বলিলেন, "হাঁ।" তখন জাবিরের স্ত্রী আশ্বস্ত হইলেন।

অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সেখানে উপস্থিত মুহাজির, আন্সার ও অপর সাহাবীদিগকে সঙ্গে লইয়া জাবিরের বাড়ী পৌঁছিলেন। তখন জাবিরের স্ত্রী ছানা আটা বাহির করিলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উহাতে থুকিলেন ও বারাকাতের দু'আ করিলেন। তারপর তিনি গোশতের ডেকচির নিকট গিয়া ঐ গোশ্তে থুকিলেন এবং উহাতে বারাকাতের জন্য দু'আ করিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, "একজন রুটি-তৈয়ারকারিণী ডাকিয়া আন। সে জাবিরের স্ত্রীর সহিত রুটি বানাইতে থাকিবে।"

তারপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তন্দুর ঢাকিয়া দিয়া এক পাশ হইতে কিছু রুটি বাহির করিয়া আবার তন্দুর সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া দেন এবং ডেকচির ঢাকনা এক পাশে একটু সরাইয়া পেয়ালা দিয়া কিছু গোশ্ত বাহির করেন এবং তারপর ডেকচিটি সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া দেন। অনন্তর ঐ রুটি টুকরা টুকরা করিয়া ছিড়িয়া উহার উপরে গোশ্ত রাখিয়া উহা তাঁহার সাহাবীদের সামনে দিতে থাকেন। তারপর তিনি তন্দুরের এক পাশ উন্মোচন করিয়া রুটি বাহির করিয়া তন্দুরটি সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া দেন এবং ডেকচির ঢাকনি এক পাশে কিছু সরাইয়া পেয়ালা দিয়া কিছু গোশ্ত বাহির করিয়া লইয়া ডেকচিটি সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া দেন। তারপর রুটি টুকরা টুকরা করিতে থাকেন ও উহার উপর গোশ্ত দিয়া সাহাবীদিগকে পরিবেশন করিতে থাকেন। এই ভাবে এক হাযার সাহাবী আসূদা হইয়া আহার করেন। জাবির বলেন, আল্লাহের কসম, সকলের খাওয়া শেষ হইবার পরেও আমাদের গোশ্তের ডেকচিটি টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল এবং ছানা আটা হইতে রুটি প্রস্তুত করা হইতেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম জাবিরের স্ত্রীকে বলিলেন, "খাও এবং প্রতিবেশীদিগকে ইহার হাদিয়া পাঠাইয়া দাও।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(١٨١—٣٠) حدثنا ابن ابي عمر ثنا سفيان ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابرا، قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فدخل على امرأة من الانصار فذبحت

(১৮১ ৩০) আমাদিগকে হাদীস শোনান ইব্নু আবী 'উমার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান সুফ্য়ান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল্লাহ ইব্নু মুহাম্মাদ ইব্নু 'আকীল, তিনি জাবিরকে বলিতে শুনেন—

সুফ্য়ান বলেন আমাদিগকে আরও হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্নু আল-মুন্কাদির, তিনি রিওয়ায়াত করেন জাবির হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গে থাকাকালে তিনি বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। অনন্তর আনসারীদের এক মহিলার নিকট গেলেন।

[বলা বাহুল্য ৩৫।৪০ বৎসর পূর্বে আমাদের গ্রামের এক বিধবা স্ত্রীলোক গ্রামের লোকদিগকে রামাযানের কোন এক সন্ধ্যায় গোশ্ত-ভাতের দাওয়াত দেয়। তখন পাছে গোশ্ত কম পড়ে এই আশংকায় গোশ্তের ডেক হইতে উল্লিখিত ভাবে গোশ্ত বাহির করা হইতে থাকে। আল্লাহের কুদরাত প্রায় সিকি ডেক গোশ্ত বাঁচিয়াছিল। তাহা ছাড়া আরও কয়েক দফা আমি দেখিয়াছি যে, এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া অল্প খাদ্যে বহু লোক আসূদা হইয়া খাইয়াছে। এক দফা পাঁচ সের চাউলের বিরয়ানীতে প্রায় আশি জন লোককে আসূদা হইয়া খাইতে দেখিয়াছি। আমার এক উস্তাদ আমাকে বলেন, খাদ্য প্রস্তুত হইলে এই আয়াতটি কয়েক বার পড়িয়া উহাতে সুন্নাত মুতাবিক ফুঁ-থু দিবে এবং ঢাকনি এক দিকে সামান্য সরাইয়া খাদ্য বাহির করিতে থাকিবে এবং খাদ্য বাহির করিবার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকনিটি পূর্ণভাবে টানিয়া দিবে। ইন্শা অল্লাহ ঐ খাদ্যে সকলে আসূদা হইয়া খাইবে। আয়াতটি এই,

ما عندكم ينفد وما عند الله باق - (সূরাহ ১৬ আন্নাহ্ল্: ৯৬)

(১৮১—৩০) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহ্ফাহ: ১।৮২ পৃষ্ঠায়) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

فذبحت له شاة তখন মহিলাটি তাঁহার জন্য একটি ছাগল যাব্হ্ করিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোকের পক্ষে হালাল জানোয়ার যাব্হ্ করিতে কোন বাধা নাই। কেহ বলিতে পারেন যে, অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, 'মহিলাটি ছাগল যাব্হ করিবার জন্য আদেশ করিলেন।' জওয়াব এই যে, যাব্হ করিতে আদেশ করা অর্থটি পরোক্ষ (مجازى) এবং 'স্বয়ং যাব্হ্ করা' অর্থটি হইতেছে প্রত্যক্ষ (حقيقى); যার নিয়ম এই যে, প্রত্যক্ষ অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব না হওয়া পর্যন্ত উহা পরিত্যাগ করিয়া পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা চলে না।

www.ahlehadeethbd.org

له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى

ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ •

তখন ঐ মহিলাটি তাঁহার জন্য একটি ছাগল যাবহ করিলেন। অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছাগলের কিছু গোশ্‌ত খাইলেন। মহিলাটি খেজুর পাতার বুনানো একটি পাত্রে খেজুর আনিলে তিনি উহা হইতেও কিছু খাইলেন। তারপর তিনি যুহরের জন্য উযূ করিলেন এবং সলাত সম্পাদন করিলেন। তারপর তিনি ঐ মহিলাটির নিকট ফিরিয়া গেলেন। তখন ঐ মহিলাটি ছাগলের গোশ্‌তের যাহা উদ্বৃত্ত ছিল তাহা হইতে কিছু তাঁহার নিকট লইয়া আসিলে তিনি উহা খাইলেন। তারপর উযূ না করিয়াই 'আসর সলাত সম্পাদন করিলেন।

ثم توضأ للظهر : তারপর তিনি যুহরের জন্য উযূ করিলেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে, আগুনে পাক করা খাদ্য খাইবার কারণে উযূ নষ্ট হওয়ায় তিনি উযূ করেন। কেননা, ইহাও হইতে পারে যে, তখন তাঁহার উযূ ছিল না বলিয়া ছিলনা বলিয়া তিনি উযূ করিয়াছিলেন।

ثم صلى العصر ولم يتوضأ : তারপর উযূ না করিয়াই তিনি সলাতুল্ 'আস্‌র সম্পন্ন করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পাক করা খাদ্য গ্রহণ করিলে উযূ নষ্ট হয় না।

আগুনে পাক করা খাদ্য খাইলে উযূ নষ্ট হয় কি না এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ১৬৫-১৪ হাদীসের টীকায় দেখুন।

একটি প্রশ্ন ও তাহার জওয়াব—কেহ কেহ বলেন যে, এই হাদীস ও 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত ১৪৯—৭ নং হাদীস পরস্পর বিরোধী। কেননা, 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা তাঁহার ঐ হাদীসে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কখনও এক দিনে দুইবার পেট ভরিয়া গোশ্‌ত খান নাই, অথচ এই হাদীসে দেখা যায় যে, তিনি এক দিনে দুই বার গোশ্‌ত খাইয়াছেন।

জওয়াব - যাঁহারা এই বিরোধের কথা উত্থাপন করেন তাঁহারা আদতে হাদীস দুইটি অভিনিবেশ সহকারে দেখিবার চেষ্টা করেন নাই। বস্তুতঃ 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হার হাদীসে কোন দিন দুই বার আসূদা হইয়া তাঁহার গোশত খাইবার কথা অস্বীকার করা হয়। আর এই হাদীসে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এক দিনে দুইবার গোশ্‌ত খান বটে, কিন্তু ঐ দুই বারের প্রত্যেক বারই তিনি আসূদা হইয়া গোশত খাইয়াছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। কেননা একবার আসূদা হইয়া গোশত খাইবার আধ ঘণ্টা পরে ক্ষুধা হওয়াই অসম্ভব। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম প্রথম দফায় মোটেই আসূদা হইয়া গোশত খান নাই। আর দ্বিতীয় বারে তিনি যে গোশ্‌ত খান তাহাতেও এই কথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না যে, তিনি এই দফায় আসূদা হইয়া খাইয়াছিলেন। কাজেই এই হাদীসে বর্ণিত দিনে তাঁহার একবার মাত্র আসূদা হইয়া গোশ্‌ত খাইবার স্বীকার করিলেও করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ এই হাদীসের বিবরণে যাহা দেখা যায় তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আহার সমাপ্ত না করিয়াই সলাতুয্‌ যুহ্‌র্ সম্পন্ন করেনএবং উহার পরে আবার গোশ্‌ত খাইয়াআহার সমাপ্ত করেন। কাজেই ইহাকে নিঃসন্দেহে একবার ভোজন বলা যায়।

এই হাদীস হইতে জানা যায় যে, আহারের কিছু পরে আবার আহার করিতে কোন দোষ নাই—যদি উহাতে পেটের অসুখের আশংকা না থাকে।

(১৮২—৩১) حدثنا العباس بن محمد الدورى ثنا يونس بن محمد ثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن ابى يعقوب عن ام المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل وعلي معه ياكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي : مه يا علي فانك ناقه -

(১৮২—৩১) আমাদিগকে হাদীস শোনান আল্ 'আব্বাস ইব্নু মুহাম্মাদ আদ্দুরী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান য়ুনুস ইব্নু মুহাম্মাদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান ফুলাইহ ইব্নু সুলাইমান, তিনি রিওায়াত করেন 'উসমান ইব্নু আব্দুর রাহমান হইতে, তিনি য়া'কূব ইব্নু আবূ য়া'কূব হইতে, তিনি উম্মুল্ মুন্যির হইতে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমার বাড়ী আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আলী ছিলেন। আমাদের ঘরে লটকানো কয়েক কাঁদি খেজুর ছিল। উম্মুল্ মুন্যির বলেন, অনন্তর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঐ কাঁদিগুলি হইতে খেজুর খাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আলীও খাইতে লাগিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আলীকে বলিলেন, "হে আলী, খাওয়া ক্ষান্ত কর; কেননা ইহা নিশ্চিত যে, তুমি

(১৮২—৩১) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহফাহ : ৩,১৫৭ পৃষ্ঠায়) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সুনান আবূদাউদ : ২,১৮৩ এবং সুনান ইব্নু মাজাহ : ২৫৪ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

عن ام المنذر قالت : উম্মুল মুনযির হইতে, তিনি বলেন।

এই সাহাবীয়াহ বর্ণনাকারিণীর নাম সালমা, পিতার নাম কাইস (سلمى بنت قيس)। তিনি আন্-নাজ্জার গোত্রের 'আদীই বংশীয়া আনসারী মহিলা ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পিতৃকুলের দিক দিয়া তাঁহার খালা হন। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের মাতা যে নাজ্জার গোত্রীয় 'আদীই এর বংশধর ছিলেন, উম্মুল্ মুনযির সেই 'আদীই এর প্রপৌত্রের প্রপৌত্রী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার এই খালার বাড়ী গিয়াছিলেন।

مه يا علي فانك ناقه : হে আলী, খাওয়া ক্ষান্ত কর; কেননা তুমি সদ্য রোগমুক্ত। কোন রোগ হইতে শিফা পাওয়ার পরে পরিপাক যন্ত্রাদি বিশেষ দুর্বল থাকে বলিয়া খাদ্যগ্রহণ ব্যাপারে বাছ-বিচার করিয়া চলিতে হয় এবং যথাসম্ভব লঘুপাক অথচ বলকারক খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়। কারণ পথ্যদোষে ঐ রোগ যদি পুনরায় ফিরিয়া

www.ahlehadeethbd.org

Contents

قَالَتْ فَجَلَسَ عَلِيٌّ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ. قَالَتْ فَجَعَلْتُ لَهُمْ سِلْقًا وَشَعِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَلِيٍّ: يَا عَلِيُّ مِنْ هَذَا فَاصِبْ فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ.

সদ্য রোগমুক্ত।" উম্মুল্ মুন্যির বলেন, তাহাতে আলী বসিয়া পড়িলেন এবং নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম খাইতে থাকিলেন তিনি আরও বলেন, অনন্তর আমি তাঁহাদের জন্য বিট্‌বন্দ ও যব পাক করিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আলীকে বলিলেন, "হে আলী, একমাত্র ইহা হইতেই গ্রহণ কর ; কেননা নিশ্চয় ইহা তোমার পক্ষে অনুকূল।

আসে তাহা হইলে উহা পূর্বের চেয়ে বেশী কঠিন হইয়া থাকে। এই কারণে খেজুর গুরুপাক বলিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আলী কার্‌রামাল্লাহু অজহাহুকে খেজুর খাইতে নিষেধ করেন। আরবের অন্যতম বিচক্ষণ চিকিৎসকের একটি উক্তি প্রবাদ বাক্যরূপে প্রচলিত রহিয়াছে। তাহা এই,

"কুপথ্য বর্জন হইতেছে ঔষধের সেরা এবং পাকস্থলী হইতেছে রোগের ঘর। আর সারা শরীর যে সব কাজে অভ্যস্ত হইবার যোগ্য তাহাকে সেই সব কাজে অভ্যস্ত কর।"

এই হাদীসে আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে কুপথ্য বর্জনের যে নির্দেশ দেওয়া হয় তাহার বিপরীত নির্দেশ সুনান ইব্‌নু মাজাহ : ২৫৪ পৃষ্ঠায় ইব্‌নু 'আব্বাস রাঃ বর্ণিত একটি হাদীসে পাওয়া যায়। ঐ হাদীসে বলা হইয়াছে যে, একদা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম একজন পীড়িত লোককে দেখিতে গিয়া তাহাকে বলেন, "কোন্ জিনিস খাইতে তোমার ইচ্ছা হয় ?" তাহাতে সে বলে, "গমের রুটি আমার খাইতে ইচ্ছা হয়।" তখন নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমাদের মধ্যে যাহার নিকট গমের রুটি আছে সে যেন উহা তাহার এই ভাইয়ের নিকট পাঠাইয়া দেয়।" তারপর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমাদের কাহারও কোন পীড়িত লোক যদি কোন কিছু খাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে সে যেন তাহাকে ঐ খাদ্য খাওয়ায়।"

চিকিৎসা বিশারদগণ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, কোন রোগীর কোন কিছুর প্রতি যখন প্রবল ইচ্ছা জন্মে এবং তাহার তাবী'আত ও প্রকৃতি যদি উহার দিকে তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয় তাহা হইলে উহা অল্প পরিমাণে গ্রহণ করিলে তাহাতে রোগীর কোন ক্ষতি হয় না। কেননা, ঐ অবস্থায় পাকস্থলী ও প্রকৃতি উভয়ই উহা সাদরে গ্রহণ করে বলিয়া উহার অনিষ্ট বিদূরিত হইয়া যায়। বরং কখনো কখনো এমনও হয় যে, যে সব ঔষধ গ্রহণ করিতে রোগীর প্রবল অনিচ্ছা ও বিতৃষ্ণা দেখা দেয় সেই সব ঔষধ গ্রহণের তুলনায় ঐ ইপ্সিত বস্তু গ্রহণে অধিকতর উপকার পাওয়া যায়। চিকিৎসাবিষয়ক মানসিক এই সূক্ষ্ম রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ঐ ব্যক্তিকে গমের রুটি খাওয়াইবার নির্দেশ দেন।

فَجَلَسَ عَلِيٌّ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ : তাহাতে আলী বসিয়া পড়েন এবং নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম খাইতে থাকেন।

এই হাদীসে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দাঁড়ানো অবস্থায় খেজুর খাইতেছিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কিন্তু আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্হুর একটি উক্তি ইহার বিরোধী পাওয়া যায়। আনাস রাঃ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অস ল্লাম নিষেধ করেন যে, "কোন লোক যেন দাঁড়াইয়া পান না করে।" আনাসের শিষ্য কাতাদাহ্ বলেন, তখন আমরা বলিলাম, "আর দাঁড়াইয়া খাওয়া?" তাহাতে আনাস বলেন, "উহা আরো খারাপ, আরো জঘন্য।"--সাহীহ মুসলিম : ২।১৭৩ ও তিরমিযী (তুহফাহ : ৩।১১১)।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উল্লিখিত আচরণ এবং আনাস রাঃ এর উল্লিখিত উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আলিমদের অভিমত এই যে, দাঁড়ানো অবস্থায় কোন কিছু খাওয়া সম্পূর্ণ বৈধ ও যায়িয উহা কোন ক্রমেই মাকরূহ নহে। তবে দাঁড়াইয়া না খাওয়াই উত্তম।

فجعلت لهم سلقا وشعيرا : অনন্তর আমি তাঁহাদের জন্য বীট-কন্দ ও যব পাক করিলাম।

لهم : তাঁহাদের জন্য। 'হুম' সর্বনাম পদটি সাধারণতঃ কমপক্ষে তিন জনের প্রতি প্রযোজ্য হইলেও দুই জনের জন্যও উহার বহুল প্রচলন পাওয়া যায়। কাজেই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ও আলী রাযিয়াল্লাহু অনহু এই দুই জনকে উদ্দেশ্য করিয়া 'হুম' শব্দের প্রয়োগে কোন বাধা হইতে পারে না। কেহ কেহ বলিতে চান যে হয় তো তাঁহাদের সঙ্গে তৃতীয় কোন ব্যক্তি ছিল বলিয়া 'হুম' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই ধরনের কিছু কল্পনা করার কোন প্রয়োজন হয় না।

অপর একটি হাদীসে ইব্নু 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যামানাতে আমরা পথ চলা ও হাঁটা অবস্থায় খাইতে থাকিতাম।"—তিরমিযী (তুহফাহ : ৩।১১১ ও ইব্নু মাজাহ : ২৪৫।

কোন কোন প্রতিলিপিতে 'লাহুম' স্থলে 'লাহু' 'তাঁহার, জন্য রহিয়াছে। তখন 'তাঁহার' বলিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে বুঝানো হইবে। উহা দ্বারা আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে বুঝানো হইবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছিলেন মূলে মেহমান। কাজেই যাহা কিছু করা হইয়াছিল তাহা তাঁহারই উদ্দেশ্যে করা হইয়াছিল।

উম্মুল্ মুনযির বীট-কন্দ ও যব দিয়া যে খাদ্য পাক করিয়াছিলেন তাহা একাধারে লঘুপাক ও উপাদেয় খাদ্য ছিল এবং উহা সুস্থ ও সদ্য রোগমুক্ত সকলেরই উপযোগী ছিল। উহা অনেকটা বর্তমান যুগের 'কোয়েকার ওটস' এর পরীজ বা যবাদির মণ্ডের মত ছিল।

يا علي من هذا فاصب فانه اوفق لك : হে আলী, ইহা হইতে গ্রহণ কর, কেননা নিশ্চয় ইহা তোমার পক্ষে উপযোগী।

اصب (আসিব) এই শব্দটির মূল ইসাবাতুন্ (اصابة) শব্দটির দুই অর্থ হয়। (এক) পৌঁছা, গ্রহণ করা ইত্যাদি। (দুই) লক্ষ্যে পৌঁছা, সঠিক পন্থা অবলম্বন করা ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের এই নির্দেশের মধ্যে উভয় অর্থই নিহিত রহিয়াছে। অর্থাৎ ইহা গ্রহণ কর, এবং তোমার ইহা গ্রহণ করা তোমার পক্ষে সঠিক পন্থা হইবে।

اوفق (আওফাকু) গঠন হিসাবে ইহা আতিশয্যবোধক পদ (افعل التفضيل) এবং ইহার মূল অর্থ 'অধিকতর বা সর্বাধিক উপযোগী।' কিন্তু এই পরিমাপে গঠিত শব্দ কখনো শ্রেষ্ঠত্ববোধক অর্থ না দিয়া সাধারণ ভাবে গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে। তাই 'আওফাকু' শব্দটি মুত্তাফিকুন (موافق) 'উপযোগী' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

١٨٣-٣٢ حدثنا محمود بن غيلان ثنا بشر بن السري عن سفيان عن
طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله
عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء
فأقول: لا - قالت: فيقول: إني صائم - قالت: فأتاني يوما فقلت:
يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية - قال: وما هي؟ قلت: حيس - قال:
أما إني أصبحت صائما - قالت: ثم أكل ●

(১৮৩—৩২) আমাদিগকে হাদীস শোনান মাহমূদ ইবনু গাইলান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান বিশর্ ইবনু অস্সারীই, তিনি রিওয়ায়াত করেন সুফ্য়ান হইতে, তিনি তাল্হাহ ইবনু য়াহ্য়া হইতে, তিনি 'আয়িশাহ বিন্তু তল্হাহ হইতে তিনি উম্মুল্ মু'মিনীন 'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হা হইতে, তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমার নিকট আসিয়া বলিতেন "তোমার কাছে কি পূর্বাহ্নে খাইবার কোন খাদ্য আছে?" তখন কখন কখন আমি বলিতাম, "না, কোন খাদ্য নাই।" তখন তিনি বলিতেন, "নিশ্চয় আমি সিয়াম পালনকারী হইলাম।" আয়িশাহ বলেন, অনন্তর, এক দিন তিনি আমাদের নিকট আসিলে আমি বলিলাম, "আল্লাহের রাসূল, নিশ্চিত একটি ব্যাপার এই যে, আমাদিগকে কিছু খাদ্য হাদ্য়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "উহা কোন্ খাদ্য?" আমি বলিলাম, "হাইস হাল্ওয়া"। তিনি বলিলেন "দেখ, আমি নিশ্চয় রোযাদার অবস্থায় সকাল করিয়াছিলাম।" আয়িশা বলেন "তারপর তিনি উহা খাইলেন।

(১৮৩-৩২) এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থে ও (তুহফাহ: ২।৫০ পৃষ্ঠাতে) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা সাহীহ মুস্লিম: ১।৩৬৪ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

فيقول اني صائم : তখন তিনি বলিতেন, নিশ্চয় আমি সিয়াম পালনকারী হইলাম।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কিছু বেলা হইলে উম্মুল্ মু'মিনীন আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হার নিকট গিয়া নাশ্তা চাহিলে তিনি যদি বলিতেন যে, ঘরে কোন খাবার নাই তাহা হইলে তিনি বলিতেন, "তবে আমি সিয়ামের নীয়াত করিলাম।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এই হাদীস হইতে জানা যায় যে, সূর্যোদয়ের পরে কিছু বেলা হইলেও সিয়ামের নীয়াত করা যায়। কিন্তু ইহার বিপরীত একটি হাদীসও পাওয়া যায়। হাদীসটি এই,

উম্মুল মুমিনীন হাফ্সাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি ফাজরের পূর্বে সিয়ামের নীয়াত না করে তাহার সিয়ামই হয় না।"—তিরমিযী (তুহ্ফাহ: ২।৪৮)।

এই হাদীস হইতে জানা যায় যে, সকল প্রকার সিয়ামেই ফাজরের পূর্বে সিয়ামের নীয়াত করিতে হইবে।

প্রথম হাদীসটিতে যেহেতু বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নাফ্ল সিয়ামের নীয়াত বেলা হওয়ার পরেও করিতেন, কাজেই নাফল সিয়ামের নীয়াত দ্বিতীয় হাদীসের আওতার বহির্ভূত ধরিতে হইবে। কাজেই হাদীস দুইটির সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, নাফল সিয়ামের নীয়াত সূর্য উঠিবার পরে করিলেও চলিবে। এবং নাফল ছাড়া অপর সকল প্রকার সিয়ামের নীয়াত সুবহ সাদিকের পূর্বে অবশ্যই করিতে হইবে।

কিন্তু তুহ্ফাহ গ্রন্থকার তাঁহার তুহ্ফাহ গ্রন্থের ২।৪৯ পৃষ্ঠায় এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, সুনান চতুষ্টয়ে ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট বেদুঈন লোকটি রামাযানের হিলাল দর্শন সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি অসাল্লামবলেন, "দেখো যে ব্যক্তি কিছু খাইয়া ফেলিয়াছে সে যেন বাকী দিনটিতে আর কিছু না খায়; আর যে ব্যক্তি এখনও কিছু খায় নাই সে যেন সিয়াম পালন করে।"

এই হাদীসে দেখা যায় যে, সূর্যোদয়ের পরে রামাযানের সিয়ামেরও নীয়াত করা চলিবে। এই হাদীস সম্পর্কে আমাদের জওাব এই,

প্রথমতঃ সুনান চতুষ্টয়ে বেদুঈনের সাক্ষ্যদান সম্পর্কিত হাদীসটিতে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উল্লিখিত উক্তিটি আমি খুজিয়া পাইলাম না।* হাদীসটি আবূদাঊদ: ১।৩২৭, নাসা'ঈ: ১।৩০০, তিরমিযী—(তুহ্ফাহ: ২।৩৪) ও ইবনু মাজাহ: ১২০ পৃষ্ঠাসমূহে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু কোথাও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ঐ উক্তিটির সন্ধান পাইলাম না। বরং সুনান চতুষ্টয়ে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তখন বিলালকে এই আদেশ করেন, "হে বিলাল লোকদিগকে উচ্চস্বরে ডাক দিয়া জানাইয়া দাও তাহারা যেন আগামীকল্য রামাযানের সিয়াম পালন করে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রামাযানের প্রথম তারীখে সূর্যোদয়ের পরে ঐ ঘটনা ঘটে নাই। বরং উহা পহেলা রামাযানের রাত্রিতেই ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ তর্কের খাতিরে ঐ উক্তিটির অস্তিত্ব যদি স্বীকারও করা হয় তবুও উহা দ্বারা সূর্যোদয়ের পরে রামাযানের সিয়ামের নীয়াত করা সিদ্ধ হইবে না। কারণ এই হাদীস হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, রাত্রিতে নীয়াত করা ঐ দিনে অসম্ভব ছিল বলিয়াই সূর্যোদয়ের পরে নীয়াত করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। কাজেই উহা স্বাভাবিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে নাই। উহা ছিল নিঃসন্দেহে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কাজেই হাদীসসমূহ হইতে স্পষ্ট ও স্বাভাবিকভাবে যাহা প্রমাণিত হয় তাহা এই,

কেবলমাত্র নাফল সিয়ামের নীয়াত সূর্যোদয়েয় পরে করিলেও চলিবে। নাফল সিয়াম ছাড়া আর সকল প্রকার সিয়াম—যথা, রামাযানের সিয়াম, রামাযানের কাযা সিয়াম মানতের সিয়াম, কাফ্ফারার সিয়াম প্রভৃতির বেলায় সিয়ামের নীয়াত অবশ্যই সুবহ সাদিকের পূর্বে করিতে হইবে।

তারপর সূর্যোদয়ের পরে কতক্ষণ পর্যন্ত নাফল সিয়ামের নীয়াত করা চলিবে সে সম্বন্ধে আলিমগণ বলেন যে, সিয়ামের জন্য যে পরিমাণ সময় নির্দিষ্ট হইবে সেই সময়ের অর্দ্ধেকের বেশী পরিমাণ সময়ে সিয়ামের নীয়াত অবশ্যই থাকিতে হইবে। অর্থাৎ সুবহ সাদিক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে পরিমাণ সময় হয় তাহার অর্ধেক পরিমাণ সময়ের পূর্বে নীয়াত করিলে সিয়াম সিদ্ধ হইবে। অর্ধেক সময় অতিক্রান্ত হইবার পরে নাফল সিয়ামের নীয়াত করিলে ঐ সিয়াম সিদ্ধ হইবে না। (৩৬০-এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

মূল ঃ মুস্তাফা সাবায়ী (মিসর)
অনুবাদ ঃ মওলা বখশ নদভী

সন্তান প্রতিপালন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নূতন বংশধরের ট্রেণিং

এই চারিত্রিক অধঃগতি দেখে জাতির কোন কোন নেতা একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছেন, তাঁদের বিশ্বাস যে, এদের কাছ থেকে মঙ্গলের আশা করা একেবারেই বৃথা কিন্তু তাঁদের এই নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যের সাথে আমি একমত নই। নতুন বংশধরের মধ্যে পথ-ভ্রষ্টতা দেখা যাচ্ছে —এর অনেকগুলো আভ্যন্তরীণ কারণ আছে। সেগুলো দূর করার চেষ্টা করলে আশা করি নৈরাশ্যের পরিবর্তে আশার আলোক দেখা দিবে। বাহ্যিক কারণের সংখ্যা খুব কম এবং তা দূর করা সহজসাধ্য। পিতা মাতার চেয়ে অধিক অন্য কেও স্বীয় সন্তানদের ভাঙ্গা গড়ার কাজে উল্লেখযোগ্য প্রভাবশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনা। এখন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে পারিবারিক শিক্ষা ও সংগঠনের সমস্যা। এই ব্যাপারে কোন্ পদ্ধতি ফলদায়ক এবং কোন্টা ক্ষতিকারক, সে দিকে আমাদের চিন্তাবিদ, লেখক, বক্তা এবং জাতির সংস্কার-কামী নেতৃবৃন্দের প্রত্যেককে লক্ষ্য করতে হবে। এটা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যার সমাধান করার জন্য বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় ব্রতী হওয়া এবং আলোচনা সভা আহ্বান করা উচিত আর তাতে জনসাধারণকে শরীক করে উপকৃত হবার সুযোগ দেওয়া উচিত। শিশু পালন বিশেষজ্ঞগণ নিম্নোধৃত যেসব নিয়মাবলী নির্ধারিত করেছেন যদি সমাজ সেগুলোর অনুসরণ করতে ঐকান্তিকভাবে সচেষ্ট হয় তা হলে সফলতার আশা দৃঢ়ভাবেই পোষণ করা যেতে পারে।

সন্তান প্রতিপালনের নিয়মাবলী

১। সন্তানের ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা আবশ্যক যেন তা পরিবার-পরিবেশের সকল কাজে প্রয়োগের সহায়ক হয় এবং সে নিজের চতুর্দিকে তার যোগ্যতার প্রমাণ উপস্থিত করার উপকরণ দেখতে পায়।

২। সন্তানের অন্তরে সাহস, বাহাদুরী, আত্ম-প্রত্যয় এবং ব্যক্তিত্বের বীজ বপন করা উচিত, যেন সে অপরের অন্ধ-অনুকরণ করার পরিবর্তে নিজের বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন চিত্তে জনসাধারণের সামনে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারে।

৩। সন্তানের মধ্যে জন সেবা ও হামদর্দীর প্রেরণা সৃষ্টি করা উচিত এবং তাকে বুঝান উচিত যে, সমাজের মঙ্গল মানে তারই মঙ্গল এবং সমাজের ক্ষতির অর্থ তারই ক্ষতি।

এগুলো হচ্ছে প্রতিপালনের আসল বুনিয়াদ। এর দ্বারা সামাজিক, রাজনৈতিক, দ্বীনী এবং তামাদ্দুনিক—সর্বক্ষেত্রে মিলে মিশে কাজ করার উৎসাহ সৃষ্টি হয়। এই গুণের অধিকারী হলে নতুন বংশধরগণ সমাজের সকল

www.ahlehadeethbd.org

দুর্বলতা দূর করতে এবং নিজেদেরকে ধ্বংস হ'তে রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

পিতামাতার আচরণ

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বহু পরিবার শিশু পালন পদ্ধতি এবং তার সুদূর প্রসারী ফলাফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সর্বপ্রথম যে অকল্যাণ লালন-পালন ক্ষেত্রে দেখা যায় তা হলো সন্তানের মানসিক বৃত্তি এবং তার স্বভাবজাত অনুরাগ ও প্রবণতাকে বুঝবার চেষ্টা না করা আর এটা অনুভবই না করা যে, এই সন্তানই এককালে জীবনের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে বয়স্কদের কাতারে দাঁড়াবে। বেশীর ভাগ পিতামাতার অবস্থা এই যে, তারা এ দিক দিয়ে বড় এবং ছোটদের মধ্যে কোনই প্রভেদ করেনা।

এক বুদ্ধিহীন কচি শিশুকে ঐ প্রকারই সাজা দেওয়া হয়ে থাকে যেমন একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। কখনও তার দোষ এবং অক্ষমতার নিন্দা ও সমালোচনা করা হয়, কখনও তাকে অপদস্থ ও অপমানিত করা হয়। এমন কোন মানেই যিনি ছেলের একাদিক্রমে ২ | ৪ বার কাপড়ে বাহ্যে করার কারণে রাগে ফুলে উঠেন না। এমন মা নেই যিনি তার সন্তানকে কাঁচের পাত্র ভাঙ্গার অপরাধে প্রহারে জর্জরিত করেন না, এমন কোন জননী নেই যিনি দামী ফরাশের উপর কালীর দোয়াত উলটে দেয়ার কারণে তাঁর ছেলেকে কঠিনতম শাস্তি দেন না।

একটি ঘটনা বলছি। এক মা তার দেড় বছরের শিশুকে প্রহার করছিল, তার অপরাধ ঃ সে পায়জামায় বাহ্যে ক'রে ফেলেছে। মায়ের বোধ হয় ধারণা ছিল যে, শিশুর বাহ্যের বেগ হ'লে তাকে জানাবে অথবা নিজেই বাইরে গিয়ে কাজ সেরে আসবে। আমি বুঝবার চেষ্টা করলাম, "এরূপ ব্যবহার ঠিক হচ্ছে না, এ বয়সে শিশুর অতটা জ্ঞান হয় না"। কিন্তু আমার কথায় সে ক্ষান্ত হলো না। অবশেষে বললাম, "তুমি নিজের মাকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখো, শৈশবকালে তোমার অবস্থা এই শিশুর মত ছিল কি না"। এতে সে হেসে উঠলো এবং নিজের অন্যায় বুঝতে পারলো। আর একটা ভুল পন্থা এই যে, ছেলে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেলে বা স্কুল থেকে দেরী করে বাড়ী ফিরলে কিংবা সে তার ছোট ভাই বোনদেরকে মার-পিট করলে অথবা পিতা মাতার কোন হুকুম তামীল না করলে তাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে দুরস্ত করার প্রয়াস পাওয়া হয়। এটা সর্বদা মনে রাখতে হবে ছেলেকে এমন সৈনিকের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে চলবে না যে নিজের কমাণ্ডারের প্রত্যেক আদেশ তামীল করার জন্য সদা প্রস্তুত হয়ে থাকে।

অশিক্ষিতা মাতা

আর একটি ঘটনা ঃ - এক ছেলে নিয়ম মাফিক সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে আসতে পারেনি। মায়ের ভয় হলো খবরটা পিতা জানতে পারলে তাকে গুরুতর শাস্তি দিবে। তজ্জন্য সে নিজেই একটা লাঠি নিয়ে দরজার আঁড়ালে ওত পেতে দাঁড়িয়ে রইল এবং ছেলেটি দরজায় পা দেওয়া-মাত্র তার উপর ঝাপিয়ে পড়লো। মায়ের একথাটা আদৌ মনে এলো না যে, সে অন্ততঃ ছেলেকে দেরী করে আসার কারণটা জিজ্ঞেস করে নেয়! পরে জানা গেল যে, এক প্রতি-বেশী তার বাগানের ফল পেড়ে দেয়ার জন্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছেলেটিকে ডেকে নেয় এবং এ বাবদ তাকে কিছু ময়ুরীও দেয়। ছেলেটি এ কাজটা কেবল তার গরীব পিতাকে কিছুটা সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই করে এবং এর জন্য তাকে সন্ধ্যার আহারও ত্যাগ করতে হয় কিন্তু মা না জেনে না শুনে উত্তম মধ্যম দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করে।

ভুল প্রতিপালনের নমুনা

ভুল প্রতিপালনের আর একটি নিদর্শন হচ্ছে যদি কোন ছেলে একবার দুইবার কোন অন্যায় করে বসে তখন তার দুর্নাম শুরু করে দেয়া হয়। সে যদি ঘটনাক্রমে মিথ্যা কথা বলে ফেলে তখন থেকে তাকে মিথ্যাবাদী বলে ডাকা হয়। যদি সে কোন দিন ছোট ভাই বোনদের মধ্যে কাউকে একটা চড় চাপ্পড় মারে, তাকে দুষ্ট-বদমাইস বলে ডাকা হয়। সে যদি কোন সময় ছোটদের কাছ থেকে কিছু ফলমূল বা খাবার জিনিষ ফুসলিয়ে নেয় তবে তাকে দাগাবাজ লোভী নামে আখ্যায়িত করা হয়। সে যদি কোন সময় পিতার পকেট থেকে কিছু পয়সা চুরি করে নেয় তখন থেকে তাকে চোর বলে ডাকা হয়। সে যদি কোন সময় গুরুজনের কোন হুকুম অমান্য করে তখন তাকে কাম-চোরের খেতাব দেওয়া হয়। এইভাবে আমরা ছেলেকে তার প্রথম ভুল বা ত্রুটীর জন্য অপরের সামনে খাট ও হেয় করে থাকি, এটাই হলো প্রতিপালনের নিকৃষ্টতম পন্থা। এর প্রতি-কারের শ্রেষ্ঠ এবং সঠিক উপায় হচ্ছে ছেলেকে অতি দরদ ও নরমীর সাথে বুঝাতে হবে এবং এমন প্রমাণ দিয়ে তার মনকে আশ্বস্ত করতে হবে যা তার ক্ষুদ্র মগজে সহজে ঢুকতে পারে। যেমন তোমার এ আচরণে তোমার নিজেরও দুর্নাম ও ক্ষতি তেমন অপর লোকও কষ্ট পেয়ে থাকে। কান্নারত সন্তানকে ভয় ভীতি দেখিয়ে চুপ করান প্রতিপালনের আর একটি ভ্রান্ত নীতি। জীন-ভূত অথবা বাঘ-শিয়ালের নাম নিয়ে তাকে ভয় দেখান এবং সে সময় তাকে বুকে চেপে ধরা হয়। এর মাধ্যমে তাকে এটাই বুঝান হয় যে, বাপ তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে—তার আর কোন উপায় নেই। ভয় দেখানোর আর একটা নিকৃষ্ট পদ্ধতি হচ্ছে—ছেলের প্রাণে শিক্ষক ও চিকিৎসক ভীতি প্রবেশ ক'রে দেয়া! এর ফল এই দাঁড়ায় যে, ছেলে অত্যন্ত ভয় কাতর পরিবেশে বর্ধিত হতে থাকে এবং তার অবস্থা এমন হয় যে, একটা তুচ্ছ বস্তু যাতে ভয়ের কোনই কারণ নেই তা দেখেও সে ভয় পায় এবং যেখানে বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে সেখানেও সে বিপদের আশঙ্কা করে। ছেলেদের মধ্যে ভীরুতা ঐ সময় সৃষ্টি হয় যখন আছাড় বা হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় এবং তার কোন অঙ্গ কেটে গিয়ে রক্ত বের হয়, তখন ঐ অবস্থা দেখে তার মা বেকারার হয়ে চেঁচাতে শুরু করে, লোকজন ডেকে জড় করে এবং কেঁদে ব্যাকুল হয়ে উঠে, ছেলেও মায়ের কান্না দেখে খুব জোরে কাঁদতে শুরু করে দেয়। এর পর থেকে এটা তার অভ্যাসে পরিণত হয়। সে সামান্যতম আঘাত পেলে বা এক ফোঁটা রক্ত দেখলেই চীৎকার করে কেঁদে কেটে বাড়ী তোলপাড় ক'রে তুলে। এর প্রতিকারের নিয়ম এই যে, ছেলের এ অবস্থা হলে মা হাস্‌তে হাস্‌তে তার কাছে যাবে এবং তাকে বলবে, "বাবা! এটা কিছুই নয়, একটা সামান্য আঘাত মাত্র।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরিবেশের প্রভাব

এখন একটা বুনিয়াদী বিষয় চিন্তা করে দেখা উচিত। সেটা হচ্ছে এই : এক দিকে পিতামাতা সন্তানের আচার ব্যবহার ও চরিত্র গঠনের চিন্তায় মগ্ন, অপর দিকে তারা নিজেরাই তার এমনি পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে দেয় যাতে সন্তান বিপথগামী হওয়ার সুযোগ পায়। তারা তাদের সন্তানদেরকে দুষ্ট সহচরদের সঙ্গে মেলামেশার দিকে দৃকপাত করে না, তারা সন্তানদিগকে বিদেশী শিক্ষালয়ে—যেমন আমেরিকান বিদ্যালয়ে ভর্তি ক'রে দেয়; সেখানে আমাদের দ্বীনী বিষয়ের এবং জাতীয় চরিত্রের কোনই মর্য্যাদা দেয়া হয়না! তারা সন্তানদেরকে ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ার ও গর্হিত প্রেম কাহিনীর দৃশ্য দেখার জন্য সিনেমায় যাবার অনুমতি দেয় এবং কখন কখন নিজেরা সাথে করেও নিয়ে যায়! এই সব রং তামাসা দেখার মধ্যে একটা প্রবল নেশা আছে যাতে ক'রে বয়স্ক লোকও ধ্বংস হয়ে যায়। ছেলেদের অবস্থা আরও গুরুতর।

গর্হিত সাহিত্য

আমরা ছেলেমেয়েদেরকে কুরুচিপূর্ণ অশালীন পুস্তক, মাসিক পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতি পড়তে দেখি এবং এতে আমাদের এতটুকুও খেয়াল হয় না যে, এগুলি ছেলেমেয়েদের মনে কি আঘাত হানছে এবং তাদেরকে কি ভাবে অপরাধের দিকে আকর্ষণ করছে, কি ভাবে গর্হিত কাজে প্রস্তুত করছে, আর আশপাশের বেহায়াপনা অবস্থাকে কিরূপে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরছে। এইরূপ জঘন্য পরিবেশের মধ্যে ছেলেমেয়েদের রেখে তাদের কাছ থেকে এই আশা করা যে, তাদের আপাদমস্তক পবিত্রতা ও দ্বীনদারীতে মণ্ডিত হবে—একটা খোশ খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়। শিশু পালন বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে একমত যে, বালক এবং যুবকদের উপর তাদের পরিবেশ-পরিস্থিতি পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। প্রতিকূল পরিবেশে মা-বাপের নসীহত এবং উস্তাদগণের শিক্ষা-দীক্ষা নিষ্ফল হয়ে যায়। এর থেকে এ কথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আমরা নিজেরাই সন্তানগণকে জঘন্য পরিবেশের আবর্তে নিক্ষেপ করছি আবার আমরাই তার জন্য আপাদমস্তক অভিযোগের মূর্তি ধারণ করছি!

দরবারে উমরের একটি ঘটনা। জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর খেদমতে হাযির হয়ে পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বললে, "আমার পুত্র আমার কথা মানেনা এবং আমার হক আদায় করেনা।" হযরত উমর (রাঃ) ছেলেটিকে ডেকে এনে নসীহত করলেন এবং আয়েন্দা পিতার অনুগত হয়ে থাকার জন্য উপদেশ দিলেন। ছেলেটি আরজ করলো, হুজুর! বাপের উপর ছেলেরও কিছু হক আছে কি? হযরত উমর (রাঃ) ফরমালেন, "নিশ্চয় আছে।" পুত্র বললো—'তা কি?" হযরত ওমর (রাঃ) জবাবে বললেন, তিনটি—

১। সৎ সন্তান লাভের জন্য বংশ মর্যাদায় উত্তম এবং চরিত্র গুণে ভূষিতা নারীকে স্ত্রীরূপে চয়ন করা।

২। ছেলের ভাল নাম রাখা।

৩।ছেলেকে কোরআন শিক্ষা দেয়া।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছেলেটি বললো, 'হুযুর আমার বাপ এই তিনটির মধ্যে একটিও করেন নি।' সে আরও বললো,

১। আমার মা এক অগ্নি পূজকের মেয়ে।

২। তিনি আমার নাম 'ছারপোকা' রেখেছেন।

৩। তিনি কোরআন পাকের একটি অক্ষরও আমাকে শিক্ষা দেন নি। এরপর হযরত উমর (রাঃ) বাপকে লক্ষ্য করে বললেন, "তুই নিজের ছেলের শেকায়েত নিয়ে এসেছিস অথচ তুই নিজেই তার হক আদায় করিস নি। তার দুর্ব্যবহার করার পূর্বেই তুই তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছিস"।

হযরত উমরের কথগুলো কত মূল্যবান এবং যথা স্থানে কিরূপ প্রযোজ্য তা' ভেবে দেখার মত। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, যদি পিতা ছেলের প্রতিপালনে অমনেযোগী ও বে-পরোয়া হয় আর সে জন্য ছেলে যদি বিপথগামী এবং পিতার অবাধ্য হয় তবে তার সমূদয় দায়িত্ব পিতার উপরেই বর্তাবে? ছেলের দুষ্টুমী কি সব সময় খারাপ? যদি কোন ছেলে পিতামাতার বিরুদ্ধাচরণ করে বা নিয়ম কানুন ভঙ্গ করে তাহলে তার অর্থ এটা হয় না যে, ছেলেটি দুষ্টুমী ও বদমাইশীর উৎস। অনেক সময় ছেলের এরূপ আচরণ—তার অতি আগ্রহ, হুঁশিয়ারী এবং চঞ্চলতা তার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলার সহায়ক এবং জাতীয় চরিত্রের নিয়ামক প্রমাণিত হয়। এ অবস্থায় আমাদের উচিত হবে যে, তার এ মানস বৃত্তিকে বক্র পথ থেকে সোজা সঠিক পথে পরিচালিত করা। এজন্যই পিতামাতার সন্তান প্রতিপালনের বিজ্ঞান সম্মত উপায় জানা প্রয়োজন। তবেই ছেলেমেয়ের গুপ্ত গুণাবলী সঙ্কুচিত হওয়ার পরিবর্তে সুবিকশিত হয়ে উঠার সুযোগ লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর একটা ইরশাদ হিসাবে নিম্নোক্ত কথাটি বলা হয়ে থাকে :

"غرام الصبى فى صغره زيادة فى عقله فى كبره"

অর্থাৎ ছেলেদের বাল্য কালের চঞ্চলতা ও তৎপরতা তার যৌবনে জ্ঞান বৃদ্ধির পরিচায়ক। আর একটি রেওয়ায়তে আছে।

"غرام الصبى نجابة"

ছেলের চাঞ্চল্য ও দৃঢ় সঙ্কল্প শারাফতের চিহ্ন। (তিরমিযী ইহাকে স্বীয় نوادر এ সন্নিবেশিত করেছেন)

(দিল্লীর পাক্ষিক তর্জুমানের সৌজন্যে : উর্দূ থেকে অনূদিত)

www.ahlehadeethbd.org

॥ অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ এম. এ, এল, এল, বি,
পি এইচ, ডি, ॥

জন্মনিয়ন্ত্রণ কি জনসংখ্যা সমস্যার একমাত্র সমাধান ?

আধুনিক প্রাচ্য দেশগুলোতে জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনকে অতি দ্রুত সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ধর্ম ও যুক্তি উভয় দিক দিয়েই এ বিষয়ে তুমুল বিতর্ক হচ্ছে এবং এ সম্পর্কে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্ন দিক জনসমক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে। বিতর্কের বিভিন্ন দিকের সংগে কারো মতৈক্য হোক বা না হোক, এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিতর্কের ফলে সত্য উদ্ঘাটনের পথ সহজতর হয় এবং যুক্তির সংঘর্ষে প্রকৃত সত্য পর্যন্ত পৌঁছার নিশ্চিত সুযোগ সৃষ্টি হয়। তত্ত্বমূলক বিতর্কের দ্বারা অনুসন্ধান ও গবেষণার পথ প্রশস্ত হতে থাকে এবং মানবীয় চিন্তার ক্রম-বিকাশের ব্যবস্থা হয়। প্রকৃত মানুষ হচ্ছে তারা, যারা অন্ধ অনুকরণের ছককাটা রাস্তা ধরে চলার পরিবর্তে খোদা প্রদত্ত যোগ্যতার ভিত্তিতে সততা ও নিষ্ঠা সহকারে চেষ্টা যত্নের মাধ্যমে নিজের পথ নিজেই তৈরী করে নেয়। এ ধরণের মানুষ যুক্তির ভাষায় কথা বলে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ উন্নয়নশীল দেশসমূহে এমন কতকগুলো লোক তৈরী হয়েছে যারা নিজেদের বুদ্ধি ও চিন্তার আজাদীকে পশ্চিমের দাসত্বের বেদীমূলে কোরবাণী করে দিয়েছে। এ শ্রেণীর তথাকথিত বিশেষজ্ঞ-চিন্তাবিদরা চিন্তাগবেষণার পরিবর্তে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণের পথ ধরে চলে এবং নিজেদের চিন্তা শক্তিকে ব্যবহার করার পরিবর্তে চোখ বুজে দৈনন্দিন সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য পদ্ধতিই গ্রহণ করতে চায়।

কোন বিষয়ের প্রতি অন্ধ পক্ষপাতিত্ব, চোখ বুজে কারো অনুসরণ এবং নির্বিচারে পরানুকরণের দোষ শুধু ধর্মানুসারীদের এক সীমাবদ্ধ শ্রেণীতে পাওয়া যায় তাই নয় বরং আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক-বাহকদের মধ্যেও এসব দোষ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। যাহোক পাশ্চাত্যের রঙ্গীন চশমায় দেখার পরিবর্তে দুনিয়াকে তার নিজস্ব রংগে দেখা এবং স্বাধীন চিন্তা ও উদার দৃষ্টির পরিচয় দান করাই আমাদের উচিত। যুক্তিকে গ্রহণ করার জন্যে আমাদের সব সময়ই তৈরী থাকতে হবে। "যে যুক্তি শুনতে ও যুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা করতে নারাজ সে পক্ষপাতদুষ্ট ও হঠকারী। আর যে যুক্তি দিয়ে যুক্তি খণ্ডন করতে রাজী নয় সে প্রকৃতপক্ষে' দাসমনোভাব সম্পন্ন এবং যে যুক্তির মোকাবিলায় যুক্তি পেশ করতে অক্ষম সে স্থূলবুদ্ধি ও নির্বোধ।"

জনসংখ্যা সীমিতকরণ মতবাদে বিশ্ববাসীগণ আজকাল তাদের যুক্তির ভিত্তি অর্থনৈতিক অবস্থার উপরেই স্থাপন করে এবং বাড়তি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জনসংখ্যার ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলো দূর করার জন্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব দেয়, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সত্যিই কি নিছক অর্থনৈতিক কারণে এ আন্দোলন প্রসার লাভ করছে? ইতিহাস থেকে তো জানা যায় যে, অর্থনৈতিক কারণ ও জনসংখ্যার সীমিতকরণ আন্দোলনের সাথে কোন সম্পর্কই নেই।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ম্যালথ্যাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাকে অর্থনীতির ভিত্তিতেই পেশ করেছিলেন এবং এ বৃদ্ধি প্রতিরোধেরও প্রস্তাব দিয়েছিলেন। (উল্লেখযোগ্য যে ম্যালথ্যাস জন্ম নিয়ন্ত্রণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনিতো বংশ সীমিত করার জন্যে স্বামী-স্ত্রীর পৃথক অবস্থান ও দাম্পত্য জীবনে নৈতিক নিয়ন্ত্রণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন মাত্র।) কিন্তু তাঁর জামানায় এবং তাঁর পরবর্তীকালে অর্থনীতি ও শিল্প ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশে যে বিপ্লব সংঘটিত হয় তার ফলে অবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং মানুষের জীবন যাত্রার গতি এমন এক পথ ধরে চলতে শুরু করে যা ম্যালথ্যাসের কল্পনায়ও স্থান পায়নি। অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের সীমাহীন সম্ভাবনা সম্পর্কে তার কোন ধারণাই ছিলেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি অর্থনৈতিক উপকরণের অভাবের ধূয়া তুলেছিলেন; কিন্তু উনিশ শতকে যে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয় তার ফলে ম্যালথ্যাস বর্ণিত সকল আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক প্রমাণিত হয়েছে। এর পূর্ণ এক শ' বছর পরে ১৮৯৮ সালে বৃটিশ এসোসিয়েশনের সভাপতি স্যার উইলিয়াম ক্রোকস পুনরায় বিপদ সংকেত দান করেন এবং বলেন যে, ১৯৩১ সাল পর্যন্ত উৎপাদন ভীষণভাবে কমে যাবে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর কবলে পড়তে বাধ্য হবে। কিন্তু ১৯৩১ সালের দুনিয়া উৎপাদনের অভাব জনিত সমস্যার পরিবর্তে প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন সমস্যার সম্মুখীন হয়। জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উপকরণ সম্পর্কে এযাবত যত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা থেকে শুধু একটি কথাই দৃঢ়তা সহকারে বলা যেতে পারে যে, এ ধরণের ভবিষ্যদ্বাণী সর্বদাই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। অধ্যাপক চার্লস জাইড ও চার্লস রিষ্ট-এর মতে—

"এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে তিনি (ম্যালথ্যাস) যে সব আশংকার কথা প্রকাশ করেছিলেন, দুনিয়ার ইতিহাস তা সমর্থন করেনা। দুনিয়ার কোন দেশই এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়নি যার দরুন জনসংখ্যা তার জন্যে বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে—কোন কোন অবস্থায় তো (যেমন ফ্রান্স) জনসংখ্যা অত্যন্ত ধীর গতিতে বাড়তে থাকে। অন্যান্য দেশে অবশ্য উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে কিন্তু কোন দেশেই এ বৃদ্ধির হার সম্পদ বৃদ্ধির হারকে ডিঙ্গিয়ে যায়নি। (জাইড এণ্ড রিষ্ট: এ হিষ্ট্রি অব ইকনমিক ডক্টরীন, ১৯৫০, পৃঃ ১৪৫) এরিক রোলও ঠিক এ কথাই বলেন, "অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাস্তব অবস্থা ম্যালথ্যাসের পেশকৃত মতবাদকে উত্তমরূপেই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রমাণ করবে। (রোল, এরিক: এ হিষ্ট্রি অব ইকনমিক থট, পৃঃ ২১)।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইতিহাস পাঠ করলে পরিষ্কারভাব বুঝা যায় যে, কোন একটি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দেশেও অর্থনৈতিক উপকরণের অভাব ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের অক্ষমতার দরুন জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা হয়নি। যে যুগে ইউরোপ ও আমেরিকায় জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, সে যুগে এ দু'মহাদেশে অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি বিদ্যমান ছিল। অর্থনৈতিক কারণে এ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে বলে যারা দাবী করেন তারা প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতির ইতিহাস সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতারই প্রমাণ দেন। নীচের সংখ্যাতত্ব থেকে একথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে।

দেশ	সময়	মাথাপিছু সম্পদ বৃদ্ধির হার
ইংল্যাণ্ড	১৮৬০	—১৯৩৮ + ২৩১%
আমেরিকা	১৮৬৯	—১৯৩৮ + ৩৮১%
ফ্রান্স	১৮৫০	—১৯৩৮ + ১৩৫%
সুইডেন	১৮৬১	—১৯৩৮ + ৬৬১%

জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি সম্পদ ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি সত্বেও সম্পদ উপরোক্ত হারে বেড়ে যায়। এভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে গণনায় সামিল করে ঐসব দেশের বার্ষিক উন্নয়ন হার হিসাব করলে অবস্থা নিম্নরূপ দাঁড়ায়।

দেশ	বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধির হার
ইংল্যাণ্ড	+২·৯%
আমেরিকা	+৪·৮%
সুইডেন	+৮·৫%
ফ্রান্স	+১·৪%

এসব তথ্য থেকে জানা গেলো যে, ইউরোপে যে যুগে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা হয় সে যুগে সেখানকার জীবন যাত্রার মান উন্নত ছিল। এ ছাড়া তখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উৎপাদন হারও প্রতি বছর দ্রুত গতিতে বাড়ছিল। অন্যকথায় সে যুগে কোন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা ছিল না এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করার কোন অর্থনৈতিক ভিত্তিও ছিল না।

পাশ্চাত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি আগাগোড়াই সামাজিক ও তামদ্দুনিক কারণে উঠানো হয়েছে এবং অর্থনীতির সঙ্গে যদি এর কোন সম্পর্ক থেকে থাকে, তা'হলে তা 'সৃষ্টি ধর্মী' নয় 'প্রলয়ংকরী'। লর্ড কেনীপ. প্রফেসর হ্যানসন এবং প্রফেসর কোল-এর ন্যায় বিশেষজ্ঞ আধুনিক অর্থনীতি সম্পর্কিত আলোচনায় এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবে আলোকপাত করেছেন।

আগেই বলেছি যে, অতীতেও জন্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে অর্থনীতির কোন সম্পর্ক ছিল না, আজো নেই। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে সামাজিক ও তামদ্দুনিক কারণে এ ব্যবস্থা প্রসার লাভ করছে এবং বর্তমানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই পাশ্চাত্য দেশগুলো অন্যান্য দেশকে এ পথ দেখাচ্ছে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে. জন সংখ্যার রাজনৈতিক প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক সভ্যতা ও প্রত্যেক বিশ্ব শক্তিই নিজেদের গঠন ও উন্নয়নের যুগে তাদের জনসংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করেছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইল ডুরাণ্ট জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে উন্নতির একটা উল্লেখযোগ্য উপকরণ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর্নল্ড টয়েনবি জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সে সব বুনিয়াদি চ্যালেঞ্জ সমূহের অন্যতম বলে ঘোষণা করেছেন যেগুলোর জোরে একটি জাতির

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উন্নতি ও বিস্তৃতি ঘটে, যে সব জাতি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এবং দুনিয়ার বুকে কীর্তি রেখে গেছে তারা সর্বদাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে। অপরদিকে পতনশীল সভ্যতা সকল যুগেই জনসংখ্যার অভাবের সম্মুখীন হয়েছে। জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির ভিত্তি দুর্বল করে দেয় এবং যে জাতি এ অবস্থায় পতিত হয় সে জাতীর ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যায়। সভ্যতার সকল প্রাচীন কেন্দ্রগুলোর ইতিহাস এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে।

আধুনিক ইউরোপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্যের রহস্যও জনসংখ্যার মধ্যেই নিহিত। অধ্যাপক অর্গানস্কির ভাষায়—

"জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি—এমন বৃদ্ধি যা অবাধ ও অপরিকল্পিত উপায়ে হচ্ছিল তা ইউরোপকে দুনিয়ার প্রথম শ্রেণীর শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করে। ইউরোপে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই বিস্ফোরণের ফলেই নতুন শিল্প কারখানা ভিত্তিক অর্থনীতিকে কার্যকরী করার প্রয়োজনীয় বিপুল সংখ্যক কর্মী পাওয়া যায় এবং দুনিয়ার অর্ধেক এলাকাব্যাপী ও বিশ্বের সমগ্র জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করার উপযোগী সৈনিক ও কর্মচারী তৈরী হয়ে যায়।"

—(পপুলেশন এণ্ড পলিটিকস ইন ইউরোপ)

অধ্যাপক অর্গানস্কির অভিমত হচ্ছে এই যে, দুনিয়ার যে সমস্ত দেশে জনসংখ্যা বেশী তাদের অবস্থা সব সময়ই উত্তম ছিল। অধ্যাপক জলিন ক্লার্ক বলেন :

"বৃটেনের অধিবাসীরা পরম সাহসিকতার সাথে ম্যালথ্যাসের যুক্তিগুলোকে অগ্রাহ্য করেছে। যদি তারা ম্যালথ্যাসের মতবাদের কাছে নত স্বীকার করতো তাহলে বৃটেন আজ আঠারো শতকের একটি কৃষিজীবি জাতিতে পরিণত হতো। আমেরিকা ও বৃটিশ কমনওয়েলথ এর বিকাশ ও উন্নতির কোন প্রশ্নই ঐ অবস্থায় উঠতো না, ভারী শিল্পের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক দাবীই হচ্ছে—ব্যাপক চাহিদা, পণ্য বিক্রয়ের বাজার ও পরিবহন ব্যবহার উন্নয়ন। আর এ সমস্ত কিছু একটি দ্রুত বর্ধিত জন সমাজেই সম্ভব। (ওয়ার্ল্ড পপুলেশন এণ্ড ফুড সাপ্লাই, ন্যাচার, ১৮১ খণ্ড, মে, ১৯৫৮)।

বিগত পাঁচ শ' বছর যাবত জনসংখ্যা কম থাকা সত্বেও পাশ্চাত্য দেশগুলো বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের দরুন প্রাচ্য দেশগুলোর উপর তাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রাধান্য কায়েম করতে পেরেছিল, বরং সাম্রাজ্যবাদিতার প্রাথমিক যুগেই এ ভ্রান্ত ধারনার জন্ম হয় যে, জনসংখ্যার স্বল্পতা সত্বেও স্থায়ীভাবে তারা তাদের প্রাধান্য কায়েম রাখতে সক্ষম হবে। কিন্তু নতুন অবস্থা ও বাস্তব তথ্যাবলী এ অমূলক ধারনার জাল ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে।

পাশ্চাত্য জাতিগুলোর জনসংখ্যা ক্রমেই কমে যাওয়ার ফলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অবনতি ঘটেছে এবং প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকে সেখানকার সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, জনসংখ্যা সীমিতকরণ প্রচেষ্টার মূল্য তাদের খুব বেশী পরিমাণে দিতে হচ্ছে। ফ্রান্স ধীরে ধীরে তার মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর মার্শাল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্যাতে এ কথা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করেছেন যে, ফ্রান্সের অবনতির সব চাইতে বড় কারণ হচ্ছে সন্তান সংখ্যার স্বল্পতা এবং লোক সংখ্যার অভাব। ইংল্যাণ্ড এবং অন্যান্য দেশেও জন্ম নিরোধের কুফল ফলতে শুরু করেছে এবং এ অবস্থা দেখে সুইডেন, জার্মানী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, ইতালী প্রভৃতি দেশ তাদের কর্মনীতি পুনর্বিবেচনা করতে শুরু করে দিয়েছে।

আবার যে সূক্ষ্ম শিল্প, বিজ্ঞান ও কারিগরি তথ্যাবলী এ পর্যন্ত প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্যের প্রাধান্য কায়েম করে রেখেছিল এবং বহু চেষ্টা করে প্রাচ্যকে এ বিষয়ে অজ্ঞ রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল বর্তমানে সে সব তথ্য এবং তত্ত্বের ব্যাপারেও প্রাচ্য দেশগুলো দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু এ সব দেশের জনসংখ্যা পাশ্চাত্য দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশী সেহেতু আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত হবার পর এদের পরাধীন ও পরমুখাপেক্ষী থাকার আর কোন কারণই থাকতে পারে না। ফলে প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী উক্তরূপ বিপ্লবের অপরিহার্য পরিণাম হিসেবে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক প্রভাবের দিন সীমিত হয়ে যাবে এবং যে সব দেশ জনসংখ্যা, বিজ্ঞান, কারিগরি ও যুদ্ধ বিদ্যায় অগ্রসর, তারাই বিশ্ব রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিবে। এমতাবস্থায় পাশ্চাত্য দেশগুলো এক ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক খেলা শুরু করে দিয়েছে। অর্থাৎ একদিকে বংশ সীমিতকরণ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রাচ্য দেশসমূহের লোক সংখ্যা কমানোর এবং অপর দিকে কারিগরি তথ্যাবলীর প্রসারে বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে তারা নিজেদের প্রাধান্য বহাল রাখার চেষ্টায় লিপ্ত আছে। আমি নিছক বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে এ কথা বলছি না—বরং পাশ্চাত্য দেশের উপকরণাদি থেকেই আমি এটা প্রমাণ করতে পারি। জনসংখ্যা সম্পর্কে অনেক বই লেখা হয়েছে। সে সবের মধ্যে প্রাচ্য দেশসমূহের সংখ্যাকে অতিরঞ্জিত করে ভীতি হিসেবে পেশ করা হয়েছে এবং এ সব দেশে জন্মনিরোধ প্রবর্তনের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। এ সব পুস্তক পাশ্চাত্য দেশীয়দের মগজ এবং সরকারগুলোকে প্রভাবিত করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বাস্তব কার্যধারা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। বিখ্যাত মার্কিন পত্রিকা 'ফরেন এফেয়ার্স' এর ১৯৪৪ সালের এপ্রিল সংখ্যায় ফ্রাঙ্ক নোটেন্‌স্টন "যুদ্ধোত্তর ইউরোপে রাজনীতি ও ক্ষমতা" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন :—

"উত্তর পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের কোন জাতির পক্ষে দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ করা এখন আর কিছুতেই সম্ভব নয়। জার্মানী এককালে একটি শক্তিশালী জাতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল কিন্তু অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির মতো জার্মানীও আজ সেদিন হারিয়ে ফেলেছে। আর এর কারণ হচ্ছে এই যে, যেসব দেশের জনসংখ্যা আজ দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে, সেসব দেশেই শিল্প ও কারিগরি সভ্যতা প্রসার লাভ করেছে।"

এশিয়া ও মুসলিম বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দরুণ ইউরোপের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিশ শতকের শেষার্ধেই বিপদের সম্মুখীন হওয়ার তীব্র আশঙ্কা রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাপ্তাহিক 'টাইম' পত্রিকার ১৯৬০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সালের ১১ই জানুয়ারী সংখ্যায় বলা হয়েছে :—

"জনসংখ্যার আধিক্য সংক্রান্ত ইউরোপীয় জাতিসমূহের যাবতীয় ভীতি এবং এজন্যে তাদের সমস্ত প্রচারণা ও উপদেশ প্রকৃতপক্ষে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার জাতিসমূহ বর্তমান হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বিপুল সংখ্যাধিক্য সৃষ্টি করলে যে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপিত হবার আশঙ্কা আছে তারই ফল বিশেষ।"

আর্নল্ড গ্রীণ লিখেছেন, "বিগত ৫০ বছরে দুনিয়ার জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে এবং এজন্যে সারা দুনিয়ার অর্থনৈতিক ও সামরিক ভারসাম্যের উপর ভীষণ চাপ পড়েছে।" (সোসিওলজি : এন এনালাইসিস অব লাইফ ইন মডার্ণ সোসাইটি)।

আর্থার ম্যাককরম্যাক অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন :

"উন্নত দেশের অধিবাসীরা স্বাভাবিক ভাবেই অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশের জনসংখ্যা কমিয়ে রাখা পছন্দ করে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, অনুন্নত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উন্নত দেশের বাসিন্দারা তাদের নিজেদের জীবনযাত্রার মান এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তা বিপন্ন মনে করে।"

(পিপল, স্পেস, ফুড পৃঃ ৭৮)

ম্যাককর ম্যাক পাশ্চাত্যের এ ঘৃণ্য মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করে স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, প্রাচ্যের অধিবাসীরা শীঘ্রই এ হীন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হবে এবং তারপর তারা পাশ্চাত্য জাতিদের কিছুতেই মাফ করবে না, কারণ :

"এটা সাম্রাজ্যবাদের একটা নতুন ধরণ। এর লক্ষ্য হচ্ছে অনুন্নত জাতিগুলোকে বিশেষতঃ সাদা রং-এর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাজার জন্যে কালো আদমীদের পদদলিত করে রাখা।"

পাশ্চাত্য লেখকদের এ ধরণের অসংখ্য উধৃতি পেশ করা যায়, কিন্তু জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্যে এ কয়টি উধৃতিই যথেষ্ট বলে মনে করি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট রূপে বোঝা গেলো যে, ভবিষ্যতে যে সব দেশের জনসংখ্যা বেশী হবে এবং নয়া কারিগরি বিদ্যাও যাদের আয়ত্তে থাকবে তারাই শক্তিশালী দেশ হিসেবে প্রাধান্য লাভ করবে। এখন এ সব দেশকে আধুনিক কারিগরি বিদ্যা থেকে কিছুতেই দূরে রাখা যাবে না। এমতাবস্থায় পাশ্চাত্য জাতিসমূহের প্রাধান্য ও নেতৃত্ব বহাল রাখার একটি মাত্র উপায় আছে, আর তা হচ্ছে অনুন্নত দেশগুলোর জনসংখ্যা সীমিতকরণ। এ কারণেই পাশ্চাত্য দেশগুলো নিজেদের জনসংখ্যা বাড়ানোর জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে এবং একই সঙ্গে প্রাচ্য দেশগুলোতে তাদের প্রচারণার যাবতীয় শক্তি নিয়োগ করে জন্ম নিরোধের সপক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে।

কতিপয় অর্থনৈতিক তথ্য

জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক ব্যাপার নয়। তবুও এর কতিপয় দিক এমনো আছে যেগুলো সম্পর্কে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, অধিক সংখ্যক সন্তানের জন্মে সাধারণতঃ অর্থনৈতিক উপকারই প্রমাণিত হয়। দুনিয়াতে যত মানুষ আসে তারা শুধুমাত্র একটি পেট নিয়েই আসে না বরং তাদের সকলেই দু'টি হাত, দু'টি পা এবং একটি মস্তিষ্কও নিয়ে আসে। পেট যদি অভাব পূরণের দাবী পেশ করে তা'হলে অপর পাঁচটি অঙ্গ তা' পূরণের চেষ্টা করে। এ ছাড়া অর্থনীতিবিদদের একটি বিরাট প্রভাব-

www.ahlehadeethbd.org

শালী দল এ অভিমতের সমর্থক যে, অনুন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক বিপ্লবের প্রাথমিক অবস্থায় অধিক সংখ্যক শিশুর জন্ম অত্যন্ত উপকারী। কারণ এর ফলে একদিকে প্রয়োজনীয় শ্রম ও অন্যদিকে উৎপন্ন দ্রব্যাদির চাহিদার সৃষ্টি হয়। তারা এ সঙ্গে এ কথাও বলেন যে, একটি উন্নত দেশের অর্থনৈতিক মান কায়েম রাখার ও চাহিদা সম্প্রসারণের জন্যে জনসংখ্যাকে ক্রমেই বাড়ানো উচিত যাতে করে বাজারে মন্দা ভাব দেখা দিতে না পারে। লর্ড কীনস, অধ্যাপক হ্যানসন, ডক্টর কলীন ক্লার্ক, অধ্যাপক জি, ডি, এইচ কোল এবং আরো অন্যান্য চিন্তাবিদ এ ধরণেরই মত প্রকাশ করেছেন। আর অর্থনীতির ইতিহাসও এ অভিমতের সমর্থন করে।

দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার যে সব উপকরণ মওজুদ আছে তা' যে শুধু বর্তমান জনসংখ্যাকে প্রতিপালনের জন্যে যথেষ্ট তা' নয়, বরং জনসংখ্যার যে কোন সম্ভাব্য বাড়তি পরিমাণকেও প্রতিপালন করার জন্যে যথেষ্ট। কোথাও প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ উপকরণ রয়েছে, আবার কোথায় বা এ সব মোটেই ব্যবহার করা হচ্ছে না কলিন ক্লার্ক অত্যন্ত বলিষ্ঠ তথ্যের ভিত্তিতে বলেন যে, দুনিয়ার মানুষের জ্ঞানের আওতায় যে সব উপকরণ রয়েছে শুধু সেগুলোকেই সঠিক রূপে ব্যবহার ক'রে দুনিয়ার বর্তমান জনসংখ্যার দশ গুণ অধিবাসীকে স্বচ্ছন্দে ইউরোপীয় মানের খাদ্য সরবরাহ করা যেতে পারে। (ইন্টার্ন্যাশনাল লেবার রিভিউ, ১৯৫৩, পপুলেশন গ্রোথ এণ্ড লিভিং ষ্টাণ্ডার্ডস)। জি ডি বার্নালও নিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পর এ অভিমত প্রকাশ করেন (ওয়ার্ল্ড উইদাউট ওয়ার)।

তৃতীয়ঃ দুনিয়ায় বর্তমান জনসংখ্যা সম্পর্কে যে সব হিসাব প্রকাশ করা হয় তা যদিও গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেয়া যায়, তবুও অতীত ও ভবিষ্যতের গতিধারা সম্পর্কে অনুমানভিত্তিক যা কিছু বলা হয়ে থাকে সে সম্পর্কে অনেক মতভেদের অবকাশ রয়েছে। কারণ ডেমোগ্রাফী জাতীয় বিদ্যা সবেমাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই এ বিদ্যা এখনো এমন পর্যায়ে পৌঁছেনি যার উপর ভরসা ও নির্ভর করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন সঠিক অনুমান করা যেতে পারে। খুব বেশী পরিমাণ নির্ভর করেও আমরা এ বিদ্যার ভিত্তিতে শুধুমাত্র নিকট ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই কিছু অনুমান করতে পারি। শত শত বছর পরে জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি কি ধরণের হবে তা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বিশ্বাসযোগ্য হিসাব পেশ করার মতো নির্ভরযোগ্য কোন উপায় উপাদানও এ যাবৎ আমাদের হস্তগত হয়নি। উপরন্তু জনসংখ্যার গতিধারা সম্পর্কে অনেক তথ্যও এখনো পর্যন্ত আমাদের অজানা। উদাহরণ স্বরূপ ডঃ আর্নল্ড টয়েনবি বলেছেন যে, ২৩টি সভ্যতার মধ্যে ২১টিতেই উন্নতির চরম শিখরে উঠার পর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পুনরায় কমে যেতে দেখা গেছে। জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির ইতিহাসও এ কথা সমর্থন করে। রেমণ্ড পার্ল লিখেছেন ঃ

"শিল্পোন্নয়ন, শহরের বিকাশ ও এর ফলে উদ্ভূত লোক বসতির ঘনত্ব যতই বেশী পরিমাণে হতে থাকবে ততই সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা ও জন্মহার কমে যেতে থাকবে। অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সর্বত্র এ রূপই হতে দেখা গেছে।" (দি বায়োলজি অব পপুলেশন গ্রোথ, পৃঃ—২২৭) —অসমাপ্ত

(পূর্ব দেশ পত্রিকার সৌজন্যে)

www.ahlehadeethbd.org

॥ শাইখ আবদুর রাহীম এম-এ, বি-এল, বি-টি, ॥

নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালামের বিবরণ

(কুর্আনের আলোকে)

কুর্আন মাজীদের ৪৪ স্থানে হযূ আলাইহিস সলাতু অস্সালামের উল্লেখ রহিয়াছে। তন্মধ্যে দুই স্থানে (সূরাহ হূদ : ২৫—৪৮ ও সূরাহ নূহ : ১—২৮ অর্থাৎ সমগ্র সুরাহটিতে) সুদীর্ঘ বিবরণ রহিয়াছে এবং পাঁচ স্থানে (সূরাহ আল্-আ'রাফ : ৫৯—৬৪, সূরাহ য়ুনুস : ৭১—৭৩, সূরাহ আল্-মূমিনূন : ২৩—২৯, সূরাহ আশ্-শু'আরা : ১০৫—১২০ ও সূরাহ আল্'আন্কাবূত : ১৪ আয়াতে) আংশিক বিবরণ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া বাকী স্থানে প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

কুর্আন মাজীদে যে সব নাবী ও রাসূলের বিবরণ ও উল্লেখ রহিয়াছে, তন্মধ্যে নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্-সালাম প্রাচীনতম। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে নিজ রাসূল মনোনীত করিবার পর আদেশ করেন, "হে নূহ, তোমার জাতির উপর ঘোর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আগমনের পূর্বেই তুমি তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দাও।" তদনুসারে তিনি তাঁহার জাতিকে বলিলেন, "তোমরা একমাত্র আল্লাহের দাসত্ব স্বীকার কর। একমাত্র তাঁহারই উপাসনা কর। তাঁহাকে ছাড়া অপর কাহারও বা কোন কিছুরই উপাসনা করিও না। কেননা আল্লাহ ছাড়া অপর কেহ বা কিছু উপাসনার যোগ্য নাই। আর আমি হইতেছি আল্লাহের বিশ্বস্ত রাসূল বা সংবাদবাহক। তাঁহারই আদেশ নির্দেশ আমি বিশ্বস্ততার সহিত তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া থাকি। তোমরা (ক) একমাত্র আল্লাহের দাসত্ব মানিয়া লও এবং একমাত্র তাঁহারই উপাসনা কর। খ) তাঁহার শাস্তির ভয় অন্তরে পোষণ করিয়া সকল অন্যায় কাজ হইতে দূরে থাক। আর (গ) তোমরা আমার কথা মানিয়া চল। তোমরা যদি এই তিনটি কাজ কর তাহা হইলে আল্লাহ তোমাদের পূর্বকৃত অপরাধ মাফ করিবেন এবং তোমাদিগকে বিপাক-বিপদ যোগে ধ্বংস করিবেন না।"

নূহ আলাইহিস সলাতু অস্সালাম নিজেকে আল্লাহের রাসূল বলিয়া দাবী করিলে তাঁহার জাতির সম্ভ্রান্ত, ধনাঢ্য ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "নিশ্চয় আমরা তোমাকে জাজ্জ্বল্যমান ও স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে দেখিতেছি।" তাহাতে নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালাম বলিলেন, "আমার মধ্যে বিভ্রান্তির লেশমাত্র নাই; বরং আমি বিশ্বজগতের রাব্বের রাসূল ও সংবাদবাহক। আমার রাব্বের নিকট হইতে যে সব সমাচার আমার নিকটে আসে সেই সব সমাচার আমি তোমাদিগকে পৌঁছাই এবং তোমাদের যাহাতে মঙ্গল হয় সেই প্রকার

www.ahlehadeethbd.org

আমরা পাব সামাজিক বিধান, পারিবারিক আইন-কানুন, ব্যক্তিগত জীবনের আচার অনুষ্ঠান সব কিছু।

ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ। সুতরাং ব্যক্তির জীবন যদি সুখের এবং সুন্দর না হয় তাহলে তার প্রভাব অবশ্যই সমাজের উপর পড়বে। ফলে উহা সমাজের মধ্যে অশান্তি আনয়ন করবে। অর্থাৎ অন্যদের জীবনকেও অশান্তিময় করে তুলবে। সুতরাং আমরা ইসলামে পাব ব্যক্তিগত জীবন-সম্পর্কীয় বিধান সমূহ। অপরপক্ষে যদি সমাজে অশান্তি ও অনাচার থাকে তবে ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহর পথে চলা অত্যন্ত কঠিন হবে; এবং ব্যক্তিগত জীবন আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক উভয় দিক থেকে অনাচার ও অশান্তিপূর্ণ হয়ে উঠবে। সুতরাং সামাজিক বিধান সমূহের প্রতি আল্লাহ উদাসীন থাকতে পারেন না।

আল্লাহ সেই সবই আমাদের শিখিয়েছেন তাঁর রসূলের মাধ্যমে। কিন্তু রসুল সেগুলো কেবলমাত্র মুখে মুখে শিখিয়েই শেষ করেন নাই, তিনি নিজের জীবনে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে practical demonstration দিয়ে উম্মৎকে শিখিয়েছেন। একেই বলা হয় সুন্নাহ্। কিন্তু রসুল এখন আমাদের মাঝে জীবিত নেই, তবে আমরা তাঁর সুন্নাহ্ জানব কি করে? আমরা তা জানতে পারি, তিনি আল্লাহর দেওয়া বিধানের ভিত্তিতে যে সমাজ গঠন করে গিয়েছিলেন তার সভ্যদের নিকট হতে—অর্থাৎ সাহাবীদের নিকট হতে। তাই তিনি সাহাবীদের অনুসরণ করতে বলে গেছেন।

সমাজের ক্ষুদ্রতম ইউনিট বা এক পূর্ণ অংশ হল পরিবার। সমাজের অন্য লোকের প্রতি দায়িত্বের চেয়ে পরিবারের লোকজনদের প্রতি দায়িত্ব অনেক বেশী। সমাজের কোন একজন লোক তার ক্ষতি করতে পারে, তাকে কষ্ট দিতে পারে উপকারও করতে পারে। কিন্তু নিজ পরিবারের লোকেরা জীবনকে অনেক বেশী অশান্তিময় করে তুলতে পারে এবং তার প্রতিক্রিয়া তার নিজের এবং বৃহত্তর সমাজের উপরও অত্যন্ত মারাত্মক ভাবে পড়তে পারে। সুতরাং পারিবারিক জীবনকে সুখী ও শান্তিময় করার জন্য পারিবারিক আইনের গুরুত্ব অপরিসীম এবং আল্লাহ-প্রদত্ত এই সব আইন কানুন আমরা জানতে পারব, আল্লাহর রসূলের পরিবারের লোকজনদের নিকট হতে। আমাদের মতে 'আহলে-বাইত'কে ধরে থাকা তথা অনুসরণ করার তাৎপর্য্য এবং গুরুত্ব এখানে।

এর 'গুরুত্ব' বুঝার জন্য আমরা আর একটু বিশদ আলোচনা করছি—

পরিবার স্ত্রীকে কেন্দ্র করেই গঠিত হয়। স্ত্রী পারিবারিক জীবনকে যতটা অশান্তিময় করে তুলতে পারে, অন্য কেউ ততটা পারে না। সুতরাং স্ত্রীদের সাথে কি ভাবে চলতে হবে, কোন্ প্রকার আচরণ করতে হবে তার বাস্তব রূপায়ণ আমরা দেখতে পাব রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু অসাল্লামের স্ত্রীদের নিকট হতে।

তৎপর মানুষের জীবনে যৌন প্রবৃত্তির একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানী Freud এর মতে তো যৌন প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাবের সব কিছু (অবশ্য আমরা ইহা সম্পূর্ণ স্বীকার করিনা)। যৌন ক্ষুধার অতৃপ্তি এবং যৌন-প্রবৃত্তির বিকৃতি ব্যক্তিগত সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জীবনের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। ইসলাম স্বাভাবিক চিরন্তন ধর্ম্ম (৩০ : ৩০)। সুতরাং ইসলাম মানুষের স্বভাবের এ চিরন্তন প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করতে পারে না। তাই ইসলাম সন্ন্যাসকে অনুমোদন করে নাই (৫৭ : ২৭); যারা একক রয়েছে তাদের বিবাহ করতে নির্দেশ দিয়েছে (২৪ : ৩২)। বিবাহিত জীবনেও এই যৌন প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে—দেহ মনকে রোগ-ব্যাধি হতে মুক্ত রাখার জন্য। যৌন জীবনের নিয়ন্ত্রণ-মূলক শরিয়তী বিধান সমূহ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্ত্রীগণের মাধ্যম ছাড়া অন্য কারও নিকট হতে ততটা ভাল ভাবে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং মানব জীবনের এই দিক সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের জন্য আমরা সাধারণ সাহাবা অপেক্ষা আহলুল্-বাইতের অধিক মুখাপেক্ষী।

তা'ছাড়া দাম্পত্য জীবনের প্রেম প্রীতি সম্পর্কিত ব্যাপারাদি এবং রীতিনীতি যা জীবনকে করে মাধুর্য্যমণ্ডিত, আর যাতে রয়েছে নিদর্শন (৩০ : ২১), তাও জানতে পারি তাঁর সহধর্ম্মিণীদের মাধ্যমে। মানুষের জীবনের কর্ম্মধারার বৃহত্তর অংশই পরিবারকে কেন্দ্র করে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। স্বভাবতঃই পারিবারিক আইন কানুন সমূহ তার জীবনে বিশেষ গুরুত্ব পাবে এবং তার বাস্তব রূপায়ণ আমরা দেখতে পাব রসূলুল্লাহ সল্লাল্লল্লহু আলাইহি অসাল্লামের পরিবারের সভ্যদের, অর্থাৎ 'আহ্লে-বাইত' এর নিকট থেকে।

অতঃপর যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহের সুন্নাহর মর্ম্মমূলে যত বেশী পৌঁছতে পেরেছে, সেই ব্যক্তি তত বেশী আল্লাহর সান্নধ্য লাভ করেছে। (৩ : ৩০)। যে ব্যক্তি যার যত নিকটে থাকে সে তত বেশী ঐ ব্যক্তির স্বভাবের পরিচয় পায়, সুতরাং আমরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সভাবের—তাঁর সুন্নাহ্র—শুধু রূপেরই নয়, বরং উহার অন্তর্নিহিত মর্ম্মের সবচেয়ে গভীর পরিচয় পেতে পারি তাঁর নিকট জন হতে, অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীগণ, তাঁর কন্যা, তাঁর দৌহিত্রগণ আর আলী (যিনি ছিলেন, তাঁর চাচাত ভাই, তাঁর পোষ্য, তাঁর জামাতা ; ফলে যিনি হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর পরিবারেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ) হতে—এক কথায় 'আহ্লুল-বাইত' হতে।

আর 'আহলুল-বাইত'কে যথাযোগ্য সম্মান দেখানোর সমর্থনে আমরা সুরা আল্ আহ্যাবের ৬ এবং ৫৩ নম্বর আয়াত দুইটি উল্লেখ করতে পারি। এর প্রথমটিতে বলা হয়েছে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহধর্ম্মিণীগণ মুমিনদের মাতা স্বরূপ, আর দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে, নবীর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নীদের যেন কেও বিবাহ না করে [বিধবা মাতাকেও বিয়ে করা যায় না] কারণ ইহা আল্লাহের নিকট ঘৃণ্য।

[রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আহ্লুল বাইতকে ধরিয়া থাকার আদেশ সম্পর্কে যে সব হাদীস পাওয়া যায় সেই সব হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আহ্লুল-বাইত বলিতে কাহাদিগকে বুঝানো হয় সেই সম্পর্কে প্রামাণ্য মতগুলি এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয় নাই। তাই আমরা সেই সব হাদীস এবং সেই সব লোক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।—সম্পাদক, তর্জুমানুল্ হাদীস।

(ক) সাহীহ মুসলিম : ২।২৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে, যাইদ ইবনু আর্কাম বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মাক্কাহ ও

www.ahlehadeethbd.org

মাদীনার মাঝে খুম্ নামক জলাশয়ের নিকটে ভাষণ দিতে দাঁড়াইয়া আল্লাহের হাম্দ ও সানা (প্রশংসা ও স্তুতি) বর্ণনা করেন এবং ওয়ায-নাসীহাত করেন। তারপর তিনি বলেন, "আম্মা বা'দ। হুশ্য়ার! ওহে লোক সব, আমি তো নিশ্চয় একজন মানুষ। আমার নিকট আমার রাব্বের দূতের আগমনের এবং ঐ ডাকে আমার সাড়া দিবার সময় আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি গুরুভার মহান বস্তু ছাড়িয়া যাইব। ঐ দুইটির প্রথমটি হইতেছে 'আল্লাহের কিতাব'—উহাতে পথের সন্ধান ও আলোক বর্তিকা রহিয়াছে। অতএব তোমরা আল্লাহের কিতাবকে ধরিয়া থাকিও এবং উহাকে দৃঢ় ভাবে ধরিয়া থাকিও।" এই ভাবে তিনি আল্লাহের কিতাব অনুযায়ী আমাল করিবার জন্য সকলকে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করেন। তারপর তিনি বলেন, "আমার আহলুল্ বাইত সম্পর্কে আমি তোমাদিগকে আল্লাহের কথা স্মরণ রাখিতে বলিতেছি, আমার আহলুল বাইত সম্পর্কে আমি তোমাদিগকে আল্লাহের কথা স্মরণ রাখিতে বলিতেছি।"

যাইদ ইবনু আর্কামের উপরি উক্ত হাদীসটি জ্যামি' তিরমিযী গ্রন্থে (তুহ্ফাহ ঃ ৪ | ৩৪৩ পৃষ্ঠায়) এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

(খ) যাইদ ইব্নু আরকাম বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে এমন বস্তু ছাড়িয়া যাইব যাহা তোমরা দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে তোমরা আমার পরে কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না। (উহা হইতেছে দুইটি বস্তু) ঐ দুইটির একটি অপরটির চেয়ে অধিকতর মহান। তাহা হইতেছে আল্লাহের কিতাব—উর্ধ জগৎ হইতে এই পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তারিত একটি রশি বা সূত্র এবং (দ্বিতীয়টি হইতেছে) আমার 'ইত্রাহ, আমার আহলুল্ বাইত।

(গ) তাহা ছাড়া জামি তিরমিযী গ্রন্থে (তুহ্ফাহ ঃ ৪ | ৩৪২ পৃষ্ঠায়) জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহ আন্হু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে তাঁহার হাজ্জ সম্পাদনকালে আরাফাত মাঠে তাঁহার আল্-কুস্ওয়া' উটনীর উপরে বসিয়া থাকিয়া ভাষণ দিতে দেখি এবং তাঁহাকে এই কথা বলিতে শুনি, "ওহে লোক সব, আমি তোমাদের মধ্যে এমন বস্তু ছাড়িয়া গেলাম যাহা তোমরা ধরিয়া থাকিলে কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না। উহা হইতেছে আল্লাহের কিতাব ও আমার 'ইত্রাহ' আমার আহলুল্ বাইত।

উল্লিখিত হাদীস তিনটির প্রথমটিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ তাৎপর্য এই যে, আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আহলুল্ বাইতের প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মান দেখাইতে হইবে। এবং উহার পরোক্ষ তাৎপর্য এই যে, আমাদিগকে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হইবে। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীস দুইটিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট তাৎপর্য এই যে, আমাদিগকে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হইবে।

এখন দ্বিতীয় বিষয়টি, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আহলুল্ বাইত কাহারা?—সে সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

(ক) সহীহ মুসলিম ঃ ২ | ২৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে, আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন, একদিন সকাল বেলায় নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম খাটুলির নকশা অথবা ডেকচির নকশা ছাপা একটি চাদর গায়ে দিয়া বাহির বাড়ীতে যান। অনন্তর হাসান ইবনু আলী তাঁহার নিকটে আসিলে তিনি তাঁহাকে ঐ চাদরের মধ্যে ঢুকান। তারপর হুসাইন আসিলে তাঁহাকে হাসানের সহিত ঐ চাদরের মধ্যে ঢুকান। তারপর ফাতিমাহ আসিলে তাঁহাকেও ঢুকান। তারপর আলী আসিলে তাঁহাকেও ঢুকান। (ফাতিমাহ ও আলীকে কোন্ চাদরে ঢুকান তাহার উল্লেখ এই হাদীসে নাই। তিরমিযী বর্ণিত পরের হাদীসটিতে তাহা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে।) তারপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (সূরাহ ৩৩ আল্ আহ্যাবের ৩৩ নং আয়াতের এই অংশটি) বলেন, "ওহে আহলুল্ বাইত, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের হইতে অপবিত্রতা দূর করিতে এবং তোমাদিগকে যথাসম্ভব উত্তমভাবে পবিত্র করিতে ইচ্ছা করেন।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(খ) জ্যামি' তিরমিযী গ্রন্থে (তুহ্‌ফাহ : ৪।১৬৪ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত হইয়াছে, 'উমার ইব্‌নু আবূ সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম উম্মু সালামাহ এর ঘরে থাকাকালে 'ওহে আহলুল্ বাইত, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের হইতে অপবিত্রতা দূর করিতে এবং তোমাদিগকে যথাসম্ভব উত্তমরূপে পবিত্র করিতে ইচ্ছা করেন'—এই আয়াতটি নাযিল হয়। ঐ সময় আমি তাঁহাদের সঙ্গে ছিলাম। অনন্তর তিনি ফাতিমাহ, হাসান ও হুসাইনকে ডাকাইয়া পাঠান এবং তাঁহাদিগকে একটি চাদরে আবৃত করেন। আলী তাঁহার পশ্চাতে বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে তিনি আর একটি চাদরে আবৃত করেন। তারপর তিনি বলেন, "হে আল্লাহ, ইহারা আমার আহ্‌লুল্ বাইত। তুমি তাহাদের হইতে অপবিত্রতা দূর কর এবং তাহাদিগকে যথাসম্ভব উত্তমরূপে পবিত্র কর।" তখন উম্মু সালামাহ বলেন, "হে আল্লাহের নাবী, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে?' তিনি বলেন, "তুমি তোমার নিজ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ এবং তুমি কল্যাণের উপরে রহিয়াছ।"

(গ) জ্যামি' তিরমিযী গ্রন্থে (তুহ্‌ফাহ : ৪।১৬৪ পৃষ্ঠায়) আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ছয় মাস যাবৎ প্রত্যহ সলাতুল্ ফাজ্‌রের জন্য বাহির হইয়া ফাতিমাহ এর বাড়ীর দরজার সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় বলিতেন, "ওহে আহ্‌লুল্ বাইত সলাত সম্পাদন কর। ওহে আহ্‌লুল্ বাইত, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের হইতে অপবিত্রতা দূর করিতে এবং তোমাদিগকে যথাসম্ভব উত্তমরূপে পবিত্র করিতে ইচ্ছা করেন।"

উল্লিখিত হাদীস তিনটিকে ভিত্তি করিয়া এক দল আলেম বলেন যে আহ্‌লুল্ বাইত বলিয়া কেবলমাত্র আলী, ফাতিমাহ, হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমকে বুঝানো হইয়াছে।

আহ্‌লুল্ বাইত সম্বন্ধে দ্বিতীয় মত—কুর্‌আন মাজীদের যে আয়াত অংশটিতে আহ্‌লুল্ বাইত সম্পর্কে উল্লিখিত কথাটি বলা হইয়াছে তাহার পূর্বের কয়েকটি আয়াতে এবং তাহার পরের আয়াতটিতে যে সব আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার সবগুলিই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহধর্মিণীদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে। এই কারণে একদল আলিম এই অভিমত পোষণ করেন যে, আহলুল বাইত বলিয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কেবলমাত্র সহধর্মিণীদিগকে বুঝানো হইয়াছে।

আহলুল্ বাইত সম্বন্ধে তৃতীয় মত

সাহীহ মুসলিম : ২।২৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে, সাহাবী যাইদ ইব্‌নু আরকামকে তাঁহার শিষ্য হুসাইন জিজ্ঞাসা করেন, "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আহলুল্ বাইত কাঁহারা? তাঁহার সহধর্মিণীগণ কি তাঁহার আহলুল্ বাইতের অন্তর্ভুক্ত নয়?" যাইদ ইব্‌নু আরকাম বলেন, 'তাঁহার সহধর্মিণীগণ তাঁহার আহলু বাইতের অন্তর্ভুক্ত। (শুধু তাঁহারাই নন, বরং) যাঁহারই পক্ষে সাদাকাহ যাকাত গ্রহণ করা হারাম তাঁহারা সকলেই তাঁহার আহলুল্ বাইত।" শিষ্য আবার জিজ্ঞাসা করেন, "তাহারা কাঁহারা?" যাইদ বলেন, "তাঁহারা হইতেছেন আলীর বংশধর, আকীলের বংশধর, জা'ফারের বংশধর ও আব্বাসের বংশধর।"

আহলুল্ বাইত সম্বন্ধে সমধিক বিশুদ্ধ মত

উল্লিখিত দালীল প্রমাণগুলি অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মাজীদের ঐ আয়াতগুলি যেহেতু নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহধর্মিণীদিগের সম্পর্কে নাযিল হয় কাজেই তাঁহারাই মূলতঃ ও প্রধানতঃ আহলুল্ বাইত। আর আলী, ফাতিমাহ, হাসান ও হুসাইন মূলতঃ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আহলুল্ বাইত নন। তাঁহাদিগকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার আহলুল্ বাইতের সহিত সংযোজিত করেন। কাজেই তাঁহার আহলু বাইত বলিয়া তাঁহার সহধর্মিণীগণ এবং আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইনকে বুঝাইবে। ইহাই অধিকাংশ সুন্নী আলিমের মত। তৃতীয় মতটি কোন বলিষ্ঠ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া উহা গ্রহণযোগ্য নহে।—সম্পাদক]

www.ahlehadeethbd.org

॥ অধ্যাপক শামসুল হক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ॥

আহ্‌লুল্‌-বাইত

প্রশ্ন :—"আহ্‌লুল-বাইত'কে ধরিয়া থাক' এ কথার তাৎপর্য্য কি ?

মুনিরুদ্দীন আহমদ
এক/১৪ এয়ারপোর্ট কলোণী
তেজগাঁও, ঢাকা

উত্তর :—অধ্যাপক শামসুল হক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

'আহ্‌লুল্‌ বাইত' বলতে কাদের বুঝান হয়, সে সম্বন্ধে এবং 'আহ্‌লুল-বাইতকে' ধরিয়া থাকার আদেশ সম্পর্কে যে সব প্রামাণ্য দলিল রয়েছে, তার আলোচনা প্রথমে করছি।

(ক) প্রথমতঃ 'আহ্‌লুল-বাইত' এর শাব্দিক অর্থ নবীর ঘরের অধিবাসী (আহ্‌ল্‌—অধিবাসী, অধিকারী ; বাইত—ঘর), ভাবার্থে পরিবারের সভ্যগণ।

(খ) আমরা নবী সল্লাল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের আহ্‌লুল-বাইত এর উল্লেখ পাই কুর্‌আন মজীদে সূরাহ আল্‌-আহ্‌যাব এর ৩৩নং আয়াতে। আল্লাহ এই সূরার ৩০ হইতে ৩৪নম্বর আয়াতে যা বলেছেন, তার সবই বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সহধর্মিণীগণকে সম্বোধন কর। আমরা এখানে ৩২, ৩৩, এবং ৩৪ এই তিনটি আয়াত পেশ করছি।

৩২। হে নবীর সহধর্ম্মিণীগণ, তোমরা যদি তাক্‌ওয়া (পরহেযগারী) অবলম্বন কর তাহা হইলে তোমরা অপর স্ত্রীলোকদের অনুরূপ নও। অতএব, তোমরা তোমাদের আলাপে কোমল হইবে না যাহাতে যাহাদের অন্তরে রোগ আছে, তাহারা (তোমাদের প্রতি) ঝুঁকিয়া পড়িতে না পারে ; এবং সৎ কথা বলা।

৩৩। এবং তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর, এবং পূর্বেকার জাহেলিয়াতের যুগের রাস্‌ম্‌ রেওয়াজ অনুযায়ী তোমাদের রূপ ক প্রদর্শন করিও না ; এবং নামায কায়েম কর, ও যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁহার রসুলকে মান্য করিয়া চল। ওহে আহ্‌লুল-বাইত নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের হইতে অপবিত্রতা দূর করিতে এবং তোমাদিগকে উত্তমরূপে পবিত্র করিতে ইচ্ছা করেন।

৩৪। তোমাদের ঘরে (বাইত সমূহে) আল্লাহের যে সমুদয় আয়াত এবং হেকমত তিলাওয়াত করা হয় তাহা তোমরা আবৃত্তি-আলোচনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, এবং খবর রাখনে-ওয়ালা (লাতিফুন খাবির)

(৩৩ : ৩২-৩৪)

ইসলাম একটি সর্বাঙ্গীন জীবন-বিধান। আল্লাহ আপন রহমতে মানুষের জন্য এই বিধান দিয়েছেন, যাতে তার জীবনের সর্বক্ষেত্র সুন্দর সুখময় এবং শান্তিপূর্ণ হয় এবং তার মাধ্যমে সে নিজের আত্মার বিকাশ সাধন করে অনন্ত সুখের অধিকারী হতে পারে। সুতরাং এতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উপদেশই আমি তোমাদিগকে দিয়া থাকি। আরও আমি আল্লাহের নিকট হইতে এমন সব তথ্য অবগত হই যাহা তোমরা জান না।"

নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালামের এই সব কথা শুনিয়া তাঁহার জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বলিল, "আমরা তো তোমাকে আমাদের মতই এক জন মানুষ দেখিতেছি। তোমার নিকট আল্লাহের সংবাদ আসিবে কি করিয়া? ইহা একেবারে অসম্ভব।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "তোমরা যাহাতে অন্যায় কাজ হইতে দূরে থাকিয়া আল্লাহ তা'আলার দয়া-লাভে সমর্থ হও সেই উদ্দেশ্যে, তোমাদিগকে অন্যায় কাজ সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিবার জন্য তোমাদের মধ্যেকার কোন এক জন মানুষের নিকট, তোমাদের রাব্বের পক্ষ হইতে স্মারকের আগমনকে কি তোমরা বিচিত্র ভাবিয়াছ? বস্তুতঃ ইহা মোটেই বিচিত্র নয়—বরং ইহাই স্বাভাবিক। অতএব তোমরা আমার কথা মানিয়া চল।"

যাহা হউক নূহ আলাইহিস সলাতু অস্সালামের ধর্ম্মপ্রচারের ফলে কতিপয় দরিদ্র দুঃস্থ লোক তাঁহাকে রাসূল বলিয়া বিশ্বাস করিল এবং তাঁহার সকল আদেশ পালন করিয়া চলিল। তাহাতে ঐ সম্ভ্রান্ত নেতৃস্থানীয় লোকেরা ঐ বিশ্বাসীদিগকে পথভ্রষ্ট করিবার মতলবে তাহাদিগকে বলিতে লাগিল, "দেখ, তোমরা ভুল করিতেছ। এই লোকটি তোমা-দের মতই এক জন মানুষ মাত্র। তাহার মতলব মোটেই ভাল নয়। সে তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া তোমাদের নেতৃত্ব ও সর্দারী লাভের উদ্দেশ্যে এই সব মিথ্যা দাবী করিয়া চলিয়াছে আমাদের নিকট কোন রাসূল পাঠাইতে আল্লাহ তা'আলা যদি বাস্ত-বিকই ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই মালায়িকাহ বা ফিরিশ্তাদেরে নাযিল করিতেন। মানুষ কখনও আল্লাহের রাসূল হইতে পারে—এই প্রকার উদ্ভট উক্তি আমাদের বাপদাদাদের যুগে কোন কালে শোনা যায় নাই। এই লোকটির নিশ্চয় মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। অতএব তোমরা তাহাকে এখন রাসূল বলিয়া বিশ্বাস করিও না। কিছু কাল তাহার হাবভাব নিরীক্ষণ করিয়া দেখ।" এই সব কথা শুনিতে পাইয়া নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালাম বলেন, "আমার এই উপদেশ বিতরণ ও প্রচারের বদলে আমি তোমাদের নিকট হইতে কোন নেতৃত্ব চাইনা বা অন্য কোনও প্রকার প্রতিদান চাই না। ইহার জন্য আমার প্রতিদান ও পারিশ্রমিক আল্লাহ তা'আলার নিকট জমা রহিয়াছে। আমি নিছক তোমাদের মঙ্গলের জন্যই এই সব কথা বলিতেছি।"

আবার সম্ভ্রান্ত নেতৃস্থানীয় লোকেরা নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালামকে বলিল, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, কোন বুদ্ধিমান সম্ভ্রান্ত লোকই তোমার অনুসরণ করে না। আমাদের মধ্যেকার কেবলমাত্র ইতর নির্বোধ লোকেরাই তোমাকে আল্লাহের রাসূল বলিয়া স্বীকার করে। আরো আমরা লক্ষ্য করিতেছি যে, তুমি আমাদের অপেক্ষা কোনক্রমেই শ্রেষ্ঠ নও। এমত অবস্থায় আমরা যাহারা বুদ্ধিমান ও সম্ভ্রান্ত তাহারা তোমাকে রাসূল বলিয়া স্বীকার করিতেই পারি না। বরং আমরা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।" ইহার জওাবে তিনি বলেন, "হে আমার জাতি, বল তো, আমার রাব্বের নিকট হইতে আমার নিকট আগত যুক্তি-প্রমাণের উপর আমি যদি প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং আমার রাব্ব যদি স্বেচ্ছায় দয়া করিয়া আমাকে তাঁহার রাসূল মনোনীত করিয়া থাকেন—আর তাহা যদি তোমাদের বোধগম্য না হয় তবে তোমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা কি উহা তোমাদের উপর যবরদস্তি চাপাইয়া দিতে পারি? কখনই পারি না। আর আমার অনুসরণকারীদের সম্পর্কে তোমরা যে মন্তব্য করিলে তাহার জওাবে আমি বলি যে, তাহারা কি করে বা না করে সে সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নাই। তাহা একমাত্র আমার রাব্বই জানেন। তিনিই তাহাদের কর্মাকর্মের হিসাব লইবেন। তোমাদের কথায় আমি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারি না। তাহাদের কর্মাকর্মের বিচারের জন্য তাহাদিগকে তাহাদের রাব্বের সম্মুখীন হইতে হইবে। বাস্তবিকই আমি তোমাদিগকে অর্বাচীন পাইতেছি। আর হে আমার কাওম, আমি যদি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিই তবে বল তো আল্লাহের শাস্তি হইতে আমাকে রক্ষা করিবে কে? তোমরা ইহা ভাবিয়া দেখিতেছ না কেন? দেখ আমি কখনও বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহের ধনভাণ্ডার রহিয়াছে এবং উহার লোভে গরীবেরা আমাকে রাসূল বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। আমি কখনও বলি না যে, আমি 'গাইব' জানি। কাজেই যে মুসলিমদিগকে তোমাদের চোখে হীন দেখায় তাহাদিগকে আল্লাহ কখনই মঙ্গল দান করিবেন না—এমন কথাও আমি বলিতে পারি না। আল্লাহ তাহাদের অন্তরের কথা জানেন।

নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালাম তাহার কাওমকে আরও বহু উপদেশ দেন। তিনি তাহাদিগকে নিজেদের প্রতি ও বিশ্ব জগতের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন, "দেখ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়া অবশেষে মানুষরূপে তোমাদিগকে জগতে প্রকাশ করেন। তিনিই সাতটি উর্ধ জগত সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে সূর্য-চন্দ্র প্রদীপমালা স্থাপিত করেন। তিনিই ভূ-পৃষ্ঠকে তোমাদের বাসের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করেন এবং তোমাদের চলাচলের সুবিধার জন্য উহাতে প্রশস্ত প্রশস্ত পথের ব্যবস্থা করেন। তারপর তিনিই তোমাদিগকে এই ভূমি হইতে উদ্ভূত করেন, এই ভূমিতেই ফিরাইয়া আনেন এবং পরে এই ভূমি হইতেই উত্থিত করিবেন। এমত অবস্থায় তোমরা তাঁহার সম্বন্ধে কেন আশা কর না যে, তিনি পরকালেও তোমাদিগকে পুরস্কার ও শাস্তি দিবার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন!"

কথিত আছে যে, নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালামের যামানায় এক সময়ে ৪০ বৎসর ধরিয়া বৃষ্টি বর্ষণ, সন্তানাদি প্রজনন, ফল ও শস্যাদির উৎপাদন বন্ধ থাকে এবং নদী শুকাইয়া যায়। তখন দলপতিরা নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালামের নিকট গিয়া উহার প্রতিবিধান ব্যবস্থা জানিতে চাহিলে তিনি বলেন, "তোমরা নিজেদের পাপ ও অপরাধের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তোমরা যদি তোমাদের অপরাধের ক্ষমার জন্য তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নিকট প্রার্থনা কর তাহা হইলে তিনি আকাশ হইতে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন, তোমাদিগকে পুত্র পৌত্রাদি ও নানা প্রকার সম্পদ দিয়া সমৃদ্ধ করিবেন ; তোমাদের বাগানে ফল ও ক্ষেতে শস্য দিবেন এবং তোমাদের নদীগুলি পুনঃ প্রবাহিত করিবেন।"

নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালাম ৯৫০ (সাড়ে নয় শত) বৎসর ধরিয়া নিজ জাতির মধ্যে বাস করিয়া নানা ভাবে তাহাদিগকে বুঝাইতে থাকেন ; কিন্তু সামান্য কয়েক জন লোক ছাড়া কেহই তাঁহাকে আল্লাহের সংবাদবাহক রাসূল বলিয়া মানিল না। তিনি তাহাদিগকে চুপিচুপি ও প্রকাশ্য সভায় দিন রাত আহ্বান জানাইতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার কথা যাহাতে কানে না যায় সেই উদ্দেশ্যে তাহারা তাহাদের কানে আঙ্গুল ঢুকাইয়া রাখিত, এমন কি তাঁহার চেহারা যাহাতে দেখা না যায় সেই উদ্দেশ্যে কাপড়ের পর্দার আড়াল করিয়া লইত। তাঁহার জাতির নেতারা নিজেরা দেবদেবীর পূজা অর্চনা করিতে থাকিল এবং সকল লোককে দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করিতে উদ্বুদ্ধ করিতে থাকিল ; নিজেরা পথভ্রষ্ট হইল এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করিল। এমন কি নূহ আলাইহিস সলাতু অস্সালামের স্ত্রী এবং কান্'আন নামীয় তাঁহার পুত্রটি পর্যন্ত ঈমান আনিল না।

তারপর নূহ আলাইহিস্ সালাতু অস্সালামের জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা কঠিন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। তাহারা তাঁহাকে পৃথিবী হইতে সরাইবার সংকল্প করিল। তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "হে আমার কাওম, তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থান এবং আল্লাহের নিদর্শনসমূহ যোগে তোমাদিগকে আমার উপদেশ দান যদি তোমাদের পক্ষে অসহনীয় হইয়া থাকে তবে তোমরা তোমাদের শরীকদিগকে একত্রিত করিয়া তোমাদের অভিসন্ধি স্থির করিয়া লও এবং উহা এমন প্রকাশ করিয়া ফেল যেন উহা কাহারও অজানা না থাকে। তারপর তোমরা সকলে আমার প্রতি ধাওয়া কর এবং আমাকে কোন অবকাশ না দিয়া যাহা করিতে সংকল্প কর তাহা সমাধা করিয়া ফেল।" তাহাতে তাহারা নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালামকে শাসাইল এবং বলিল, "হে নূহ, তুমি যদি তোমার প্রচার হইতে ক্ষান্ত না হও তবে তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হইবে। তুমি আমাদের সহিত বহু বাদানুবাদ ও বাকবিতণ্ডা করিয়াছ। আমরা তোমার সহিত আর তর্ক করিতে চাহি না। তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে এত দিন ধরিয়া আমাদিগকে যে শাস্তির ভয় দেখাইয়া আসিতেছ তাহা আনিয়া ফেল।" তখন তিনি বলিলেন, "আল্লাহ যদি তোমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে ইচ্ছা করে তবে আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিলেও আমার উপদেশ তোমাদের কোনই উপকার করিতে পারিবে না"

তারপর নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সাল্লাম আল্লাহের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করেন— "হে আমার রাব্ব, আমার কাওমের লোকেরা আমাকে অবিশ্বাস করিল। এখন তুমি আমাকে তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। হে আমার রাব্ব, আমার কাওম আমার কথা মিথ্যা মনে করিল। অতএব, আমার ও

www.ahlehadeethbd.org

তাহাদের মধ্যে চরম মীমাংসা করিয়া দাও। হে আমার রাব্ব, তুমি পৃথিবীর বুকে কাফির-দের মধ্য হইতে একজনকেও ধ্বংস না করিয়া ছাড়িও না। (১) হে আমার রাব্ব, আমাকে, আমার পিতামাতাকে, আমার গৃহে যে কেহ মুমিন অবস্থায় প্রবেশ করে তাহাকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিনা স্ত্রীলোকদিগকে ক্ষমা কর।"

নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালামের এই দু'আ করার পরে আল্লাহ তা'আলা অহঈ যোগে তাঁহাকে বলিলেন, "হে নূহ, তোমার জাতির মধ্যে যাহারা মুমিন হইবার ছিল তাহারা সকলেই ঈমান আনিয়াছে—তাহাদের আর কেহ কিছুতেই ঈমান আনিবে না। কাজেই তাহারা যাহা করিতেছে তজ্জন্য দুঃখিত হইও না। এখন তুমি আমাদের চোখের সামনে ও আমাদের নির্দেশ মতে নৌকা নির্মাণ কর। অনন্তর তাহাদের ধ্বংসের জন্য আমার আদেশ যখন আসিবে এবং তাহার আলামত স্বরূপ তন্দুর যখন উচ্ছলিত হইয়া উঠিবে তখন তুমি প্রত্যেক প্রকার জীবমন্ত হইতে একটি নর ও একটি মাদীর জোড়া এবং লোকদের মধ্যে যাহাদের সম্বন্ধে ধ্বংসবাণী চূড়ান্ত হইয়াছে তাহারা ছাড়া তোমার আপন লোক জনকে ঐ নৌকায় তুলিয়া লইও। কিন্তু যাহারা অন্যায় আচরণ করিয়াছে তাহাদের রক্ষা ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলিও না, কেননা তাহারা নিশ্চিত ভাবে নিমজ্জিত হইবে। অনন্তর তুমি ও তোমার সঙ্গের লোকেরা যখন নৌকায় উঠিয়া সারিবে তখন তুমি বলিও : আল্লাহের প্রশংসা। তিনি আমাদিগকে অন্যায় আচরণ-কারী লোকদের হইতে উদ্ধার করিলেন। আরও বলিও : হে আমার রাব্ব, তুমি তামার অবতরণকে মুবারক ও সমৃদ্ধিময় অবতরণ করিও; কেননা তুমিই তো শ্রেষ্ঠ অবতারণ-কারী।"

এই নির্দেশ পাইয়া নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালাম নৌকা নির্মাণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার কাওমের সম্ভ্রান্ত লোকেরা যখনই তাঁহার নিকট আসিত তখনই তাহারা নৌকা নির্মাণ ব্যাপার লইয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত। তাহাতে তিনি বলিতেন, "তোমরা যদি এখন আমাদের ব্যাপার লইয়া ঠাট্টা তামাশা কর তাহা হইলে এখন তোমরা আমাকে যেমন ঠাট্টা তামাশা করিতেছ সেইরূপ আমরাও এক দিন তোমাদের ব্যাপার লইয়া ঠাট্টা তামাশা করিব। অনতিবিলম্বেই তোমরা ধ্রুব জানিবে যে, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে কোন্ দলের প্রতি শাস্তি আসিয়া তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবে এবং কাহাদের প্রতি স্থায়ী শাস্তি নামিয়া আসিবে।"

অনন্তর আল্লাহের শাস্তির হুকম যখন হইল এবং তন্দুর উচ্ছলিত হইল তখন নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালাম আল্লাহের নির্দেশক্রমে প্রত্যেক প্রকার জীবজন্ত হইতে এক এক জোড়া, তাঁহার আপন জনের মধ্যে যাহাদের জন্য শাস্তি অবধারিত হইয়াছিল তাহারা ছাড়া আর সকল আপন জনকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাঁহাদিগকে ঐ নৌকায় তুলিয়া লইলেন। বস্তুতঃ প্রকৃতপক্ষে খুব অল্প লোকই ঈমান আনিয়াছিল। নূহের

(১) এই দু'আটিতে নূহ আলাইহিস সলাতু অসসালাম অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিয়া বসিয়া-ছিলেন। ইহার জন্য তিনি কিয়ামাতে পংকিত থাকিবেন।—লেখক

www.ahlehadeethbd.org

পরিবারের লোকদের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার পুত্র কান্'আন বাদে আর সকলেই নৌকায় উঠিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী ও ঐ পুত্রটি নৌকায় উঠিতে অস্বীকার করে। ফলে, তাহারা ঐ বন্যায় ডুবিয়া মারা যায়। নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালাম তাঁহার মুমিন অনুসারী-দিগকে বলিলেন, "তোমরা নৌকায় আরোহণ করিবার সময় বল: বিস্মিল্লাহ মাজ্রেহা ও মুর্সালাহা, ইন্না রাব্বি লাগাফুরুর রাহীম অর্থাৎ এই নৌকার গতি ও স্থিতি উভয়ই আল্লাহের নামের সহিত বিজড়িত। নিশ্চয় আমার রাব্ব্ অত্যন্ত ক্ষমাকারী, বড় দাতা।" সকলে নৌকায় উঠিবার সময় উহা বলিল।

নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালাম, তাঁহার লোক জন ও জীব জন্তু নৌকায় উঠি-বার পূর্বেই মাটির নীচে হইতে পানি উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তারপর নৌকায় উঠিবার পরে আকাশ হইতে বর্ষণও আরম্ভ হইল। ফলে, পৃথিবীতে বন্যা আরম্ভ হইল। কথিত আছে যে, চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি ধরিয়া মাটির নীচে হইতে পানি উঠিয়াছিল ও আকাশ হইতে বর্ষণ হইয়াছিল। ঐ বন্যায় সর্বোচ্চ পর্বতের সর্বোচ্চ বৃক্ষও ডুবিয়া গিয়াছিল।

অনন্তর ঐ নৌকাটি মুমিনদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া পাহাড় পর্বতের মত উঁচু উঁচু তরঙ্গের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। কথিত আছে যে; নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালাম 'বিস্মিল্লাহ' বলিলে নৌকাটি থামিত এবং আবার 'বিস্মিল্লাহ' বলিলে নৌকাটি চলিত।

নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালামের পুত্র কান্'আন পিতাকে ছাড়িয়া এক প্রান্তে সরিয়া রহিল। তাহাতে তিনি বলিলেন, "হে আমার প্রিয় পুত্র, আমাদের সহিত নৌকায় আরোহণ কর—অবিশ্বাসী কাফিরদের সহিত থাকিও না।" উত্তরে সে বলিল, "শীঘ্রই আমি কোন এক পাহাড়ে আশ্রয় লইব! উহা আমাকে পানি হইতে রক্ষা করিবে।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "আল্লাহের দয়া ছাড়া আজ আল্লাহের এই শাস্তি হইতে কোনই রক্ষাকারী নাই।" অতঃপর একটি বিশাল তরঙ্গ পিতা-পুত্রের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিল। ফলে পুত্র কান্'আন বন্যায় ডুবিয়া মরিল।

তারপর চল্লিশ দিন পরে আল্লাহ তা'আলার হুকুমে মাটির নীচে হইতে পানি উঠা ও আকাশের বর্ষণ থামিল। তারপর বন্যার পানি কমিতে শুরু হইল এবং নৌকায় আরোহণের দিবস হইতে ছয় মাস পরে নৌকাটি সিরীয়া ও মাওসিলের নিকটস্থ (মতান্তরে 'আমুল' অঞ্চলে অবস্থিত) 'জুদীই' নামক পর্বতে গিয়া ভিড়িল। কথিত আছে যে, নূহ আলাইহিস সলাতু অস্সালাম ১০ই রাজাব নৌকায় আরোহণ করেন ও ১০ই মুহার্রাম নৌকা হইতে অবতরণ করেন এবং শুক্রীয়াহ স্বরূপ ঐ তারীখে সিয়াম পালন করেন। তদবধি ১০ই মুহার্রাম তারীখে সিয়াম পালন করা সুন্নাহ হইয়া আসিয়াছে।

এই প্রসংগে নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্সালাম অল্লাহের নিকট একটি নিবেদন পেশ করেন। বিবরণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্-সালামকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি নূহের

www.ahlehadeethbd.org

'আহ্‌ল্‌কে' প্লাবন হইতে রক্ষা করিবেন। উহাকে ভিত্তি করিয়া নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্‌সালাম তাঁহার পুত্র কান্‌আনের কথা উঠান। তিনি বলেন, "হে আমার রাব্ব ইহা নিশ্চিত যে, আমার পুত্র আমার 'আহ্‌ল্' এর অন্তর্ভুক্ত এবং ইহাও সত্য যে, আপনার ওয়াদা অটল ও অব্যর্থ।" নূহ আলাইহিস সলাতু অস্‌সালাম এই কথা বলিয়া তঁহার ঐ পুত্রটিকে ধ্বংস হইতে রক্ষার নিবেদন জানান। নূহ 'আহ্‌ল্' শব্দের তাৎপর্য 'বংশধর' মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'আহ্‌ল্' শব্দের অর্থ হইতেছে 'আপন জন'। কতকটা এই বিভ্রান্তির জন্য এবং কতকটা পুত্র বাৎসল্যের প্রভাবে নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্‌সালাম এই দু'আটি করিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার এই ভুল ভাংগিয়া দিয়া তাঁহাকে জানান যে, অবিশ্বাসী কাফির কখনও কোন মুমিনের 'আহ্‌ল্' নয়—হইতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, "হে নূহ, ইহা নিশ্চিত যে, সে তোমার 'আহলের' অন্তর্ভুক্ত নয়। সে মাথা হইতে পা পর্যন্ত দুষ্কৃতিই দুষ্কৃতি। অতএব যাহা সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নাই তাহা তুমি যেন আমার নিকট চাহিও না। আমি তোমাকে সতর্ক করিতেছি, তুমি যেন অজ্ঞদের দলভুক্ত না হও।" তাহাতে নূহ আলাইহিস্ সলাতু অস্‌সালাম বলিলেন, "হে আমার রাব্ব, আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়া বলিতেছি যে, যাহা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নাই তাহা যেন তোমার নিকট আর না চাহি; আর তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমার প্রতি দয়া না কর তাহা হইলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হইয়া পড়িব।"

উক্ত প্লাবনের ফলে যাবতীয় অবিশ্বাসী কাফির পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল এবং প্রত্যেকটি মুমিন রক্ষা পাইল। প্লাবন শেষে আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে নূহ আলাইহিস সলাতু অস্‌সালামকে বলা হইয়াছিল, "হে নূহ, তোমার প্রতি এবং তোমার সহিত যাহারা আছে তাহাদের বংশধরদের প্রতি নানা প্রকার সমৃদ্ধি সহকারে তুমি ও তাহারা নিরাপদে অবতরণ কর। তবে কতকগুলি জাতি এমন হইবে যে, তাহারা কিছুকাল পার্থিক সম্পদ ভোগ করিবার পরে তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায় শাস্তি দেওয়া হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(৩৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

حيس : হাইস নামক হালওয়া। খুরমা ও ঘি এর সহিত পনীর অথবা রুটির টুকরা অথবা ছাতু একত্র চটকাইয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলে যে হালওয়াবিশেষ প্রস্তুত হয় তাহাকে 'হাইস' বলা হয়।

قال انا انى اصبحت صائما قالت ثم اكل : তিনি বলেন, "দেখো, আমি তো রোযাদার অবস্থায় সকাল করিয়াছিলাম।" আয়িশাহ বলেন, "এই কথা বলিবার পরে তিনি উহা খাইলেন।"

আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন, এক দিনের ব্যাপার এই যে, কিছু বেলা হইলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদের নিকট আসিয়া খাবারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহাকে বলি, "আজ, আমাদের নিকট হাইস হাল্‌ওয়া হাদ্‌য়াহ আসিয়াছে।" তখন তিনি বলেন, "আমি তো আজ নাফ্‌ল সিয়ামের নীয়াত করিয়াছিলাম। আয়িশাহ রাঃ বলেন; এই কথা বলিয়া তিনি উহা খাইলেন।

এই হাদীস হইতে প্রতীয়মান হয় যে, নাফ্‌ল সিয়ামের নীয়াত করিবার পরে কিছু বেলা হইলে ঐ সিয়াম ভঙ্গ করা জায়িয। ইহতে কোন গুনাহ হয় না। এই মর্মে স্পষ্ট হাদীসও পাওয়া যায়। উম্মু হানি' বর্ণনা করেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "নাফ্‌ল্ সিয়াম পালনকারী নিজ নাফ্‌লের আমীর বা কর্তা; সে ইচ্ছা করিলে সিয়াম পূর্ণ করিতেও পারে, আর ইচ্ছা করিলে সে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেও পারে।"—তিরমিযী (তুহ্‌ফাহ : ২।৫০)।

'সূর্যোদয়ের পরে কতক্ষণ পর্যন্ত নফ্‌ল সিয়াম ভাঙ্গা জায়িয হইবে' সেই সম্পর্কে আলিমগণ বলেন যে, সুব্‌হ সাদিক হইতে সূর্যাস্ত পূর্যন্ত সময়ের প্রথম অর্ধেক পর্যন্ত নাফ্‌ল সিয়াম ভাঙ্গা যাইতে পারে। উহার পরে ভাঙ্গিলে গুনাহগার হইবে।

একটি প্রশ্ন ও তাহার জওাব—নাফ্‌ল সিয়াম ভাঙ্গা হইলে ঐ ভাঙ্গা নাফ্‌ল সিয়ামের পরিবর্তে অন্য এক দিন কি সিয়াম পালন করিতে হইবে? জওাব—এক দল আলিম বলেন যে, উহার জন্য অন্য দিন সিয়াম পালন করিতে হইবে না। তাঁহাদের অভিমত এই যে, নাফ্‌ল ইবাদাত আরম্ভ করিবার পরে উহা পূর্ণ না করিয়া, মাঝেই যদি উহা নষ্ট করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে ঐ নাফ্‌ল ইবাদাতের কাযা করিতে হইবে না। প্রমাণে তাঁহারা উম্মু হানি' বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উল্লিখিত উক্তিটি পেশ করেন এবং ঐ উম্মু হানি' বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অপর একটি উক্তি পেশ করেন। ঘটনাটি আদ্যোপান্ত এইরূপ,

উম্মু হানি' বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ আলাইহি অসাল্লামের নিকট বসিয়া ছিলাম। তখন কিছু পানীয় আনা হইলে তিনি উহা হইতে কিছু পান করেন। তারপর তিনি উহা আমাকে দিলে আমি উহা হইতে কিছু পান করি। অতঃপর আমি বলি, "আমি তো গুনাহ করিয়া বসিলাম। অতএব আপনি আমার জন্য আল্লাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" তিনি বলিলেন, 'ব্যাপারটি কি?' উম্মু হানি' বলিলেন, "আমি সিয়াম অবস্থায় ছিলাম এখন যে সিয়াম ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম।" তিনি বলিলেন, "তুমি কি কাযা সিয়াম রাখিয়াছিলে?" উম্মু হানি' বলিলেন, "না।" তিনি বলিলেন, "তবে উহা তোমার কোন ক্ষতি করিবে না।"—তিরমিযী (তুহফাহ : ২।৪৯)।

তারপর আল্লাহের আদেশ—'আর তোমরা তোমাদের আমালগুলিকে নিষ্ফল ও বরবাদ করিয়া দিও না'—(সূরাহ ৪৭ মুহাম্মদ : ৩৩) এই আদেশের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তাঁহারা বলেন যে, উহা ফারয্‌ আমালের প্রতি প্রযোজ্য; উহা নাফ্‌ল আমালের প্রতি প্রযোজ্য নহে।

অপর এক দল আলিম বলেন যে, নাফ্‌ল সিয়াম আরম্ভ করিয়া উহা সম্পূর্ণ না করিয়া মাঝে নষ্ট করিয়া ফেলিলে উহার পরিবর্তে অপর কোন দিন সিয়াম পালন করিতে হইবে। তাঁহাদের অভিমত এই যে, যে কোন নাফ্‌ল ইবাদাত একবার আরম্ভ করিয়া উহা পূর্ণ না করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিলে তাহার কাযা অবশ্যই করিতে হইবে। তাঁহারা বলেন যে, আল্লাহের উল্লিখিত আদেশটি ব্যাপক বিধায় উহা সকল প্রকার আমলের প্রতি প্রযোজ্য। কাজেই নাফ্‌ল আমালও

www.ahlehadeethbd.org

(১৮৪—৩৩) حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الاسلمي عن يزيد بن أبي أمية الاعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام (عن عبد الله بن سلام) قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة ثم

(১৮৪-৩৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল্লাহ ইব্‌নু আবদুর রাহমান, তিনি বলেন, আমাদিগকে হাদীস শোনান 'উমার ইব্‌নু হাফ্‌স্ ইব্‌নু গিয়াস, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আমার পিতা, তিনি রিওায়াত করেন আস্‌লাম গোত্রীয় মুহাম্মদ ইব্‌নু আবূ য়াহ্‌য়া হইতে, তিনি য়াযীদ ইব্‌নু আবূ উমাইয়াহ আল্‌আ'ওার হইতে, তিনি য়ূসুফ ইব্‌নু আবদুল্লাহ ইব্‌নু সালাম হইতে (তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌নু সালাম হইতে), তিনি বলেন আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়াছি যে, তিনি যবের রুটির একটি টুকরা লইয়া উহার উপর একটি খর্মা রাখিলেন। তারপর তিনি বলিলেন,

উহার আওতায় পড়িবে। বিনষ্ট নাফ্‌ল সিয়াম কাযা করা সম্পর্কে তাঁহাদের হাদীসী দলীল হইতেছে আইশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত একটি হাদীস। হাদীসটি এই

আ'ইশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেন, একদা আমি ও হাফ্‌সাহ উভয়েই নাফল সিয়াম রাখিয়াছিলাম। অনন্তর আমাদের সামনে কোন এক প্রকার খাদ্য পেশ করা হইলে উহা খাইবার জন্য আমাদের প্রবল ইচ্ছা হয়। তখন আমরা উহা হইতে কিছু খাইয়া ফেলি। তারপর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বাড়ী আসিলে হাফ্‌সাহ আমার বলার আগেই বলিয়া উঠিল, "আল্লাহের রাসূল, আমরা দুইজন সিয়াম রাখিয়াছিলাম। অনন্তর আমাদের সামনে কিছু খাদ্য আনা হইলে উহা খাইবার জন্য আমাদের প্রবল ইচ্ছা হয়। ফলে আমরা উহা হইতে কিছু খাইয়া ফেলিয়াছি।" তিনি বলিলেন, "ঐ দিনের স্থলে অপর একদিন সিয়াম করিও।"

মীমাংসা—হাদীসগুলির প্রতি গভীর অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে উম্মু হানি' বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উক্তি দুইটিতে ভাঙ্গা নাফল সিয়াম কাযা না করার কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, উক্তি দুইটি হইতে কেবলমাত্র ইহাই বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি নাফল সিয়াম আরম্ভ করে তাহার পক্ষে ঐ সিয়াম পূর্ণ করিবার অথবা উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। আরব্ধ নাফল সিয়াম যদি সে পূর্ণ করে তবে ভাল কথা, আর সে যদি তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে তাহাতে তাহার কোন গুনাহ হইবে না। 'আমীরু নাফ্‌সিহী' (নিজ নাফ্‌সের কর্তা) ও 'লা য়াযুরুকা' (তোমার কোন ক্ষতি করিবে না) উক্তি দ্বারা ইহার বেশী আর কিছুই বুঝায় না। ঐ উক্তির মধ্যে উল্লিখিত সিয়াম কাযা করা বা কাযা না করার কোনই সংশ্রব নাই।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

قال : هذه ادام هذه فاكل •

(١٨٥—٣٤) حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه

"ইহা হইতেছে ইহার সালন (অর্থাৎ খুরমা হইতেছে রুটির সালন)।" এই বলিয়া তিনি উহা খাইলেন।

(১৮৫—৩৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান আব্দুল্লাহ ইব্‌নু আবদুর্ রাহমান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান সা'ঈদ ইব্‌নু সুলাইমান, তিনি রিওয়ায়াত করেন 'অব্বাদ ইব্‌ আল্‌-আওওাম হইতে, তিনি হুমাইদ হইতে, তিনি আনাস ইব্‌নু মালিক হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে খাদ্যের 'সুফল্‌' (তলানি) খাইতে ভাল লাগিত। ইমাম

পক্ষান্তরে আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বর্ণিত হাদীসটিতে ঐ সিয়াম কাযা করার জন্য রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের স্পষ্ট আদেশ পাওয়া যায়। কাজেই হাদীসদৃষ্টে আমাদের অভিমত এই যে, আরব্ধ নাফল সিয়াম ভঙ্গ করিলে অন্য দিনে উহার কাযা করিতে হইবে।

(১৮৪—৩৩) এই হাদীসটি সুনান আবুদাউদ : ২।১৮০ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

عن يوسف بن عبد الله بن سلام : য়ুসুফ ইব্‌নু আবদুল্লাহ ইব্‌নু সালাম হইতে। এই বর্ণনামতে য়ুসুফ ইব্‌নু আবদুল্লাহ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়াছি যে, তিনি যবের রুটির একটি টুকরা লইয়া...... ।

একটি বিশুদ্ধ প্রতিলিপিতে عن يوسف بن عبد الله بن سلام এর পরে عن عبد الله بن سلام বেশী রহিয়াছে। এই বর্ণনামতে অর্থ হইবে, আবদুল্লাহ ইব্‌নু সালাম বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দেখিয়াছি যে, তিনি যবের রুটির একটি টুকরা লইয়া...... ।

যেহেতু য়ুসুফ ও আবদুল্লাহ পুত্র ও পিতা উভয়েই সাহাবী ছিলেন কাজেই উভয় বিবরণকে শুদ্ধ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই য়ুসুফ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের যামানাতে পয়দা হন। অনন্তর তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট লইয়া যাওয়া হয় এবং তাঁহার কোলে বসানো হয়। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার মাথায় হাত ফিরান এবং তাঁহার নাম রাখেন 'য়ুসুফ'।

কেহ কেহ বলেন যে, এই য়ুসুফ প্রত্যক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে কোন হাদীস রিওয়ায়াত করেন নাই। কিন্তু বিশুদ্ধ মত এই যে, য়ুসুফের সরাসরি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হইতে তিনটি হাদীস রিওয়ায়াত করার সন্ধান পাওয়া যায়।

هذه ادام هذه : অর্থাৎ এই খুরমা হইতেছে এই যবের রুটির সালন।

www.ahlehadeethbd.org

وسلم كان يعجبه الثفل. قال معمر الله: يعني ما بقي من الطعام.

তিরমিযীর শাইখ আবদুল্লাহ বলেন, 'সুফ্‌ল্' এর অর্থ লোকের খাদ্য গ্রহণের পরে যে খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকে তাহা।

ইমাম ইব্‌নুল্ কাইয়্যিম বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখনই একাধিক প্রকার খাদ্য এক সঙ্গে গ্রহণ করিতেন তখন তিনি সেই সব খাদ্যের গুণাগুণের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেন। তাই তিনি দুই ঠাণ্ডা, দুই গরম, দুই আর্দ্র, দুই শুষ্ক, দুই কোষ্ঠ-পরিষ্কারক বা দুই কোষ্ঠ কঠিনকারক খাদ্য এক সঙ্গে খাইতেন না। বরং তিনি এমন দুই খাদ্য একত্রে গ্রহণ করিতেন যাহা পরস্পরের দোষ নষ্ট করিয়া নির্দোষ খাদ্যে পরিণত হইত। এই নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই তিনি খুরমা যোগে যবের রুটি খাইতেন। যবের রুটি হইতেছে ঠাণ্ডা অথচ শুষ্ক আর খুরমা হইতেছে গরম অথচ আর্দ্র। তাই এই দুইটি খাদ্য পরস্পরের দোষ নাশ করিয়া নির্দোষ খাদ্যে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে ত্রিংশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, তিনি ক্ষিরা, শশা, খরবুয প্রভৃতি ফুটি জাতীয় ফল খাইবার সময় ঐগুলি খেজুরের সহিত খাইতেন। কোন কোন রিওয়ায়াতে ইহাও পাওয়া যায় যে, তিনি খেজুরের সহিত শশা খাইবার সময় বলিতেন, খেজুরের গরম শশার নষ্ট করে।

(১৮৫—৩৪) এই হাদীসটি ইমাম বাইহাকী তাঁহার শু'আবুল্ ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন—মিশকাত ঃ ৩৬৬

الثفل—'আসসিফ্‌ল্' ও 'আস্‌-সুফ্‌ল্' উভয়ই পড়া শুদ্ধ। ইহার অর্থ ডেকচির অথবা পাত্রের তলদেশে অবশিষ্ট খাদ্য। এই খাদ্য সবচেয়ে বেশী উত্তমরূপে পাক হইয়া থাকে বলিয়া ইহা সহজে হযম হয়। ইহা অত্যন্ত উপাদেয় এবং সুস্বাদুও হইয়া থাকে। ভাহা ছাড়া অহংকারী আভিজাত্যাভিমানী লোকে উহা খাইতে ঘৃণা করে। সম্ভবতঃ এই সব কারণে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম খাদ্যের তলানী খাইতে ভালবাসিতেন।

www.ahlehadeethbd.org

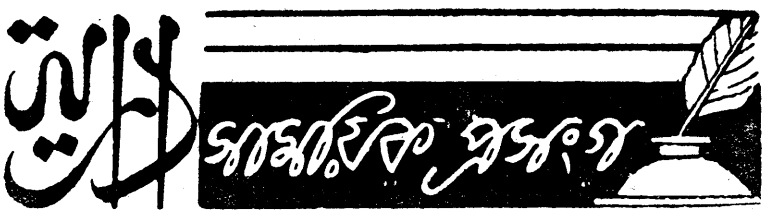

ইসলামে সিয়াম ও উহার তাৎপর্য

মানুষ কেবলমাত্র শরীর নয়। শরীর ও আত্মা, দেহ ও মন লইয়া মানুষ গঠিত। কাজেই তাহার জীবন ধারণের জন্য যেমন প্রয়োজন হয় শরীরের খোরাকের তেমনি সে আত্মার খোরাক গ্রহণ করিতে না পাইলে তাহার আত্মার মৃত্যু ঘটে। আত্মার মৃত্যু ঘটিলে শরীর-সর্বস্ব মানুষ আর মানুষ থাকে না। তখন সে হয় মানুষের শরীর রূপধারী একটি পশু। অপরাপর পশুর ন্যায় তখন সে তাহার পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি চরিতার্থ করিতেই মাশগুল হয়।

শরীরের প্রধান খোরাক হইতেছে শরীর রক্ষাকল্পে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ, শীতাতপ হইতে শরীরকে বাঁচাইবার জন্য পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান ও গৃহে অবস্থান এবং বংশরক্ষার জন্য যৌন ক্ষুধা নিবারণ। আর আত্মার খোরাক হইতেছে জড় পদার্থ ও জড় জগতের আবিলতা হইতে মনকে বিশুদ্ধ ও মুক্ত রাখিয়া মানব জীবন সফল করিয়া তোলা, মানব-জনমের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া সেই উদ্দেশ্য সাধনে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি। মানব-জনমের উদ্দেশ্য হইতেছে আল্লাহের অনুগত হওয়া ও তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'জিন্ন ও মানুষকে আমার দাসত্ব করার জন্যই আমি পয়দা করিয়াছি।'

এই সত্য উপলব্ধি করিয়া উহার বাস্তবায়নে প্রাণপাত করাই হইতেছে মানুষের আত্মার চাহিদা ও খোরাক।

পণ্ডিতেরা সকলেই স্বীকার করেন যে, শরীর ও আত্মা পরস্পরবিরোধী দুইটি স্বতন্ত্র সত্তা। ইহাদের একটির স্ফুরণে অপরটি ম্লান হইতে থাকে। আবার ইহাদের মধ্যে অবিরাম দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। তাহাদের প্রত্যেকেই অপরকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করায়ত্ব ও বশীভূত করিতে চেষ্টার ত্রুটী করে না। কাজেই শারীরিক তথা পাশবিক প্রবৃত্তি-গুলিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখিবার জন্য শারীরিক খোরাকগুলি কম করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয়। কিন্তু পাশবিক প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি তাহা করিতে প্রস্তুত নয়। এই কারণে প্রয়োজন হয় বহির্শক্তির। সেই বহির্শক্তি আল্লাহ তা'আলা এই উদ্দেশ্যেই সিয়াম পালনের বিধান জারী করেন। বস্তুতঃ সিয়াম পালনের ফলে মানুষের কুপ্রবৃত্তিগুলি মাথা চাড়া দিতে পারে না। তাই আল্লাহ ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন—'লা'আল্লা-কুম তাত্তাকূন' অর্থাৎ তোমরা যাহাতে অন্যায় হইতে রক্ষা পাও সেইজন্য তোমাদের উপর সিয়াম পালন ফরয করা হইয়াছে।

সিয়াম পালন মানুষকে পশুত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া মনুষ্যত্বের গণ্ডীর ভিতরে লইয়া আসে বলিয়া আদি কাল হইতে সকল যুগে সকল জাতির উপর সিয়াম পালনের বিধান দেওয়া হয়। খৃষ্টান বলুন আর য়াহুদীই বলুন, হিন্দুই বলুন আর জৈনই বলুন, সকল ধর্মেই স্বল্পাহার, উপবাস, রোজা বা সিয়াম পালনের বিধান রহিয়াছে। 'ওাল্লাযীনা মিন্ কাব্লিকুম' অর্থাৎ 'তোমাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহাদের উপরও সিয়াম ফরয করা হয়' বলিয়া আল্লাহ তা'আলা ইহাই বুঝাইয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলার উল্লিখিত বাণীটির আরো একটি তাৎপর্য এই যে, শরীরের পক্ষে কষ্টদায়ক অথবা শরীরের সুখ অপহারক কোন বিধান—তাহা পরিণামে যতই কল্যাণকর ও সুখদায়ক হউক না কেন—শরীর কিছুতেই বরদাশ্ত করিতে চাহে না, বিশেষতঃ ঐ বিধানটি যদি নূতন হয় তাহা হইলে উহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য মানব প্রকৃতি মোটেই রাযী হয় না। তাই আল্লাহ তা'আলা ওাল্ লাযীনা মিন্ কাব্লিকুম যোগে জানাইয়া দিলেন যে, সিয়াম পালনের বিধান কোন নূতন বিধান নয় এবং এই মহান ব্যবস্থার সুফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবারও প্রয়োজন নাই। এই মহৌষধটি আদি কাল হইতে পরীক্ষিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব নযীরসমূহের উপর ভরসা করিয়া এই ব্যবস্থাটি নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ফলে এই বাণীটি সিয়াম পালনে মানুষকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করিবার পক্ষে সহায়ক প্রমাণিত হয়।

পানাহার কম করিলেই যৌনক্ষুধা আপনা হইতে কমজোর হইয়া পড়ে। কাজেই প্রধানতঃ ও মূলতঃ পানাহার কাম'ইয়া ফেলাই হইতেছে সিয়াম পালনের প্রধান অঙ্গ। তারপর এই পানাহার দুই ভাবে কম করা যাইতে পারে।

www.ahlehadeethbd.org

(এক) খাদ্য ও পানীয়ের পরিমাণ ঠিক রাখিয়া দুই তিন বারের খাদ্যকে অল্পক্ষণ পর পর অল্প অল্প করিয়া ছয় সাত বারে গ্রহণ করা। যথা, দৈনিক মোট খোরাক যদি আট ছটাক হয় এবং উহা যদি সকালে দুই ছটাক, উহার সাত ঘণ্টা পরে তিন ছটাক, এবং তাহার সাত ঘণ্টা পরে তিন ছটাক মোটামুটি ভাবে অন্য দিন গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে ঐ খাদ্যকে সারা দিবসে তিন ঘণ্টা পর পর এক ছটাক/সওয়া ছটাক করিয়া খাওয়া হয়। (দুই) দুইবার খাদ্য গ্রহণের সময়ের অন্তর্বর্তী ব্যবধান কাল বৃদ্ধি করা। যথা, আহার গ্রহণের দুই প্রধান সময়ের অন্তর্বর্তী কাল বৃদ্ধি করিয়া ১০।১৫ ঘণ্টায় পরিণত করা। প্রথম অবস্থায় ক্ষুধার তাড়না, যাতনা ও তীব্রতা বিশেষ অনুভূত হয় না বলিয়া এবং অল্পক্ষণ ব্যবধানে পাকস্থলী শোধিত হইতে পারে না বলিয়াই সম্ভবতঃ ইসলামে সিয়াম পালনের জন্য ঐ ব্যবস্থাটি গ্রহণ করা হয় নাই। সিয়াম পালনের উদ্দেশ্য দ্বিতীয় অবস্থায় যথাসম্ভব সফল হয় বলিয়া দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি ইসলামে গ্রহণ করা হইয়াছে।

সিয়াম পালনে ধর্মের বিধান থাকায় এবং উহা কার্যতঃ এক মহা উপকারী ব্যবস্থা প্রতিপন্ন হওয়ায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ধর্মীয় ব্যাপার হিসাবে এবং বহু লোক ব্যক্তিগত ভাবে সিয়াম পালনে অতীতে বাড়াবাড়ি করিয়াছে এবং মুসলিমগণও বাড়াবাড়ি করিতে পারে—এই আশংকায় ইসলামে উহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই বাড়াবাড়ি অতীতে দুই ভাবে করা হইয়াছে। যথা, তাহারা একাদিক্রমে মাসের পর মাস সিয়াম পালন করিয়াছে অথবা দুই তিন দিন ধরিয়া মোটেই কোন খাদ্য গ্রহণ না করিয়া সিয়াম পালন করিয়াছে। এই উভয় প্রকারেই প্রাণনাশের আশংকা থাকে। তাই ইসলাম এই দুই প্রকার সিয়ামই পরিত্যাগ করিয়া মধ্য পথ অবলম্বন করিয়াছে। কুপ্রবৃত্তি দমন করিয়া অন্যায় হইতে বিরত থাকাই হইতেছে সিয়ামের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দুই এক দিনের সিয়াম বা দুই এক সপ্তাহের সিয়াম যথেষ্ট নয়। তাই ইসলামে বৎসরে এক মাস সিয়াম পালনের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। তারপর ইসলাম হইতেছে, ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পণ্ডিত মূর্খ সকল মানুষের ধর্ম। ইহা কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়বিশেষের ধর্ম নয়। ইসলামের এই সার্বজনীনতার পরিপ্রেক্ষিতে সিয়ামের জন্য চান্দ্র মাস নির্ধারিত হইয়াছে। ইহার জন্য কুর্‌আনে রামাযান মাস নির্দিষ্ট করা হইয়াছে

www.ahlehadeethbd.org

এবং হাদীসে বলা হইয়াছে 'তোমরা নব চাঁদ দেখিয়া সিয়াম আরম্ভ করিবে এবং নব চাঁদ দেখিয়া সিয়াম হইতে ক্ষান্ত হইবে। (সৌর মাস কেন গ্রহণ করা হয় নাই সেই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য তর্জুমানুল্-হাদীস দশম বর্ষ, ৫৬৬-৫৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

তারপর এই সিয়াম পালনে প্রাণনাশের আশংকা দূরীভূত করার জন্য শেষ রাত্রে আহার করিতে এবং ঐ খাদ্য গ্রহণ যথা সম্ভব সুব্হ সাদিকের অব্যবহিত পূর্বে সমাপ্ত করিতে শুধু অনুমতিই দেওয়া হয় নাই—বরং উৎসাহিত করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফ্তার করার জন্যও উৎসাহিত করা হইয়াছে। আনাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "তোমরা শেষ রাত্রে আহার গ্রহণ কর (সাহরী খাও), কেননা শেষ রাত্রের ঐ আহার গ্রহণে বারাকাত রহিয়াছে।—সাহীহ বুখারী ঃ২৫৭; সাহীহ মুসলিম ঃ ৩৫০ পৃষ্ঠা। সাহ্ল্ ইবনু সা'দ বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "তাঁহার উম্মাৎ যাবৎ সাহরী খাইতে সুব্হ সাদিকের অব্যবহিত পূর্ব সময় পর্যন্ত বিলম্ব করিবে এবং ইফ্তার করিতে সূর্যাস্তের পরে তাড়াতাড়ি করিবে তাবৎ তাহারা কল্যাণের উপর অধিষ্ঠিত থাকিবে।"—সাহীহ বুখারী ঃ ২৬৩, সাহীহ মুসলিম ঃ ৩৫০-৩৫১ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তে প্রাপ্ত স্বীকার, ১৯৬৯

ডিসেম্বর মাস

যিলা কুমিল্লা

আদায় মারফত মওঃ আবদুস সামাদ সাহেব

১। হাজী মোহাঃ সৈয়দুর রহমান সাং রাধানগর পোঃ মোহনপুর ফিৎরা ৩৲ ২। ডাঃ মোঃ সাহেব আলী মিঞা সাং তুলাগাঁও পোঃ চান্দিনা ফিৎরা ১৲ ৩। মুন্‌শী মোঃ আকবর আলী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ৪। মৌঃ মোঃ শওকত আলী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ৫। ছেছড়া সুকুনিয়া জামাত হইতে মোঃ আছগর আলী পোঃ মোহন পুর বাজার ফিৎরা ১১৲ ৬। মোঃ ইদ্রিস আলী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১'৫০ ৭। তুলাগাঁও জামাত হইতে মারফত মওঃ আবদুস সামাদ ফিৎরা ১৮৲ ৮। মোঃ আহমদ আলী, জাফরাবাদ ফিৎরা ২৲ ৯। মোঃ আলী নেওয়াজ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৩৲ ১০। আবদুর রাজ্জাক কোরপাই ফিতরা ২৲ ১১। মৌঃ মোঃ ইউনুস মিঞা কাকিয়ার চর পোঃ নিমসার ফিৎরা ২৲ ১২। আবদুল ওয়াহেদ ভূঞা কোরপাই ফিৎরা ৩'০৮ ১৩। আবদুর রহমান মাষ্টার কাকিয়ার চর ফিৎরা ৫৲ ১৪। সুফীয়া বেগম ঠিকানা ঐ ফিতরা ৩৲ ১৫। হাজী মোঃ চান মিঞা ঠিকানা ঐ ফিতরা ৫৲

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ সিরাকুল হক বি, এ, সাহেব সাং রাধানগর হোমনা

১৬। মৌঃ মোঃ সিরাজুল হক সাং রাধানগর হোমনা ফিতরা ২৲ ১৭। মুন্‌শী মোঃ সৈয়দ আলী ঠিকানা ঐ ফিতরা ২৲ ১৮। আবদুস সামাদ ঠিকানা ঐ ফিতরা ২৲ ১৯। মোঃ সাদেক আলী রাধানগর ফিতরা ১৲ ২০। ডাঃ মোঃ শামছুল হক ঠিকানা ঐ ফিতরা ১৲ ২১। মোঃ শাহ আলম ঠিকানা ঐ ফিতরা ১৲ ২২। মোঃ আনছার আলী ঠিকানা ঐ ফিতরা ১৲ ২৩। মোঃ নবেব আলী ঠিকানা ঐ ফিতরা ১৲ ২৪। মোঃ আঃ জলিল ঠিকানা ঐ ফিতরা ১৲ ২৫। আবদুল করিম রাধানগর ফিতরা ২৬। মোঃ শামসু মিঞা ঠিকানা ঐ ফিতরা ১৲ ২৭। মোহাঃ ইব্রাহিম প্রধান ঠিকানা ঐ ফিতরা ১৲ ২৮। মোহাঃ মিন্নত আলী ঠিকানা ঐ ফিতরা ১৲ ২৯। মোহাঃ বিলাল মিঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ৩০। মোহাঃ নান্নু মিঞা প্রধান ঠিকানা ঐ ফিতরা ১৲ ৩১। আবদুল কাদের মিঞা ঠিকানা ঐ ফিতরা ১৲ ৩২। মোহাঃ আসমত আলী ঠিকানা ঐ ফিতরা ১৲ ৩৩। মোহাঃ বেদন মিঞা ঠিকানা ঐ ফিতরা ১৲ ৩৪। মোহাঃ সাবিত আলী ঠিকানা ঐ ফিতরা ১৲ ৩৫। মোহাঃ আরব আলী ঠিকানা ঐ ফিতরা ১৲ ৩৬। মৌঃ মোহাঃ মনিরউদ্দিন সাং রাধানগর ফিতরা ১৲ ৩৭। মোহাঃ মুফিজউদ্দিন ভূঞা ঠিকানা ঐ ফিতরা ১৲ ৩৮। মোহাঃ কোবদ আলী রাধানগর পোঃ হোমনা ১৲ ৩৯। মোহাঃ বাবর আলী ঠিকানা ঐ ফিতরা ১৲

মণি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

৪০। মোহাঃ জাবেদ আলী ঠিকানা ঐ ফিতরা ১৲ ৪১। মোহাঃ মুমতাজ উদ্দীন মিঞা ঠিকানা ঐ ফিতরা ১৲ ৪২। ডাঃ আবদুর রশিদ ঠিকানা ঐ ফিতরা ১৲ ৪৩। মৌঃ আবদুর রহমান, রাধানগর হোমনা ফিতরা ২৲ ৪৪। বাকর পুর শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস পোঃ পশ্চিম চর কৃষ্ণপুর ফিতরা ৫৲

যিলা বরিশাল

আদায় মারফত মাষ্টার মনসুর আহমাদ মল্লিক সাং মাদারসী পোঃ ধামশর

১। মোহাঃ ইব্রাহিম মল্লিক মুসলিম জুয়েলারী হাউস যাকাত ১০৲ ২। মোহাঃ আফতাব আলী মল্লিক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দি, মুসলিম জুয়েলার্স সদর রোড যাকাত ১০৲ ৩। ৪। মোহাঃ মহীউর রহমান দি, মুসলিম জুয়েলার্স যাকাত ৫৲ ৪। মোহাঃ শহিদুল ইসলাম হোসেনভিলা ফিতরা ২৲ ৫। শেখ মনছুর আলী মোল্লা ইসলামিয়া জুয়েলার্স যাকাত ১০৲ ৬। আবদুল হালীম মল্লিক সাং মাদ্‌রাসা, ধামসর যাকাত ৫৲ ৭। মুবারক আলী মল্লিক ঠিকানা ঐ কুরবানী ৩৲ ৮। মনছুর আহমাদ মল্লিক আদায় কারী নিজ ফিতরা ৪৲ ৯। মোহাঃ মাজেদ আলী মল্লিক ঠিকানা ঐ ফিতরা ১৲ ১০। মোহাঃ কাছেম আলী মল্লিক ঠিকানা ঐ ফিতরা ১৲

যিলা খুলনা

দফতরে ও মণিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। ডাঃ মুমতাজুর রহমান ডিপুটি ডাইরেকটর অব হেলথ খুলনা ডিভিশন যাকাত ২০৲ ২। মোহাঃ সমির আলম কন্ট্রোলার পী, টি, য়্যান্ড, টি, খুলনা ফিতরা ৫৲ ৩। হাজী মোহাঃ বাছের শেখ সাং কামার গ্রাম পোঃ মোল্লাহাট ফিতরা ৫৲ ৪। মৌঃ হাসমত আলী মোল্লা ইমাম কুলিয়া আহলে হাদীস মসজিদ পোঃ চর কুলিয়া ফিৎরা ৫৲

যিলা ফরিদ পুর

১। আলহাজ মৌঃ মোহাঃ লুৎফর রহমান সাং বহালতলি পোঃ কে, ডি, গোপাল পুর ফিতরা ১৭'৭০

করাচী

১। আলহাজ মৌঃ মোহাম্মদ জমশেদ হোসেন ৫১/৫, ই, জ্যাকব লাইন ফিতরা ১০৲

যিলা ঢাকা—১৯৭০

জানুয়ারী মাস

দফতরে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। আলহাজ মোহাঃ রহম আলী পোঃ কাঞ্চন কেন্দুয়া জামাত ১০৲ ২। মোহাঃ আলী ও আবদুল আজিজ সাং মহিষাদী সানোড়া ফিৎরা ১০৲ ৩। মোহাঃ শমসির আলী মিঞা সাং শরিফপুর পোঃ কে, বি, বাজার ফিৎরা ২৲ ৪। মওঃ মোহাঃ আফসাতুন সাং পীরুজালী ফিৎরা ১৫৲ ৫। মোহাঃ সায়েফুল্লাহ মুন্সী মারফত লাল মোহাম্মদ সাং পোড়াবাড়ী পোঃ সাদনা ফিৎরা ১০৲ ৬। মোহাঃ আবুল হোসেন সাং পাঁচরুখী এককালীন ৫৲ ৭। হাজী মোহাঃ আলিমুদ্দিন সাং কামারজুড়ি পোঃ গাছা ফিৎরা ৩৲ ৮। আবদুস সালাম মিঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৪৲ ৯। ডাঃ মোহাঃ মাহফুযুর রহমান সাং কাথোরা পোঃ গাছা ফিৎরা ২৲ ১০। হাজী মোহাঃ ইমতাজ উদ্দিন বরমী বাজার যাকাত ১০৲ ১১। মোহাঃ হবীবর রহমান ভূইঞা সাং বড় কাথোরা পোঃ পুবাইল ফিৎরা ১৫৲ ১২। মৌঃ আবুছিদ্দিক ভূইঞা কে, বি, সাহা রোড নারায়ণগঞ্জ যাকাত ২০৲।

আদায় মারফত আলহাজ মোহাম্মদ ইউসেফ আলী ফকীর সাহেব ও মৌঃ মোহাঃ রইছউদ্দিন সাহেব, নারায়ণগঞ্জ

১৩। মোহাঃ আলামত খান সাং পাঁচরুখী যাকাত ১০৲ ১৪। আবদুল আযিয ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ১৫। খন্দকার সামাদ উদ্দিন আহমাদ সাং পাঁচদোনা বাজার এককালীন ৫৲ ১৬। খন্দকার ডাঃ মহিউদ্দিন আহমাদ এককালীন ১০৲ ১৭। মোহাঃ মফীজর রহমান সাং পাঁচদোনা এককালীন ১৲ ১৮। মোহাঃ শাহাজুদ্দিন এককালীন ২৲ ১৯। আবদুর রাজ্জাক সাং পাঁচদোনা এককালীন ৫৲ ২০। মুন্সী মোহাঃ আলী মেওয়াজ এককালীন ৫৲ ২১। মোহাঃ আফান উদ্দিন এককালীন ১৲ ২২। আবদুল গফুর পাঁচদোনা এককালীন ৩৲ ২৩। মুন্সী আবুছিদ্দিন পুরিন্দা বাজার এককালীন ৫৲ ২৪। আবদুল জব্বার মিঞা পুরিন্দা বাজার এককালীন ১০০৲ ২৫। আবদুল মালেক পুরিন্দা এককালীন ১৲ ২৬। মোহাঃ ইউসোফ আলী পুরিন্দা এককালীন ৫৲ ২৭। মোহাঃ ইদ্রিস আলী মিঞা পুরিন্দা বাজার যাকাত ১৫৲ ২৮। মোহাঃ সুরুজ মিঞা পুরিন্দা বাজার যাকাত ১৫৲ ২৯। আবদুর রজ্জাক ঠিকানা ঐ এককালীন ৫৲ ৩০। আবদুল মান্নান সিলমন্দি এককালীন ১৲ ৩১।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আবুছাঈদ পুরিন্দা বাজার ৫৲ ৩২। মুন্সী হযরত আলী ঐ এককালীন ৫৲ ৩৩। মুন্সী হযরত আলী ফিৎরা ২৲ ৩৪। পাঁচরুখী পশ্চিম পাড়া বড় জামাত হইতে মারফত আঃ খালেক ভূইঞা পুরিন্দা ফিৎরা ৫০৲ ৩৫। পাঁচরুখী পশ্চিম পাড়া জামাত হইতে মারফত মোঃ ফিরোজ মিয়া ফিৎরা ৪০৲ ৩৬। গোলজার হোসেন মিয়া পাঁচরুখী বাজার এককালীন ৫৲।

আদায় মারফত মৌঃ মোঃ মকবুল হোসেন সাহেব ইমাম সুরীটোলা জামে মসজিদ

৩৮। ক্যাঙ্গকাটা টেক্সটাইল দোকান ৭ বি, সদরঘাট রোড যাকাত ৫০৲ ৩৯। মডার্ণ ক্লথ মায়া কাটরা সদরঘাট যাকাত ১'৫৲ ৪০। হাজী গোলাম রহমান সুরীটোলা যাকাত ১০৲ ৪১। মোঃ আতিকুল্লাহ মিয়া আলোর বাজার যাকাত ৫৲ ৪২। মোহাঃ আবদুর রহীম মিয়া সুরীটোলা যাকাত ৪৲ ৪৩। মোহাঃ কুনু মিয়া সুরীটোলা যাকাত ১০৲ ৪৪। মৌঃ ইউসুফ সাঃ সুরীটোলা যাকাত ২৲ ৪৫। মোঃ ইউসুফ সাহেব সুরীটোলা যাকাত ৫৲।

আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ সিদ্দিক হোসেন সাহেব সাং গৌরনগর

৪৬। আবদুর রহমান ও সিদ্দিক হোসেন গৌরনগর জামাত হইতে সাকিন নাছিরাবাদ পোঃ রূপগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ৪৭। দাসেরকান্দি জামাত হইতে মারফত চাঁদ মিয়া মাষ্টার ও মোঃ ছিদ্দিক হোসেন সাকিন নাছিরাবাদ ফিৎরা ১০৲ ৪৮। হাজী মোঃ চান মাষ্টার ও সিদ্দিক হোসেন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ৪৯। বালুরগড় জামাত হইতে হাজী মোহাঃ সোনা মিয়া ফিৎরা ৩৲ ৫০। নাছিরাবাদ জামাত হইতে মারফত আবদুল আলীম বেপারী ফিৎরা ৭৲।

যিলা ময়মনসিংহ

দফতরে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ আলতাফ হোসেন জামৈতল মাদ্রাসা ফিৎরা ২০৲ ২। মোহাঃ জাবেদ আলী সরকার সাং কুতুববাড়ী পোঃ বিঘালী ফিৎরা ৫০৲ ৩। মওঃ মোহাঃ ইসমাইল চকরাধা কানাই পোঃ মহম্মদনগর ফিৎরা ৩৯'৪০

যিলা পাবনা

দফতরে ও মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। আবদুস সাত্তার সরকার সাং কানসোনা পোঃ সলপা ফিৎরা ৪০৲ ২। মোহাঃ বেলায়েত হোসেন প্রামানিক সাং বলরামপুর পোঃ পাবনা শহর ফিৎরা ৪৭৲ ৩। সেক্রেটারী কানসোনা শাখা জমঈয়তে আহলেহাদীস পোঃ সলপ ফিৎরা ৫০৲ ৪। মোহাঃ আবদুল জব্বার সাং ঠেংগামারা পোঃ চালুহারা ফিৎরা ৩০৲ ৫। মোহাঃ উকীল উদ্দিন পরামাণিক সাং সাইকোলা পশ্চিম পাড়া আলহাদীস জামাত হইতে ১৪৲।

যিলা রাজশাহী

মনিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মৌঃ আবুল হোসেন সরকার সাং বর্ণি পোঃ জানাইল ফিৎরা ১৫৲ ২। মোহাঃ আফছার আলী সাং তোমকুলী পোঃ বাসুদেবপুর ফিৎরা ৪০৲ ৩। বড় বিহানালী তাহেরপুর মোহাঃ লস্কর আলী পরামাণিক যাকাত ১০৲ ফিৎরা ৯'৭০ ৪। মোহাঃ আবদুল হান্নান এফ, এম, কালীনগর স্কুল পোঃ কালীনগর ফিৎরা ১০'৭৪ ৫। হাজী মোহাঃ সোলেমান আলী সরকার পোঃ দামকুড়া হাট ফিৎরা ৫৲ ৬। আবদুল হান্নান সাং ও পোঃ বাসুদেবপুর ফিৎরা ৫৲ ৭। হাজী মোহাঃ তায়েবউদ্দিন সাং সখীপুর পোঃ বড় বিহানালী ফিৎরা ১০৲ ৮। মোহাঃ ভুসুর উদ্দিন বিশ্বাস সাং নামোশঙ্করবাটি উপর ১০৲ ৯। আবদুর রউপ সরকার সঞ্জয়পুর পোঃ কুসুমপুর ফিৎরা ১০৲ ১০। মোহাঃ তমিজ উদ্দিন শাহ সাং হামির কুৎসা পোঃ গোয়ালকান্দি ফিৎরা ১৯'৭৪ ১১। হাজী আব্দুর রহমান সাং চাঁচকৈর ফিৎরা ২০'৫০ ১২। হাজী নায়েব আলী সরকার সাং কচুয়া পোঃ নন্দনালী ফিৎরা ৬৯৲

যিলা বগুড়া

আদায় মারফত মওঃ মোহাঃ আমজাদুর রহমান সাহেব সাং সোন্দাবাড়ী পোঃ গাবতলী

১। মোহাঃ রুশমতুল্লাহ প্রামাণিক ফিৎরা ৫৲ ২। মোহাঃ হাপিজ উদ্দিন সরকার পোড়াদহ পোঃ

www.ahlehadeethbd.org

গাবতলী যাকাত ৫৲ ৩। মোহাঃ ইসমাঈল হোসেন মোল্লা মাঃ মোহাঃ এনায়েত আলী ফিৎরা ৫৲ ৪। মোঃ মতীউর রহমান সরকার সাং গোড়াদহ পোঃ গাবতলী ফিৎরা ৫৲ ৫। মোহাঃ আফযাল হোছেন ফকির বগুড়া নিউমার্কেট যাকাত ২৫৲ ৬। মোহাম্মদ আলী ফকির ঠিকানা ঐ এককালীন ১০৲ ৭। মোহাঃ আবুল কাছেম সাং ও পোঃ গাবতলী ফিৎরা ৫৲ ৮। মোহাঃ যিল্লুর রহমান পাইকার গাবতলী ফিৎরা ৫৲ ৯। মোহাঃ মোশাররাফ আলী মণ্ডল ফিৎরা ৩৲ ১০। মোহাঃ দৌলতুজ্জামান সরকার সাং গোড়াদহ পোঃ গাবতলী ফিৎরা ৩৲ ১১। মোহাঃ তসলিম পাইকার, মোঃ তোজাম পাইকার ও মোহাঃ আবুবকর সরদার ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৬৲ ১২। মোহাঃ মুবারক আলী আখন্দ গাবতলী ফিৎরা ১০৲ ১৩। মোহাম্মদ মোল্লা সাং সোন্দাবাড়ী পোঃ গাবতলী ফিৎরা ৫৲ ১৪। মোহাঃ মুস্তেজার রহমান সরকার, মোহাঃ সোলায়মান আলী আখন্দ ও মোহাঃ তমেজউদ্দিন মোল্লা ফিৎরা ৯'২৫ ১৫। ডাক্তার মোহাঃ নঈমউদ্দিন সরকার সাং গোড়াদহ পোঃ গাবতলী ফিৎরা ৫৲ ১৬। মোহাম্মদ আলী সরকার পোঃ গাবতলী ফিৎরা ৫৲ ১৭। মোহাঃ জহুর আলী খন্দকার সাং উনচরখী পোঃ গাবতলী ফিৎরা ৫৲ ১৮। আলহাজ মোহাঃ আমিযুর রহমান সাং ও পোঃ বাইগুনি ফিৎরা ১০৲ ১৯। মোহাঃ নজীবুল্লাহ মণ্ডল ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ২০। মোহাঃ ইদ্রিস আলী প্রামাণিক ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৫৲ ২১। মৌঃ আনিসুর রহমান মণ্ডল সাং হামীদপুর পোঃ গাবতলী ফিৎরা ১০৲ ২২। মোহাঃ হাবীবর রহমান প্রামাণিক সাং তরফসরতাজ পোঃ গাবতলী ফিৎরা ২৲ ২৩। মোহাঃ আবদুল করিম সরকার সাং তরফসরতাজ ফিৎরা ৫৲ ২৪। আবদুর রহমান ফকির ফিৎরা ১০৲ ২৫। মোহাঃ দিয়ানতুল্লাহ প্রামাণিক সাং সোন্দাবাড়ী ফিৎরা ২৲।

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

২৭। আলহাজ ডাঃ মোহাঃ কাসেম আলী সাং সিচার পাড়া পোঃ ভিলুর পাড়া ফিতরা ৪৫৲ ২৮। মৌঃ মোহাঃ তোফাজ্জল হোসেন সাং কমরগ্রাম পোঃ বানিয়া পাড়া ফিৎরা ১৫৲ ২৯। মোহাঃ আবদুর রেজ্জাক মণ্ডল সাং ও পোঃ বোহাইল ফিতরা ৩৲ ৩০। এ, এফ, এম, করিম বক্স এম, এ, বি-টি, হেডমাষ্টার মথুরা পাড়া হাই স্কুল ফিৎরা ৫৲ ৩১। আলহাজ মুন্সী আব্বাস আলী সাং ফুলকুট পোঃ ডেমাজানি বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় ফিৎরা ১০০৲ ৩২। হাজী ফজলুল হক সাং ধামা চামা পোঃ নিমগাছি ফিৎরা ৫৲ ৩৩। এস, এম, গোলাম রহমান সাং সাতটিকরি ফিৎরা ১০'২০ ৩৪। মুসলিম উদ্দিন আহম্মদ সাং সতীনপাড়া পোঃ কিচক ফিৎরা ৭৲।

যিলা রংপুর

আদায় মারফত মাহাঃ আবদুস সবহান

সাং শীবপুর পোঃ বাহাদুরহাট

১। আবদুল গফুর আখন্দ রাখালবুরুজ ফিৎরা ৩৲ ২। ভিটা শাখাইল জামাত হইতে মারফত ডাঃ মোহাঃ উনমান গণী সাং শাখাইল পোঃ সরদার হাট ফিৎরা ৫৲ ৩। পুন্তাইর পাঁচপাড়া জামাত হইতে মারফত মোহাঃ নূরুল ইসলাম ফিৎরা ২৲ ৪। পুন্তাইর পাঁচপাড়া জামাত হইতে মোহাঃ আছর আলী বেপারী মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৩৲ ৫। মোহাঃ আমজাদ আলী প্রধান সাং খিরিবাড়ী পোঃ কোচাশহর ফিৎরা ৫৲ ৬। আবদুল করিম আখন্দ সরদার হাট ফিৎরা ৩৲ ৭। হাজী মোহাঃ খবেজান সাং পুন্তাইর পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ১৲ ৮। আবদুল বারী আখন্দ সাং পুন্তাইর পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ৯। শীবপুর জামাত হইতে মোহাঃ আবদুস সবহান আখন্দ পোঃ সরদার হাট ফিৎরা ১০৲।

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১০। মুন্সী মোহাঃ নকীবউদ্দিন আখন্দ সাং ও পোঃ সেরুডাঙ্গা বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় ফিৎরা ১০৬৲ ১১। হাজী মোহাঃ হাসান আলী মোল্লা সাং কাযী ভাতুরিয়া যাকাত ২৭'৫৫ ১২। মৌঃ মোহাঃ আনছার আলী সাং হরী নারায়ণপুর পোঃ শটিবাড়ী এককালীন দান ৭'৫০ ১৩। মোহাঃ মহসিন আলী মণ্ডল সাং জলাইডাঙ্গা পোঃ গোপালপুর ফিৎরা ১১৲ ১৪। মোহাঃ আবদুর রহমান মৌভাষা সনামিয়া ঔষধালয় সেন্ট্রাল রোড ফিৎরা ৪'৫০ ১৬। মুন্সী মোহাঃ গোলাম ওয়াহেদ বাজিতপুর পোঃ চাঁদপুর ফিৎরা ১০১'৩৫। ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত কয়েকখানা ধর্মীয় পুস্তক

মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী প্রণীত

		মূল্য
১।	আহলে-হাদীস পরিচিতি	৩'০০
২।	ফির্কাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি	
	বোর্ড বাঁধাই	২'৫০
	সাধারণ বাঁধাই	২'০০
৩।	[আযযাওউললামে উর্দূ] মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা	১'০০
৪।	তিন তালাক প্রসঙ্গ	১'০০
৫।	ইসলাম বনাম কম্যুনিজম	'৬২
৬।	মুসাফাহা এক হস্তে না দুই হস্তে	'৪০
৭।	আহলে কিবলার পিছনে নামায	'২৫
৮।	নিরুদিষ্ট পুরুষের স্ত্রী	'৩৭
৯।	ঈদে কুরবান	'৫০

আরাফাত সম্পাদক মৌলবী আবদুর রহমান প্রণীত

১০।	নবী সহধর্মিণী	৩'০০

মওলানা মতীয়ুর রহমান প্রণীত

১১।	তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া [২য় খণ্ড]	৪'৫০

মওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মদ প্রণীত

১২।	নামায শিক্ষা [হুয়াইট প্রিন্ট]	'৭৫
	নিউজ প্রিন্ট	'৬২

মওলানা আবদুল্লাহ ইবনে ফযল প্রণীত

১৩।	সহীহ নামায ও দোওয়া শিক্ষা, ২য় খণ্ড	২'৫০

আল্লামা সুলায়মান নদভী প্রণীত এবং আরাফাত সম্পাদক কর্তৃক উর্দূ হইতে অনূদিত

১৪।	সোশিয়ালিজম বনাম ইসলাম	'৫০

এবং

অন্যান্য লেখকের ইসলামী গ্রন্থ মালা

প্রাপ্তিস্থান ঃ আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ,
৮৬, কাযী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth October 1970 Regd. No. DA- 59
Phone : 245490

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road.

www.ahlehadeethbd.org